ড. মা শ আ ল ফা লা হি

হতাশা শব্দটি

আপনার জন্য নয়

অনুবাদ : সাদিক ফারহান

লেখক পরিচিতি

ড. মাশআল ফালাহি

আরববিশ্বের পরিচিত এক নাম। বিশিষ্ট দাঈ, স্বপ্নবান লেখক ও মোটিভেশনাল স্পিকার।

ড. মাশআল ফালাহি ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের জেদ্দায় জন্মগ্রহণ করেন। মক্কার স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় 'জামিআতু মাক্কাতিল মুকাররমাতিল মাফতুহা' থেকে শরিয়া বিষয়ে মাস্টার্স শেষ করেন। পরে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন ডক্টরেট ডিগ্রি।

তিনি সৌদি আরবের হালি উপত্যকায় ১৪২২ হিজরিতে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য সংস্থা 'জমইয়াতুল বিররিল খাইরিয়্যাহ'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সেক্রেটারি। বর্তমানে সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং তাহফিজুল কুরআন সংস্থা হালি শাখার সহ-পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বপ্নবান এই লেখক তার অনবদ্য রচনা ও লেকচারের মাধ্যমে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন। হতাশা ঝেড়ে ফেলে সফলতার পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখান। ড. মাশআল ফালাহির রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তার প্রতিটি রচনায় বাস্তবতার পাশাপাশি নিপুণভাবে ফুটে ওঠে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার চিত্র। তার প্রতিটি বইয়ে পাঠক খুঁজে পায় জীবনের বাস্তবতা।

মাকতাবাতুল হাসান থেকে লেখকের প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৫টি :

- বদলে ফেলুন নিজেকে
- আপনি নন অভ্যাসের দাস
- প্রকাশ করুন আপনার পরিমার্জিত সংস্করণ
- হতাশা শব্দটি আপনার জন্য নয়
- আমার একটি স্বপ্ন আছে

মাকতাবাতুল হাসান

হতাশা

শব্দটি

আপনার জন্য নয়

পূর্বকথা

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ নবী ও সর্বোত্তম রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

প্রিয় পাঠক, আপনার অনুভব-অনুভূতির অঙ্গনে যদি আশা-আকাঙ্ক্ষার শুভচিন্তা লালন করতে পারেন, তাহলে তা আপনাকে আজীবন আল্লাহর রহমতের আনন্দে প্রফুল্ল রাখবে। যদি আশা ও ভরসার ডানায় ভর করে আপনার বোধকে সজীব রাখতে পারেন, তাহলে তা যুগ যুগ ধরে আপনার পিপাসিত হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাবে। আশা করি এ বইটি আপনার সামনে এক কল্যাণের জগৎ উন্মোচন করে দিতে পারবে, যেখানে মৌ মৌ করবে বসন্তের সৌরভ। যার মাটি কখনো রুক্ষ হয় না। অনুর্বর হয় না। আর সেখানে কখনো মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ু বইবে না।

আমি আপনার সঙ্গে অভিনয় করছি না; বরং নতুনভাবে কুরআন ও সুন্নাহ পাঠের প্রতিশ্রুতি দিতে এসেছি। আমি চেষ্টা করব জীবনকে নতুনভাবে সাজাতে। আপনার মনের এবং ভাবনার সবকিছুই এই বইয়ে পাবেন। এর একটি শব্দও আপনাকে নিরাশ করবে না ইনশাআল্লাহ।

এই বইয়ে চিত্রিত হয়েছে কুরআন ও হাদিসের নির্যাস। আর বাস্তবতা এবং অনুভূতির মিশেলে স্থান পেয়েছে ওহির বাস্তব অভিজ্ঞতা। আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আমাদের অধিকাংশের জীবনেই ওহির মৌলিক অনুভূতি ও চেতনা জাগ্রত নয়। এই উম্মাহ যদি আবার এককভাবে এবং সামগ্রিকভাবে ওহির আবেদনের দিকে ফিরে এসে হৃদয় ও অনুভূতিতে ওহির চেতনা জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা ওহির বৃষ্টিতে সিক্ত থাকবে।

—ড. মাশআল ফালাহি
সৌদি আরব

গল্পটি 'ভাঙা পাত্রের'

এক ব্যক্তির বড় বড় দুটি পাত্র ছিল, যেগুলো দিয়ে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পানি আনা-নেওয়া করত। একটি পাত্র ছিল ভাঙা। প্রতিবার গন্তব্যে পৌঁছতে পৌঁছতে ভাঙা পাত্রের অর্ধেক পানি পথেই পড়ে যেত। এভাবেই চলছিল তার দিনকাল। ভাঙা পাত্র থেকে পানি পড়ে যাওয়ার কারণে এবং প্রতিবার তার পরিশ্রম বৃথা যাওয়ার কারণে সে মনে মনে কষ্ট পেত। কিন্তু পানি আনা-নেওয়ার এই কাজ শেষ হওয়ার পর লোকটি হঠাৎ একদিন দেখতে পেল, সে যে পথ দিয়ে পানি আনা-নেওয়া করত সেই পথটি সবুজ-শ্যামল আর ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়ে আছে।

এখান থেকে শিক্ষা : অভিযোগ-অনুযোগ করেই যেন আমরা আমাদের জীবন শেষ না করে ফেলি, দুঃখদুর্দশা আর জীবনের সংকীর্ণ অঙ্গনেই যেন আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ না রাখি। আমাদের উচিত, জীবনের এই সংকীর্ণ অঙ্গন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে আশা ও প্রত্যাশার বিস্তৃত অঙ্গনে দৃষ্টি দেওয়া। যেন আমরা অচিরেই আশার এক আলো ঝলমলে জীবনের দেখা পাই।

যে জীবন আপনাকে অতিষ্ঠ করেছে, যে ক্ষুধা আপনাকে ক্লান্ত করেছে, যে রোগ-ব্যাধি আপনাকে ঘিরে রেখেছে, সেগুলো ওই ভাঙা পাত্রের মতো, যা সবসময় গল্পের সেই ব্যক্তিকে কষ্ট দিচ্ছিল এবং ব্যর্থতা ও হতাশার সাগরে ডুবিয়ে রেখেছিল। পরিশেষে জীবনের এই দুঃখদুর্দশা আর ক্ষুৎপিপাসার বিনিময়ে পরকালে আল্লাহ আপনার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং আপনার ভুলত্রুটি ক্ষমা করবেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

মুমিনের জীবনে ধারাবাহিক বিপদ থাকা মানে, সে যখন আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তখন তার কোনো পাপ থাকবে না।

[*সুনানুদ দারিমি*, ২৮২৫; *আয-যুহদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৯৪]

সুতরাং আপনার জীবনে যে বিপদ আসবে এবং যে সংকট আপনার প্রতিদিনের

সঙ্গী তা মূলত আপনার গুনাহ মাফের জন্য। আপনাকে পবিত্র করার জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> মুসলিম ব্যক্তি যদি কোনো দুশ্চিন্তা, দুর্দশা ও রোগ-ব্যাধির শিকার হয় এমনকি যে কাঁটা তার শরীরে বিদ্ধ হয়, এ সবকিছুর বিনিময়ে আল্লাহ তার পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন। [*সহিহ বুখারি*, ৫৬৪১; *সহিহ মুসলিম*, ২৫৭৩]

মুমিনের জীবনে প্রতিটি বাধার বিপরীতেই রয়েছে একটি সফলতার হাতছানি। প্রতিটি ভুল ও ব্যর্থতার পরেই রয়েছে শুদ্ধতা ও সফলতার এক বিস্তৃত অঙ্গন। সুতরাং জীবনে চলার পথে আপনি যে ব্যর্থতা ও হতাশার শিকার হন তা যেন আপনার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে না রাখে।

জীবনের জন্য এই পাঠ গ্রহণ করুন; ভুলের পরেই আসে শুদ্ধতা। ব্যর্থতার পরেই আসে গৌরবমণ্ডিত সফলতা। প্রত্যেক দুঃখের পরেই রয়েছে সুখ। প্রত্যেক হতাশার পরেই রয়েছে আশা ও প্রত্যাশার হাতছানি। অপমান-অপদস্থতার পরেই রয়েছে মর্যাদা ও সম্মানের চাদরে মোড়া সুখময় এক অনুভূতি।

অতএব, চলার পথে যত বাধাই আসুক হতাশ হবেন না। বিপদ-দুর্দশায় শঙ্কিত হবেন না। দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ভেঙে পড়বেন না। আপনার সঙ্গে যা-কিছু ঘটছে তার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা বের করে আনার চেষ্টা করুন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করুন। অচিরেই আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি এমন এক জীবনে পদার্পণ করবেন যা আপনার ভবিষ্যৎ জীবনকে আনন্দিত ও আলোকিত করে তুলবে।

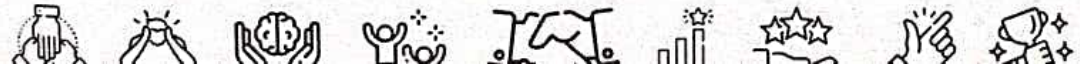

বলুন আল্লাহ এক

একত্ববাদকে অনুভব করুন। একত্ববাদের অর্থ ও মর্ম জানার চেষ্টা করুন। আপনার হৃদয় ও অনুভূতিকে একত্ববাদের চেতনায় জাগিয়ে তুলুন। একত্ববাদের চেতনাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করুন। একত্ববাদের অর্থ ও মর্মকে ভালোভাবে জানুন। দেখবেন আপনার অনুভূতি তখন কেমন হয়! আপনার কাছে মনে হবে যেন আপনার নবজন্ম হয়েছে। আপনি এমন এক জীবনের প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে দেখতে পাবেন, যা কখনো হারানোর নয়।

গভীরভাবে ভাবুন, আপনার একজন প্রতিপালক আছেন, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। যিনি আপনাকে প্রতিনিয়ত রিজিক দেন, আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, আপনার জীবনের কষ্টকে লাঘব করে দেন এবং বিভিন্ন কল্যাণের কাজে আপনাকে নিয়োজিত করে রাখেন। আপনাকে সত্যের পথে পরিচালিত করেন, সত্য-সরল পথে চলতে তিনিই আপনাকে সাহায্য করেন। সর্বোপরি তিনিই সব জায়গায় আপনাকে নিরাপত্তা দান করেন।

ভাবুন তো, সৃষ্টিজগতের একটি কণার ওপরও এই সমগ্র সৃষ্টিজগতের কারও কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহ তাআলা একাই এর যাবতীয় ঘটনা, এর সমূহ গল্প লেখেন এবং সবসময় সে অনুযায়ী পরিচালনা করেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে নিজের ব্যাপারে বলেন,

> তিনি প্রত্যহ একেকটি শানে থাকেন। [সুরা রহমান, ২৯]

আল্লাহ এক, তিনি আপনাকে একত্ববাদের অনুসারীরূপেই পেতে চান। একাধিক উপাস্যের অনুসারীরূপে দেখতে চান না। বিভিন্ন মতবাদের অনুসারীকে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি শুধু তার জন্যই আপনাকে পেতে চান, আপনার সব আশা-প্রত্যাশাই তিনি নির্ধারিত সময়ে পূরণ করবেন।

আল্লাহ এক, তিনি আপনার হৃদয়, অনুভব-অনুভূতি, অন্তরের গোপন ইচ্ছা-সহ যাবতীয় বিষয় এককভাবে তার জন্যই উৎসর্গিত দেখতে চান। এর

বিনিময়ে অচিরেই তিনি আপনাকে সবকিছু দান করবেন। যেহেতু তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাই আপনার হৃদয় দ্বিতীয় কারও উপাসনা করে ব্যর্থ হবে এই অধিকার নেই। আপনার আত্মা কোনো মরীচিকার পেছনে ছুটে তৃষ্ণার্ত হবে সে অধিকারও নেই। কারণ আপনার জীবনসঞ্জীবনী তো একত্ববাদের ঝরনার মাঝেই বিদ্যমান।

আপনার কাছে তো সবকিছুই আছে। সুতরাং হৃদয়-আত্মা ও অনুভূতির প্ররোচনায় আপনি কেন প্ররোচিত হবেন।

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে তো জানলেন। এবার শুনুন আল্লাহ যে অমুখাপেক্ষী সে সম্পর্কে। সমগ্র সৃষ্টিজগৎ তার মুখাপেক্ষী। বিপদে-আপদে সবাই মনে মনে তাকেই ডাকতে থাকে, পৃথিবী তারই অনুগ্রহের কাঙাল হয়ে ওঠে। সুতরাং জীবনের জন্য এই পাঠ গ্রহণ করুন যে, তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, কোনো প্রতিপালক নেই, বিশ্বজগতের প্রয়োজন পূরণে তিনি ছাড়া আর কোনো সাহায্যকারী নেই।

রাতের গভীরে, দূরের সফরে, সংকটপূর্ণ মুহূর্তে কিংবা দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে যখনই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর মুখাপেক্ষী হবেন, তখনই আপনার হৃদয়বীণার তারে তাঁর সাহায্যের ঝংকার শুনতে পাবেন। জীবনে তখন এক নতুন বসন্তের অনুভূতি লাভ করবেন।

ভবিষ্যতের ব্যাপারে শঙ্কিত হবেন না। আশা পূরণ না হওয়ায় হতাশ হবেন না। কবে ভাগ্যের চাকা ঘুরবে এই চিন্তায় নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলবেন না। আল্লাহ তাআলা সবকিছু করতে পারেন এই বিশ্বাস রাখুন। অচিরেই তিনি আপনাকে সবকিছু দেবেন। আপনার সব প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে পরিণত করবেন। কখনই কোনো সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হবেন না; বরং সবসময় অমুখাপেক্ষী আল্লাহর ওপরই ভরসা রাখুন।

হে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, জেনে রাখুন আত্মবিশ্বাসের নামই জীবন। যেহেতু আপনি জানেন যে, সবকিছুই একমাত্র আল্লাহর মালিকানায় এবং তাঁরই নিয়ন্ত্রণে, তিনি যা চান তাই হয়, যা চান না তা কখনো হয় না। সুতরাং দুশ্চিন্তাকে ঝেড়ে ফেলুন। পথ ও পন্থা নির্ধারণ করে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যান। পথের বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে সফলতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করুন। আর এই চূড়ায় পৌঁছতে হলে আপনাকে আশা ও ভরসার সিঁড়িতে আরোহণ করতে হবে।

আপনার আগামী দিনগুলো অনেক সুন্দর

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যখন ওহি আসা শেষ হলো, শত্রুরা তখন খারাপ ব্যবহার করা শুরু করল। বিভিন্ন কটুকথা বলে তারা নবীজিকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কখন জিবরিল আমিন আসবেন, সেই অপেক্ষায় অস্থির সময় যেতে থাকল। অবশেষে ওহি এলো। দুঃখকষ্ট ও অপমানের দিন ঘুচল। আল্লাহ তাআলা উত্তমভাবে মহিমান্বিত শব্দে তাঁর প্রিয় রাসুলকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

(হে রাসুল) শপথ চড়তি দিনের আলোর, এবং রাতের; যখন তার অন্ধকার গভীর হয়। তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। নিশ্চয় পরবর্তী অবস্থা তোমার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা উত্তম। দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশি হয়ে যাবে। [সুরা দুহা, ১-৫]

কে আপনাকে বলে যে আপনার রব আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন? কে বলে, আপনি একা, আপনার রব আপনার সঙ্গে নেই? কে আপনাকে নিরাশ ও নিঃসম্বল করতে চায়? কে আপনাকে এসব অশুভ প্রলাপে ভয় দেখাতে চায়? কারা আপনার হৃদয়ে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার বীজ বুনে দিতে চেষ্টা করে? আপনি বরং বাস্তবতায় বিশ্বাস রাখুন। আপনি অটল ও অবিচল থাকুন এবং আপনার হৃদয় ও অনুভবের জগৎ জাগিয়ে রাখুন এই আশ্বাসে যে, 'আপনার প্রতিপালক আপনাকে পরিত্যাগ করেননি। তিনি আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও নন।' তিনি আপনাকে নিঃসঙ্গ করেননি এবং আপনাকে দূরেও সরিয়ে দেননি। বরং তিনি এখনো আপনাকে ভালোবাসেন, আপনার সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব তিনিই রক্ষা করবেন।

আপনি বিশ্বাস রাখুন, 'নিশ্চয় পরবর্তী অবস্থা আপনার পক্ষে পূর্বের অবস্থা অপেক্ষা উত্তম।' আপনার পরবর্তী জীবন পূর্বের চেয়ে সুন্দর ও প্রতিদানপূর্ণ।

আপনার জীবনের অনাগত দিনগুলো আপনার বিগত সময়ের চেয়ে উত্তম ও সাফল্যঘেরা। যা আজও আসেনি, যা এখনো ভবিষ্যৎ তা আপনার অতীত ও প্রাপ্তির থেকে মহান নিশ্চয়। যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি আপনার সামনে অপেক্ষা করছে, তা আপনার পেছনের দুঃখ ও দুঃসহ যাতনার চেয়ে মনোরম ও মনোহর। এ তো আপনার দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী পাওয়া, পরকালে তো এর চেয়ে অনেক ও বড় প্রাপ্তি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার যে স্বপ্ন এ জগতে পূর্ণতা পায়নি, আপনার যে সুখের দিন এ জগতে ধরা দেয়নি পরকালে তার সবটাই আপনার চোখের সামনে থাকবে। পরকালে সেসবের শুভ বাস্তবায়নে আপনি আনন্দিত এবং মুগ্ধ হবেন।

যার জন্য আপনার রাত-দিনের অপেক্ষা, যে স্বপ্নের বাস্তবায়নে আপনার রাত-দিনের সাধনা, একটু দেরিতে হলেও সে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা আপনার হাতের নাগালে আসবে। (দৃঢ়বিশ্বাস রাখুন, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত দেবেন যে, আপনি খুশি হয়ে যাবেন।) আল্লাহ তাআলার দান ও প্রতিদান এতটা অসীম হবে যে, আপনি সন্তুষ্ট না হয়ে পারবেন না। আপনি এতটাই মুগ্ধ হবেন যে, পার্থিব জীবনে যত কষ্ট ও দুঃখ পেয়েছেন মুহূর্তে সব ভুলে যাবেন। আপনাকে তিনি এত দেবেন যে, আপনি বলে উঠবেন, আমি সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছি। আমি ইহকালের সব অপ্রাপ্তির কথা ভুলে গিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের কখনো ভুলে থাকেন না। তিনি তাদের খোঁজ রাখেন, তাদেরকে শক্তি দেন, তাওফিক দেন এবং সহযোগিতা করেন। যদি তারা বিপদে পড়ে, তখন তিনিই তাদের সঙ্গী হন, তাদের পাশে দাঁড়ান এবং তাদের সহযোগী হন। তাদের প্রয়োজন পূরণ করেন, ফলে তারা নতুন জীবনে ফিরতে পারে।

সুরা দুহায় বর্ণিত সান্ত্বনাবাণী মূলত নবীজিকে লক্ষ করেই বলা হয়েছে, তবে এ সান্ত্বনা তাদের সবার প্রতি, যারা রাসুলের নির্দেশিত পথে চলে, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং পরকাল পর্যন্ত যারা তাঁর আদর্শের ওপর চলবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের প্রতিরক্ষা করেন, যারা ঈমান এনেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। [সুরা হজ, ৩৮]

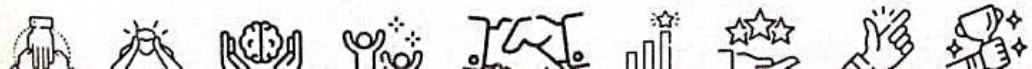

হাদিসে কুদসিতে[১] আল্লাহ তাআলা বলেন,

বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এভাবে একসময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। [*সহিহ বুখারি*, ৬৫০২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসো। [*সহিহ বুখারি*, ৬০৪০]

আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসেন, সুতরাং বিশ্বাস রাখুন, আপনার ভবিষ্যৎ অতীতের দিনগুলো থেকে অনেক সুন্দর। যে দিনগুলো দুঃখকষ্ট ও কান্নায় কেটেছে তার চেয়ে আগত দিনগুলো শতগুণ সুন্দর ও সুশোভিত হবে। যে কষ্টের সময় ও তিক্ত দিনকাল আপনি কাটিয়েছেন, সামনে তা আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে আসবে। অতএব, দুশ্চিন্তা যেন আপনাকে স্পর্শ না করে। আপনার হৃদয় যেন সংকীর্ণ না হয়ে পড়ে, আপনার অনুভূতি যেন সংকুচিত না হয়। বরং বিশ্বাস রাখুন, আপনার আগত জীবন সব অভিযোগের শেষ ও সমাপ্তি নিয়ে, সুন্দর ও উত্তম প্রতিদানের পসরা নিয়ে আসছে ইনশাআল্লাহ।

---

[১]. **হাদিসে কুদসি :** যে হাদিসের শব্দ ও ভাষা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজস্ব, কিন্তু তার অর্থ, ভাব, মূল কথা আল্লাহর নিকট থেকে ইলাম বা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত।

আমি কি তোমার হৃদয় খুলে দিইনি?

যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেন, তাহলে আপনার আর কীসের প্রয়োজন বলুন? আল্লাহ যদি আপনার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করেন, তাহলে দানের ফল্গুধারা সরাসরি সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। জীবন আপনার জন্য খুব তাড়াতাড়ি স্বাদ ও সৌন্দর্য বয়ে আনবে। আপনি জীবনের জন্য যত সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন চাহিদামতো তা পৌঁছে যাবে আপনার জীবনজগতে। যত দ্রুত একজন মানুষের মনে এই অনুভূতি অর্জিত হবে, তত দ্রুতই সে পরকালের নেয়ামতের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে।

যদি আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয় খুলে দেন, তাহলে হৃদয়ে কোনো আক্ষেপ ও আফসোস থাকবে না। জীবনের প্রতি আপনি বিতৃষ্ণ হবেন না এবং পথে আপনার কোনো বাধা থাকবে না। আর যদি আপনার হৃদয় উন্মুক্ত না থাকে, তবে তা সংকীর্ণ হবে, দুনিয়া এসে জড়ো হবে আপনার দুচোখের সামনে। আপনার দম বন্ধ হয়ে আসবে, আপনার কাছে মনে হবে কেমন যেন সুঁইয়ের ছিদ্রের মতো ছোট্ট কোনো ছিদ্র দিয়ে শ্বাস নিচ্ছেন। যদি আল্লাহ আপনাকে সব দেন, কিন্তু জীবনের স্বাদ গ্রহণের এই পথ ও দুয়ার বন্ধ রাখেন, যদি আপনার মন আনন্দ বোঝার যাবতীয় অনুভূতি হারিয়ে বসে, বলুন তো, সেটা কেমন হবে? সে জীবনে সুখ কতটা, যখন আপনার সবই উন্মুক্ত আছে, কিন্তু আপনার মাথাভরতি দুশ্চিন্তা, হৃদয় ভারাক্রান্ত, দুঃসহ কষ্টে ও সংকীর্ণতায় আপনি যেন নরকবাসী? বন্ধ ও বন্ধ্যা মনের অসুখ নিয়ে সে জীবনে আপনি কী করে সুখের দেখা পাবেন?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ খুলে দিয়েছেন, সে তার প্রতিপালকের দেওয়া আলোয় এসে গেছে (সে কি কঠোরহৃদয় ব্যক্তিদের মতো হতে পারে?)। হ্যাঁ, যাদের অন্তর কঠোর হওয়ায় আল্লাহর জিকির থেকে বিমুখ,

তাদের জন্য ধ্বংস। এরূপ লোক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। [সুরা যুমার, ২২]

অন্যত্র বলেন,

আল্লাহ যাকে হেদায়েত দানের ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ ইসলামের জন্য খুলে দেন, আর যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন (ফলে ঈমান আনা তার পক্ষে এমন কঠিন হয়ে যায়), যেন তাকে জোরপূর্বক আকাশে আরোহণ করতে হচ্ছে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ এভাবেই তাদের ওপর (কুফরের) কালিমা লেপন করেন। [সুরা আনআম, ১২৫]

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন এবং তাঁর যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন। সবশেষে তিনি প্রিয়তম বন্ধুর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যার কারণে তাঁর অপ্রাপ্তি বলে আর কিছুই থাকেনি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(হে রাসুল) আমি কি তোমার কল্যাণে তোমার বক্ষ খুলে দিইনি? আমি তোমার থেকে অপসারণ করেছি সেই ভার, যা তোমার কোমর ভেঙে দিচ্ছিল এবং আমি তোমার কল্যাণে তোমার চর্চাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

[সুরা ইনশিরাহ, ১-৪]

আল্লাহ তাআলা নবীজির হৃদয় উন্মুক্ত করে দিয়ে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সাহায্য করেছেন। তাঁর পথের বোঝা কমিয়ে দিয়েছেন। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তার বিশ্বাস, কর্ম ও জীবনের মাঝে ভারসাম্য এনে দিয়েছেন, অবশেষে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয় উন্মোচিত করে শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁকে সহযোগিতা করেছেন। শত্রুরা তাঁর নামে অপবাদ ছড়িয়েছে, তাঁকে আঘাত করেছে, বিতাড়িত করেছে এবং অবরুদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু তিনি পরকালে প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় সবসময় সহনশীল ও সহিষ্ণু থেকেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয়কে কল্যাণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন বলেই, তিনি জগতের কারও প্রতি হিংসাপরায়ণ হতেন না। ঘোরতর শত্রুর সামনে তাঁকে দেখা যেত ধৈর্যশীল ও ক্ষমাপ্রবণ। তিনি তখনো তাদের অজুহাত গ্রহণ করতেন, তাদের অপরাধ ক্ষমা করতেন, যখন তার প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য আছে।

আল্লাহ তাআলা যখন আপনার হৃদয় খুলে দেবেন, তখন আপনি ধর্ম ও সুন্নতের অনুসরণে এতটা আগ্রহী ও অগ্রসর হবেন, যেন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দিনে আপনি সুপেয় পানি পেয়ে গিয়েছেন। আর যদি আপনার মনের মধ্যে সংকীর্ণতা থাকে, তাহলে আপনি সবকিছু থেকে বঞ্চিত হবেন।

আল্লাহ যখন আপনার হৃদয়ের দুয়ার খুলে দেবেন, তখন আপনি নিজের ভেতর এক শুভ্র আলোর ঝলকানি অনুভব করবেন। ধর্মীয় জীবন সহজ মনে হবে। জীবনের চিত্র ও বাস্তবতা সুন্দর ও মনোরম লাগবে। প্রতিমুহূর্তে নেয়ামতপ্রাপ্তি ও অর্জনের আনন্দে আপনার জীবন ভরে উঠবে।

আল্লাহ যদি আপনার হৃদয় উন্মুক্ত করে দেন, তাহলে কল্যাণের প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে আগ্রহ অনুভব করবেন। ইবাদতের প্রতি স্পৃহা এবং ভালো কাজে উৎসাহ পাবেন। আর তখন আপনি শুধু এমন কিছু করেই আনন্দ পাবেন, যা আপনাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আর যদি হৃদয় সংকুচিত হয়ে পড়ে, তাহলে রবের আনুগত্য আপনার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। আপনার দেহ-মন দুর্বল মনে হবে এবং আপনার হৃদয়জুড়ে থাকবে রাজ্যের অক্ষমতা। আপনাকে তাড়িয়ে বেড়াবে অদৃশ্য কোনো ভয়, জগতের কোথাও যা আপনাকে প্রশান্তিতে বাঁচতে দেবে না।

যা-কিছু বলা হলো, সবই আপনার হাতের নাগালে। সবই আপনার আয়ত্তাধীন। এ বইটি পড়ার সময়ও আপনি এসবের যোগ্যতা রাখেন। কেবল বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা আপনার হৃদয়ে সকলপ্রকার কল্যাণের আগ্রহ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখেন। তারপর ধর্মীয় জীবনযাপনে উদ্যমী হয়ে উঠুন, কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন করুন। এ পথের সব প্রতিকূলতাকে সাহসের সঙ্গে অতিক্রম করুন। অচিরেই দেখতে পাবেন, কীভাবে দীর্ঘকালের জন্য আপনার হৃদয় ও মন স্থির ও স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

কবির ভাষায়,

মেঘ দেখে তুই করিসনে ভয়
আড়ালে তার সূর্য হাসে।

ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত

মানুষ যখন ভ্রমণে বের হয়, তখন মৃত্যুর কথা মনে করে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা করে এবং চালককে বারবার সতর্ক করে। কখনো বাহনে সমস্যা মনে হলে, নেমে অন্য কোনো বাহনে আরোহণ করে। কারও সন্তান যদি যাত্রাপথে থাকে, তার তো ঘুম উড়ে যায়। প্রতিটি মুহূর্তে খোঁজ নেয় এবং চরম উৎকণ্ঠায় সময় পার করে।

ভাগ্যের কলম আপনার রিজিক, জীবৎকাল, কর্ম ও পরকালের ভাগ্য-দুর্ভাগ্যের হিসাব লিখে নিয়েছে। যা আপনার জন্য লেখা আছে, আজ বা কাল, তা আপনি পাবেনই। আপনার জন্য নির্ধারিত সবটাই আপনার কাছে পৌঁছবে। লওহে মাহফুজে যা লেখা রয়েছে, জীবনের কোনো না কোনো সময়ে আপনি তার বাস্তবায়ন দেখতে পাবেন।

মৃত্যু হলো আমাদের ভাগ্যের লিখন! কাউকে দেখবেন পথে মরে পড়ে আছে, কাউকে যাত্রাপথে, কাউকে বিদেশে, কাউকে ঘুমের ঘোরে, কাউকে নামাজের জায়নামাজে, মসজিদের মিহরাবে, কাউকে উড়ন্ত বিমানে, কাউকে অতল সমুদ্রে, কাউকে আবার চলতে চলতে খুব স্বাভাবিকভাবে বা সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যেতে দেখি। তাই সফর বা দূরযাত্রার ভয় করবেন না, অচিন দেশে আছেন বলে শঙ্কিত হবেন না। বিমান হোক, নদী-সমুদ্র বা জাহাজ যা-ই হোক, বিশ্বাস রাখবেন লওহে মাহফুজে যা লেখা হয়েছে তাই আপনার জীবনে ঘটবে।

যে শহরে বা রাষ্ট্রে আপনার মৃত্যু লিখিত, আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট সময়ে কোনো না কোনো প্রয়োজনে আপনাকে সেখানে পৌঁছে দেবেন। যখন আপনি সে প্রয়োজন পূরণের যাত্রা শুরু করবেন, সেটাই হবে আপনার পার্থিব জীবনের শেষ ও পরকালীন জীবনের সূচনা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আল্লাহ তাআলা যখন নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় কারও মৃত্যু লিখে রাখেন, তখন ওই জায়গায় তার কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন।

[*সুনানুত তিরমিজি*, ২১৪৬]

দেশে কিংবা-প্রবাসে, যুদ্ধে কিংবা নিজ বাড়িতে, স্থলপথে বা গাড়িতে, সামুদ্রিক জাহাজে বা বিমানে যেখানেই থাকুন না কেন; বিশ্বাস রাখুন, যদি আপনার মৃত্যুর নির্ধারিত সময় না হয়, তাহলে পৃথিবীর সবাই মারা গেলেও আপনি নিরাপদ থাকবেন। মৃত্যুর বিভীষিকা আপনার নাগাল পাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

জেনে রাখো, যা তোমার সঙ্গে ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর যা এড়িয়ে গিয়েছে, তা কখনো ভুলেও তোমার বেলায় ঘটার ছিল না।

[*সুনানু আবি দাউদ*, ৪৬৯৯]

আমাদের অনেকেই মৃত্যুর আগে অনেককিছু করার পরিকল্পনা করে। এর মাঝে মৃত্যুর কথা একদম ভুলে যায়। তারপর নিশ্চিন্তে জমিনে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ঘুমের ঘোরে মৃত্যু হয়ে যায়। কখনো আবার তার বাড়ির দরজায় কোনো কাজে দাঁড়ানো অবস্থায় বা নামাজের জন্য মসজিদের সামনে উপস্থিত সবার মধ্য থেকে অকস্মাৎ তার মৃত্যু এসে যায়। তারপর লোকেরা তাকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে এমনভাবে কবরে রেখে আসে, যেন জগতে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

জীবমাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। [সুরা আনকাবুত, ৫৭]

আপনার হৃদয় ও অনুভূতিতে জমে থাকা এই মৃত্যুভয় দূর করার একমাত্র চিকিৎসা হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান ও তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতির ওপর দৃঢ়বিশ্বাস। জীবনের সব জায়গায় এই বিশ্বাসকে সঙ্গী করে চলতে হবে। তখন জীবনকে অনেক সহজ মনে হবে। প্রতিমুহূর্তে আপনি যে বিপদের ভয়ে থাকতেন, ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাসই আপনাকে তা থেকে মুক্তি দেবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো বলেছেনই,

বিশ্বাস রাখো, যা তোমার সঙ্গে ঘটেছে তা ভুলেও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার ছিল না। আর যা এড়িয়ে গিয়েছে, তা কখনো ভুলেও তোমার বেলায় ঘটার ছিল না। কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গিয়েছে।

[*সুনানুত তিরমিজি*, ২৫১৬]

তাড়াহুড়া পরিহার করুন

ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে বের হবে। ব্যাগপত্র গুছিয়ে রেডি। এমন সময় বৃদ্ধা মা বললেন, আমাকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দে তো। ছেলে মায়ের কথা ফেলতে পারল না, তবে মনের ভেতর দারুণ অস্থিরতা—যদি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হয়, বন্ধুরা যদি তাকে না পেয়ে চলে যায়!

ঠিক তা-ই হলো, বন্ধুরা এসে তাকে না পেয়ে চলে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর সে মসজিদে গিয়ে সেই বন্ধুদের জানাজা পড়ল। তার বন্ধুরা সবাই সড়ক দুর্ঘটনায় জীবনের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে। মাকে বাড়িতে দিয়ে আসার যে দায়িত্ব তার অস্থিরতা ও বিরক্তির কারণ ছিল, শেষ পর্যন্ত সেটিই তার জীবন রক্ষা ও সৌভাগ্যের কারণ হয়েছে।

আরেক যুবক তার বন্ধুদের সঙ্গে বিমানে করে বেড়াতে গিয়েছে। একসঙ্গে আনন্দভ্রমণের পর বাড়ি ফেরার সময় তাদের সঙ্গে না এসে বিশেষ কারণে অন্য এক বন্ধুর গাড়িতে করে ফিরেছে। এদিকে বন্ধুদের বহনকারী বিমানটি ফেরার সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে বিমানে থাকা সকল যাত্রীই নিহত হয়েছে। এভাবেই আল্লাহ তাআলা এই যুবককে এত বড় দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

সুতরাং দেরি হয়ে গেল বলে বিচলিত হবেন না। যাত্রা কষ্টকর হলো বা প্রতীক্ষিত কিছু হারালেন, এমন ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়বেন না। বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা যা করেন, তাতে অবশ্যই কল্যাণ ও প্রজ্ঞা নিহিত থাকে। কত কাঠিন্যের মধ্যে জমে থাকে সারল্য; কত কষ্ট ও কঠোরতার ভেতরে লুকিয়ে থাকে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণ—কে রাখে তার হিসাব!

গভীর রাতে হঠাৎ মুঠোফোন বেজে উঠল। কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা ধরলেন। ওপাশ থেকে বলা হলো, সুসংবাদ! আপনার ছেলের চাকরিটা হয়ে

গেছে। একেবারে হতাশ হয়ে আছেন। এর আগে শতবার প্রত্যাশার মৃত্যু হয়েছে। বছরের পর বছর ধরে যার অপেক্ষা, দরজা খুলতেই তার প্রাপ্তিসংবাদ কানে আসবে। এভাবেই তো আনন্দ, সুখ ও মহাপ্রাপ্তির কত সংবাদ দীর্ঘ বিলম্বের পর আসে। এভাবেই হাজারো কষ্টের গভীরে লুকিয়ে থাকে আনন্দ ও খুশি।

সুখ ও দুঃখের বন্ধন পরস্পর সমানুপাতিক। রাতের অন্ধকার যত ঘন হয়, দিনের আলোর দীপ্তি ততটা নিকটবর্তী হয়। যুগের সহস্র প্রতিকূলতা থেকেই জীবন ও জগতের নতুন জন্ম হয়।

হতাশ হবেন না

লোকটিকে আমি দেখতাম আল্লাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করত না। পুণ্যের কোনো কাজই সে করে না। নামাজ পড়ে না, কোনো ভালো কাজেও তাকে পাওয়া যায় না। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ থেকে দূরে এক লাগামহীন জীবন তার। আমি ভাবতাম লোকটা তো পরকালে কিছুই পাবে না। আমার দেখা ও বুদ্ধির ওপর ধারণা করে তাৎক্ষণিক তার সম্পর্কে বলে ফেললাম, সে আল্লাহর তাওফিক থেকে বঞ্চিত।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা যখন যা চান, তাই করেন। তার ক্ষেত্রেও এমন হলো, আল্লাহ চাইলেন, সে মসজিদে ফিরে এলো। আল্লাহর হক আদায় করল। সে এখন প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করে। আমি তার ব্যাপারে যা ভেবেছিলাম, সব ভুল বলে প্রমাণিত হলো। মূলত আমি আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে ফেলেছিলাম। লোকটির ব্যাপারে সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় আলোকিত করেছেন নিজ দয়া ও অনুগ্রহে।

জনৈকা নারীর বিয়ের পর একটি সন্তানের আশায় দীর্ঘদিন কেটে গেল। কিন্তু

সেই শুভক্ষণ যেন আসেই না। বছরের পর বছর কেটে যায় কিন্তু সন্তানের দেখা মেলে না। একপর্যায়ে নিরাশ হয়ে সেই নারী সন্তানের আশা ছেড়েই দিলো। কিন্তু বিয়ের ২০ বছর পর হঠাৎ তার স্বপ্ন পূরণের সুসংবাদ পেল। দীর্ঘ ২০ বছর পর তার কোলজুড়ে এলো এক ফুটফুটে সন্তান। এভাবে একে একে তার গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছে আটটি সন্তান। এখন সে আট সন্তানের জননী।

এক ব্যক্তি আট বছর ধরে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একেবারে শয্যাশায়ী। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিয়েছেন, একমাত্র ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। জীবনের ব্যাপারে আশা রেখে লাভ নেই। একজন চিকিৎসক তো প্রস্তাব করলেন, অসুস্থ এই ব্যক্তি যেন তার শরীরের অঙ্গগুলোকে এমন লোকদের দান করে দেয়, যাদের এ অঙ্গগুলোর খুব প্রয়োজন। হতে পারে এটা তার মুক্তির কারণ হবে!

কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন সে আগের মতো সুস্থ হয়ে উঠুক। তাই এই সুস্থ ব্যক্তির স্ত্রীর মনে তিনি ইঙ্গিত পাঠালেন, যেন রাতদিন রোগীর পাশে বসে সুরা ফাতিহা পাঠ করা হয়। শীত হোক বা বর্ষা, গ্রীষ্ম বা শরৎ কখনই যেন বরকতময় এ সুরার পাঠ বন্ধ না হয়। দিনের শুরু বা শেষ, সবসময় যেন এটা চালু থাকে। অবশেষে সব হতাশাকে পেছনে ফেলে, মৃত্যুর বিছানা থেকে লোকটি সুস্থ জীবনের দিকে ফিরে এলো। আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা আদায় করে সে আবারও জগৎসংসারে সুস্থ-সবল হয়ে চলাফেরা করতে লাগল।

জাকারিয়া আ. ছিলেন বনি ইসরাইলের একজন নবী। তার স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা, সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা তার ছিল না। জীবন পার হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু স্ত্রী গর্ভধারণ করে না, প্রতীক্ষিত সুখ যেন চোখের সামনে কিছুতেই আসে না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে জাকারিয়া আ.-এর জীবন, বার্ধক্য, দুর্বলতা ও স্বপ্নপূরণের আগে দীর্ঘকালের অক্ষমতার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

> সে বলেছিল, হে আমার প্রতিপালক, আমার অস্থিরাজি পর্যন্ত জীর্ণ হয়ে গেছে, মাথা বার্ধক্যজনিত শুভ্রতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করে কখনো ব্যর্থ হইনি।
>
> [সুরা মারয়াম, ৪]

প্রতিমুহূর্তে তার হৃদয়ে সন্তানের কামনা জেগে উঠত। সন্তান লাভের আশা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তখন তিনি রবের দিকে ধাবিত হলেন এবং কাকুতিমিনতি করে তাঁর কাছে হাত পাতলেন। আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন,

এ সময় জাকারিয়া নিজ প্রতিপালকের কাছে দোয়া করল। বলতে লাগল, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে তোমার নিকট হতে কোনো পবিত্র সন্তান দান করো। নিশ্চয় তুমি দোয়া শ্রবণকারী। [সুরা আলে ইমরান, ৩৮]

যখন কোনো নেককার বা সৎ ব্যক্তি একনিষ্ঠচিত্তে কাকুতিমিনতি করে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, তখন তিনি সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু নির্ধারিত সময়ের পরেও এমনভাবে দান করেন যা আগে কখনো দেননি। জাকারিয়া আ.-এর ক্ষেত্রে এমনটিই ঘটেছিল, আল্লাহ তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

সুতরাং (একদা) জাকারিয়া যখন ইবাদতখানায় সালাত আদায় করছিলেন, তখন ফেরেশতাগণ তাকে ডাক দিয়ে বলল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহইয়া (-এর জন্ম) সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন। [সুরা আলে ইমরান, ৩৯]

বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত কারও সন্তান হয় না। এদিকে তার স্ত্রীও বন্ধ্যা। এ অবস্থায় এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন কীভাবে সম্ভব? বয়োবৃদ্ধ মানুষের সন্তান হবে, কল্পিত এ স্বপ্ন কি আদৌ বাস্তবায়ন হতে পারে? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা চাইলে সবকিছুই পারেন।

আল্লাহর নবী আইয়ুব আ.-এর ঘটনাটি দেখুন। দেহ-মনে তার রোগ যেন বাসা বেঁধেছে। পরিবার, সন্তান, সম্পদ ও সাম্রাজ্য সব জায়গায় কেবলই খরা আর খরা। কল্পনা করুন এমন একজন মানুষের কথা, জীবনের সবখানেই যিনি নানাবিধ বিপদে জর্জরিত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

এবং আইয়ুবকে দেখো, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। [সুরা আম্বিয়া, ৮৩]

যখন তিনি আল্লাহর দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস ও আল্লাহর ক্ষমতার পূর্ণ আশা নিয়ে আদবের প্রতি লক্ষ রেখে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর অফুরন্ত দানের দরজা খুলে দিয়ে তাকে সিক্ত করেছেন। তাকে সুস্থতা দান করেছেন, তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন, সব সমস্যা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম। [সুরা আম্বিয়া, ৮৪]

ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে

ভাগ্যের কলম যা লিখেছে, লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং আপনার ভাগ্যের পাতায় যা লিখে দেওয়া হয়েছে, তা কখনই পরিবর্তন হবে না। স্থানকালপাত্রের পরিবর্তনেও তাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটবে না। এককথায় যার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

কলম তুলে নেওয়া হয়েছে, পৃষ্ঠাও শুকিয়ে গিয়েছে।

[*সুনানুত তিরমিজি*, ২৫১৬]

আপনার পুরো জীবনের রিজিক, আপনার লাভ ও ক্ষতি, আপনার বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি, বিপদাপদ সুখ-দুঃখ ও জীবনপথের বিস্তর বিবরণ সবকিছুই আল্লাহ তাআলা ভাগ্যের কলমে লিখে রেখেছেন এবং কালিও শুকিয়ে গিয়েছে। তাতে চুল পরিমাণও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

আপনার বিয়ের, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ (পাত্র-পাত্রী) দেখা, সম্বন্ধ, বিয়ে ও বাসর এবং পরবর্তী পুরো জীবন ভাগ্যের কলমে লেখা রয়েছে। সুতরাং সেই প্রতীক্ষিত সময় দেরিতে আসার কারণে হতাশ হবেন না, এমনকি আপনার সঙ্গে বিয়ে হওয়া সেই পুরুষ বা রমণী যদি আপনার মনের মতো না হয় তবুও না। কেননা এই পৃথিবীতে যা-কিছু আপনার সঙ্গে ঘটছে, ভাগ্যের কলমে যদি তা লেখা না থাকত, তাহলে কখনই তা ঘটত না।

জীবনযুদ্ধে সাফল্যের জন্য উপায় অবলম্বন করাও ভাগ্যের অংশ। সুতরাং জীবন চালানোর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করার জন্য পরিশ্রম করলে সহজেই লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। আর যে কেবল আশা করেই যাত্রা শেষ করে দেয়, আশার মাঝেই তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়।

যদি আমরা আল্লাহ তাআলার সামনে নিজেদের সঁপে দিই, যদি ভাগ্য ও তাওফিকের ওপর আমাদের জীবনের যাবতীয় বিষয় প্রদান করি, যদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর নির্ভর করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হয়? আল্লাহ

তাআলা বলেন,

> তিনিই আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত। তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন। [সুরা হাদিদ, ৩]

আপনার যেকোনো প্রয়োজনে আরশের মালিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিন। আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। মনে রাখবেন, নিজের প্রয়োজনে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করতে পারাও ভাগ্যের ব্যাপার।

আপনি বিশ্বাসী হৃদয়ে একবার আল্লাহকে ডাকুন! অবশ্যই তিনি আপনার আশা পূর্ণ করবেন এবং আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন।

আপনি বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকুন! দেখবেন আপনার ভেতরে এক আনন্দ-অনুভূতির শিহরন জেগে উঠবে, প্রত্যেকবার নেয়ামত পাওয়ার পর যা অপনাকে শিহরিত করে তুলবে।

আপনি বিশ্বাসী হৃদয়ে একবার আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকুন, দেখবেন আপনার উচ্চারিত শেষ শব্দটির পরই আল্লাহ তাআলার সাহায্য নেমে আসবে।

অনেক নারী আছে যারা একটি সন্তানের আশায় বহু চেষ্টা-তদবির করে। ডাক্তার-কবিরাজের কাছে গিয়ে অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে। তবে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক তাকে জানিয়ে দেয়, আপনার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা মোটামুটি শূন্য। কিন্তু ভাগ্য হঠাৎ কল্পনাতীত আনন্দের সংবাদ নিয়ে হাজির হয় সেই নারীর দুয়ারে; একসময় সেও গ্রহণ করে মাতৃত্বের স্বাদ।

কাউকে এমনও দেখা যায় যে প্যারালাইসিস হয়ে পড়ে আছে। চিকিৎসকগণও তার সুস্থতার ব্যাপারে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু হঠাৎ কোনো এক সকালে বা বিকালে দেখা যায় লোকটি অন্যদের মতো সুস্থ-স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, 'হও।' সঙ্গে সঙ্গে তা হয়ে যায়। [সুরা ইয়াসিন, ৮২]

কাউকে এমনও দেখা যায় যে মৃত্যুর পথ থেকে ফিরে এসে দীর্ঘদিন জীবিত রয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য এমন ভাগ্যই লেখা ছিল।

এমনও দেখা যায় যে, কেউ ঋণের দায়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে দীর্ঘকাল পালিয়ে বেড়িয়েছে। সে ধরেই নিয়েছে যে, বাকি জীবন তাকে এভাবেই কাটাতে হবে।

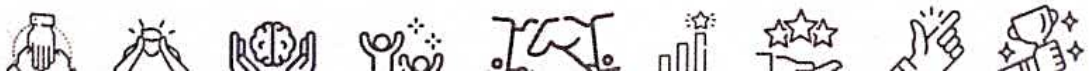

কিন্তু হঠাৎ কোনো এক সকালে বা বিকালে দেখা যায়, লোকটি ওইসব ধনকুবেরদের অন্তর্ভুক্ত যারা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক। আল্লাহ তাআলা তার আঁধারঘেরা জীবনে আলোর জানালা খুলে দিয়েছেন। নিরাশার গভীরে তলিয়ে থাকা জীবনে আলোকরশ্মি ঢেলে দিয়েছেন। সেই আলোকবর্তিকার অনুসরণে যখন সে জীবনযাপন করা শুরু করল তখন তার জীবন এমন সচ্ছলতায় ভরে উঠল, যেন তার জীবনে কোনো ঋণগ্রস্ত দিনই পার হয়নি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> বলুন, হে আল্লাহ, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক, তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান করো, আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। [সুরা আলে ইমরান, ২৬]

কেউ যদি কুরআনের এ আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো কিছুই কঠিন না।

দুরারোগ্য ব্যাধি ক্যানসার

আমার এক বন্ধুর সঙ্গে একদিন ব্যবসায়িক আলোচনা করছিলাম। হঠাৎ কথার মাঝেই তার ওষুধ খাওয়ার সময় হলো। তিনি আমার কাছে অনুরোধ করে সময় নিলেন এবং ওষুধ খেয়ে কিছু সময় পর ফিরে এলেন। আমি তার কাছে তার রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আপনাকে একটা সুসংবাদ দিই। আমি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত।

আমি বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকালাম। বললাম, এমন দুরারোগ্য ব্যাধিকে আপনি বলছেন সুসংবাদ!

তিনি বললেন, হ্যাঁ, সুসংবাদই বটে। আমি মনে মনে ভাবতাম নামাজ-কালাম পড়ি না, তারপরও কোনো রোগ-ব্যাধি নেই, বেশ ভালোই, সুস্থ ও কল্যাণেই আছি। তখনই আল্লাহ তাআলা আমাকে এ রোগ দান করেন। আমি ব্যস্ত হই, পরকালমুখী হই এবং নিজেকে সংশোধন করতে মনোযোগী হই। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় যত্নবান হই। যাদের সঙ্গে বিরোধ ও বিদ্বেষ ছিল, তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। মসজিদে ফিরে আসি, কুরআন পাঠে মনোযোগী হই। এরপর থেকে আমার ফজর কাজা হয় না। প্রতিদিন তেলাওয়াত করি। ইশরাকের নামাজ বাদ দিই না। দীর্ঘদিন ধরেই আমার জিকিরের অভ্যাস গড়ে উঠেছে। আলহামদুলিল্লাহ। যদি এ অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়, তবে তা হবে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত সাক্ষাৎ। আমি এখন বুঝতে পারি, সৌভাগ্য আমাদের হাতের কাছেই থাকে, যদিও কখনো কখনো আমরা বুঝতে পারি না। প্রায় ১০ বছর ধরে আমি এই রোগে ভুগছি। প্রতিটি মুহূর্তে আমি মনে করি, এই বুঝি মারা যাব, কিন্তু আমি জীবিত। এরই মধ্যে কত সুস্থ-সবল পরিচিত লোক দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু আমি আজও বেঁচে আছি।

হ্যাঁ, কেউ হয়তো আপনাকে বলতে পারে, অসুস্থ হলে আপনার মৃত্যু ঘনিয়ে

আসবে। আপনি কদিনের মধ্যেই পরিবার-পরিজন ছেড়ে পরপারের দিকে যাত্রা করবেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, চারপাশে তাকিয়ে দেখুন, এমন অনেক অসুস্থ ব্যক্তি আজও হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে, যেখানে সবল ও সুস্থ অনেক মানুষ চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করছে।

সুতরাং রোগ-ব্যাধি যেন আপনার হাসি-আনন্দকে বিষণ্নতায় পরিণত না করে। এগুলো যেন আপনাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে না দেয়। অনুরূপভাবে কালের দুর্যোগ যেন আপনাকে সুখের কথা ভুলিয়ে না দেয়। কেননা বিপদাপদ থেকে ভালো কিছু চিন্তা করতে পারার মধ্যেই আপনার জীবনের সৌভাগ্য লুকিয়ে আছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা রাখুন এবং তাঁর সন্তুষ্টির দিকে আনুগত্যের সাথে এগিয়ে যান। তিনি আপনাকে যা দিয়েছেন বা যা দেননি সব ব্যাপারেই আপনি সন্তুষ্ট থাকুন।

রোগ ও অসুস্থতা আপনার বোধ ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছে। আপনার মধ্যে এই চিন্তা সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, **পরকালে আমাকেও হিসাবের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।** পরকালের প্রস্তুতির জন্য আপনাকে জাগিয়ে তুলেছে। সতর্ক করেছে যে, দীর্ঘ পথের যাত্রা বোধ হয় ঘনিয়ে এসেছে, সচেতন হোন। রবের শাস্তির মুখে পড়তে না চাইলে আপনার উচিত, পরিপূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা। অসুস্থতা যদি ব্যক্তির ভেতর এই অনুভূতি তৈরি করতে পারে, তবেই তা প্রত্যাশা ও স্বপ্নের কারণ হয়। তবেই তা হতে পারে জীবন পরিবর্তনের মাধ্যম।

যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গেও এমন করেছিলেন। হঠাৎ করেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়নি। বরং নিম্নোক্ত সুরাটি অবতীর্ণ করে আল্লাহ তাঁকে সতর্ক করেছিলেন যে, আপনার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে এবং আপনি ইহকালীন জীবনের সমাপ্তিতে পৌঁছে গিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন, দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ তার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন ও তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল। [সুরা নাসর, ১-৩]

উল্লিখিত সুরায় আল্লাহ তাআলা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

দুইটি জিনিস দেখার পর তওবা ও ইসতিগফার করতে বলেছেন, অর্থাৎ যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে পড়বে এবং দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করবে, তখন আপনি আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা করুন। তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল। এভাবেই তিনি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে আপনাকে তওবা-ইসতিগফারের মাধ্যমে প্রস্তুত করেছেন, যেন আপনি আপনার সারা জীবনের চেষ্টা-প্রচেষ্টার অর্জন নিয়ে আপনার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হতে পারেন।

এ কি আপনার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ নয় যে, তিনি আপনার অবস্থা ও পরিণাম তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো করবেন, তিনি আপনাকে হঠাৎ তুলে নেবেন না, যেন পরবর্তী সময় আপনার আক্ষেপ করতে হয়। বরং পূর্বনির্দেশনা দিয়ে তিনি আপনার পরকালীন জীবনের যাত্রার সূচনা করবেন, এটা কি উত্তম নয়?

ইতিহাস থেকে ওই সকল ব্যক্তিদের জীবনী পড়ুন, আল্লাহ তাআলা যাদেরকে বিভিন্ন বিপদাপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। রোগ-ব্যাধি তাদের জীবনে কী ভূমিকা রেখেছিল, সেটা নিয়ে চিন্তা করুন। সেই রোগ-ব্যাধিই তো আপনাকে দান করা হয়েছে। সেগুলোরই তো পুনরাবৃত্তি হয়েছে আপনার জীবনে। তাদের জীবনের একটি অংশ আপনার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদেরকে (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। [*সুনানুদ দারিমি*, ২৮২৫]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

মুমিনের জীবনে ধারাবাহিক বিপদ থাকা মানে, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তার কোনো পাপ না থাকা।

[*আয-যুহদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২৯৪]

আপনি সেই অসুস্থ ব্যক্তির বিষয়টি ভাবুন, যে ব্যক্তি আশা করে যে, আল্লাহ তাআলা অসুস্থতা দিয়েই তার পাপ মোচন করে দিয়েছেন। তার অন্যায় ও অপরাধ মাফ করেছেন এবং তার ভেতর কল্যাণের প্রত্যাশা তৈরি করেছেন। এখন তার বিশ্বাস, সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে কোনোরূপ কষ্ট ও ক্লান্তি ছাড়াই।

হাদিসে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সেই কৃষ্ণবর্ণ নারীর ঘটনা হয়তো আপনি শুনেছেন। যে নারী মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল। সে একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে এই রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তার চিন্তা ও বিবেকের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। আমাদের অনেকেই বিপদে আক্রান্ত হলে যা চিন্তা করি না, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লে আমরা যেভাবে ভাবি না, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার চিন্তাভাবনা সেদিকেই ঘুরিয়ে দিতে চাইলেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও তাহলে ধৈর্যধারণ করো, এর বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি চাও, তাহলে আমি তোমার সুস্থতার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করব। [*সহিহ বুখারি*, ৫৬৫৩]

উত্তরে এই নারী বলেছিল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আমি যেন বিবস্ত্র না হই।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে বললেন?

তিনি তাকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন সেই বিপদের, যা তার দিন-রাত এক করে দেয়। যে রোগ তাকে সবার সামনে লজ্জিত করে। নবীজি তার একাকিত্বের সময় তাকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন। ভবিষ্যৎ জীবনে এই কারণে যত কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে সে ক্ষেত্রেও তাকে ধৈর্যধারণ করতে বললেন।

এসব ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা এই নারীর মহত্ত্ব নয়; বরং তার মহত্ত্ব হলো এই কথায় যে, 'আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আমি যেন বিবস্ত্র না হই'।

জীবনের এত কষ্ট সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিলো, কিন্তু জীবনের এমন সংকটময় মুহূর্তেও যেন মানসম্মান রক্ষা পায় সেজন্য নবীজির কাছে দোয়ার আবেদন করল!

এমন সংকটময় মুহূর্তেও পার্থিব জীবনের কষ্টের ওপর পরকালীন জীবনের

অনাবিল সুখশান্তিকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এই নারীর সচেতনতা দেখে আপনি আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না। সে বলেছিল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ধৈর্যধারণ করব। তবে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন, রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আমি যেন বিবস্ত্র না হই। তার এই কথা শুনে ইবনে আব্বাস রা.-এর মতো মহান সাহাবি তার প্রিয় ছাত্র মুজাহিদ রহ.-কে বলেছিলেন, তুমি কি একজন জান্নাতি নারী দেখতে চাও? তিনি বললেন, অবশ্যই। তখন তিনি এই নারীকে দেখিয়ে বলেছিলেন, এই দেখো, এই নারী হলো একজন জান্নাতি নারী।

কল্পনা করুন তো, বছরের পর বছর ধরে তিনি কীভাবে প্রতিদানের প্রত্যাশায় এই বিপদ সহ্য করেছেন, কতদিন তার জীবনে এমন গিয়েছে, যখন তিনি পথেঘাটে এখানে-ওখানে জনমানুষের সামনে মূর্ছা যাওয়ার ভয় করেছেন, কিন্তু কেবল পরকালের শান্তির আশায় সব কষ্ট মেনে নিয়েছেন। পরকালে শান্তির সেই আশা, ইহকালে তাকে শারীরিক-মানসিক কতভাবেই-না যন্ত্রণায় পুড়িয়েছে! তার সেই কষ্টের দিনগুলো এখন কোথায়!?

আপনার পার্থিব জীবনকেও রোগ-ব্যাধি, বিপদ ও কষ্টের বিপরীতে হিসাব করুন। তারপর ভেবে দেখুন, পরকালের যে শান্তির স্বপ্ন আপনি দেখেন, তার একমুহূর্তের বিনিময়ে পার্থিব জীবনের এ দুঃখকষ্ট একেবারেই সামান্য মনে হবে।

জান্নাতের সামান্য সময়ের সঙ্গে দীর্ঘ জীবনের সম্পূর্ণটা তুলনা করুন। আজই দুটির আনুপাতিক মূল্য বুঝুন। এ দুটি চিত্র ও বাস্তবতার অনুমান ব্যতীত এ ধৈর্যের বাস্তবতা বোঝা অনেক কঠিন।

রিজিক আপনার প্রভুর কাছে

জীবনভর যে রিজিকের সন্ধানে আমাদের নিরন্তর ছুটে চলা, আমরা কি জানি মায়ের গর্ভে, জীবনের প্রথম ৪০ দিন বয়সেই আমাদের সে রিজিক আসমানে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে? একটি হাদিসে বর্ণিত আছে,

কোনো শিশু গর্ভে থাকতেই ফেরেশতাদেরকে তার রিজিক লেখার আদেশ দেওয়া হয়। [*সহিহ বুখারি*, ৩২০৮; *সহিহ মুসলিম*, ২৬৪৩]

সুতরাং আপনি যদি জীবনভর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রিজিকের খোঁজে ছুটতে থাকেন এবং সম্পদ উপার্জনের লড়াইয়ে নেমে যান, তারপরও লওহে মাহফুজে আপনার জন্য যতটুকু রিজিক লেখা রয়েছে তার থেকে বেশি উপার্জন করতে পারবেন না।

অনেককে দেখে থাকবেন, কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে আফসোস করে বলবে, ইশ, একটুর জন্য সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেল! আরেকটু হলেই হয়ে যেত। কোনো ব্যক্তি দু-তিন বছর ধরে কোনো কিছুর অপেক্ষায় থেকে অল্পের জন্য যদি সেটা হারিয়ে ফেলে, তাহলেও সে এভাবে আফসোস করতে থাকে। যদি সে জানত, তার ভাগ্যে যা লেখা হয়েছে, তা-ই সে পাবে এবং যা লেখা হয়নি, তা কখনই পাবে না, তাহলে সে প্রশান্তি লাভ করত এবং চিন্তার বিক্ষিপ্ততা থেকে নিরাপদ থাকত।

বিশ্বাস রাখুন, আপনার যে সম্পদ চুরি হয়ে গেছে বা যে ঘর পুড়ে গেছে, যে গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে বা যে সম্পদ হারিয়ে গেছে—সবই ভাগ্যের লিখন। আসমান জমিন সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে তিনি সবকিছু লিখে রেখেছেন। তাহলে হতাশ হবেন কেন?

কুরআনে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে, যা রিজিকের ব্যাপারে আপনার হৃদয়কে প্রশান্ত করবে। আপনার সব উৎকণ্ঠা দূর করে আপনার অনুভূতিতে জাগিয়ে তুলবে আনন্দের শিহরন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকেও রিজিক দিই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চিত জেনো, তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। [সুরা বনি ইসরাইল, ৩১]

দারিদ্র্যের ভয়ে যারা অস্থির, সন্ত্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত; উল্লিখিত আয়াতে বর্ণিত 'আমি' এই একটি শব্দের জন্যই তো তাদের খুশি হওয়ার কথা। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি তাদেরকেও রিজিক দিই এবং তোমাদেরকেও।'

আপনার প্রতিপালক ইনসাফ ও অনুগ্রহের সঙ্গে রিজিকের সব ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি এ ব্যাপারে বলেন,

> তারা কি জানে না আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা রিজিক প্রশস্ত করে দেন এবং তিনিই সংকুচিতও করেন? [সুরা যুমার, ৫২]

রিজিকের বিষয়টি গুরুত্বহীন, অকস্মাৎ বা ঠুনকো কোনো ব্যাপার নয়। বরং পুরো ব্যাপারটা আবর্তিত হয় আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা ও শক্তিকে কেন্দ্র করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> বস্তুত তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন জীবিকা প্রশস্ত করে দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। [সুরা বনি ইসরাইল, ৩০]

আর আপনি সমাজে মানুষের মাঝে রিজিকের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য দেখতে পান, তা তাদের সামর্থ্য, মর্যাদা, কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্বের কারণে নয়; বরং তা আল্লাহ তাআলার নির্দেশ ও অনুগ্রহের ফলাফল।

পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> আল্লাহ রিজিকের ক্ষেত্রে তোমাদের কাউকে কারও ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের রিজিক নিজ দাস-দাসীকে এভাবে দান করে না, যাতে তারা সকলে সমান হয়ে যায়। তবে কি তারা আল্লাহর নেয়ামতকে অস্বীকার করে? [সুরা নাহল, ৭১]

আল্লাহ তাআলা সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রিয়-অপ্রিয়র মাঝে পার্থক্য করেন না। বরং বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী সবাইকে সমানভাবেই দেন। পবিত্র কুরআনে পথভ্রষ্ট কারুনের অঢেল সম্পদের বর্ণনা রয়েছে। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, তার

ধনভান্ডারের চাবি বহন করত শক্তিশালী একদল লোক। পবিত্র কুরআন থেকে সেই বর্ণনাটি দেখুন,

> কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। কিন্তু সে তাদের ওপরই জুলুম করল। আমি তাকে এমন ধনভান্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। [সুরা কাসাস, ৭৬]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সম্পদ তাকে শ্রেষ্ঠ বানাতে পারেনি। তাকে মর্যাদাবান করে তুলতে পারেনি এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদও তাকে সুখী ও সৌভাগ্যবান বানাতে পারেনি। বরং সবকিছুর পরও তাকে নিকৃষ্টতর শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> পরিণামে আমি তাকে ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। তারপর সে এমন একটি দলও পেল না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোনো সাহায্য করতে পারত এবং নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে। [সুরা কাসাস, ৮১]

আপনি বুকের ভেতর যে আশা লালন করেন এবং যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের নেশায় আপনার রাত-দিন কেটে যায়, তার সবকিছুই সিদ্ধান্ত হয় আসমান থেকে। মানুষের হাত, সৃষ্টির ক্ষমতা বা জগতের যাবতীয় কৌশল তাতে সামান্য পরিবর্তন আনতে পারে না। ঠিক তেমনইভাবে হিংসুকের হিংসা বা বিদ্বেষও সেখানে কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আসমানেই আছে তোমাদের রিজিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাও। [সুরা যারিয়াত, ২২]

যে জিনিসের সিদ্ধান্ত জমিনে হয় সেখানে হিংসুকের রক্তচক্ষু এবং জালিমের অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রভাব বিস্তার করতে পারলেও, যার সিদ্ধান্ত আসমানে হয়, সেই ব্যাপারে তাদের কী ক্ষমতা আছে? আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন, 'আসমানেই আছে তোমাদের রিজিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাও।'

আপনার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, নির্দিষ্ট সময়ে তা আপনার কাছে আসবেই এবং যখন যেখানে আল্লাহ চাইবেন, তা কখনই বিলম্বিত হবে

না। হাজার হাজার মানুষ তার সামনে হাত পেতে থাকলেও সবাইকে অতিক্রম করে তা আপনার কাছেই আসবে। আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন, 'আসমানেই আছে তোমাদের রিজিক এবং তোমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, তাও।'

আপনি যখন পার্থিব সম্পদ নিয়ে মানুষকে লড়াই করতে দেখবেন তখন আপনি আপনার হৃদয়, চক্ষু, অন্তর ও অনুভব সবকিছু দিয়ে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করুন। আপনি হাত তুলুন সেই রিজিকের আশায়, যার সিদ্ধান্ত হয় আসমানে। আপনি কামনা করুন সেই বস্তু, যা আল্লাহ তাআলার কাছে আছে। আর যারা পার্থিব জীবনের নগদ লাভ নিয়ে ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত তাদেরকে তাদের মতো ছেড়ে দিন। কারণ, এর পেছনে সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

জীবনে যা পাননি তা নিয়ে অযথা আফসোস করবেন না। হতে পারে, খুব দ্রুতই তা আপনার জীবনে ধরা দেবে। এমন জিনিস নিয়ে কেন দুঃখ করবেন, যা আল্লাহ আপনার ভাগ্যে রাখলে আপনি নিশ্চয় পেতেন, তা কখনই অন্যের হাতে যেতে পারত না। যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষমতা কোনো সৃষ্টির হাতে নেই, তা নিয়ে আফসোস করে কেন নিজেকে কষ্ট দেবেন?

আল্লাহর ওপর ভরসা করে পার্থিব উপায়-উপকরণ গ্রহণ করুন। যদি কোনো কিছু হারিয়ে যায়, তবে বিশ্বাস রাখুন, আপনার ভাগ্যে তা লেখা ছিল না এবং লওহে মাহফুজে তা কোনো দিনই আপনার জন্য লিখিত হয়নি। যদি তা আপনারই হতো, তবে পৃথিবীর কোনো মানুষ আপনার কাছ থেকে তা সরাতে পারত না।

কুরআনের এই আয়াতটি স্মরণ করে প্রশান্তি লাভ করুন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিজিক আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রাখেননি। [সুরা হুদ, ৬]

প্রতিটি প্রাণীর রিজিকই লিখিত এবং সুনির্ধারিত। পৃথিবীতে অনর্থক কোনো কিছুই নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ওপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মতো রিজিক দিতেন। ভোরে পাখিরা খালিপেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় পেট ভরে বাসায় ফিরে আসে।
>
> [*সুনানুত তিরমিজি*, ২৩৪৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ*, ৪১৬৪]

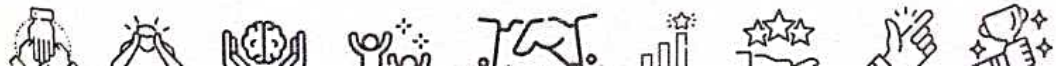

বলুন তো, পাখিকে কে শেখাল যে, তার রিজিক সুনির্ধারিত? প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে পাখি বাসা থেকে ভাগ্যে নির্ধারিত রিজিকের দিকেই ছুটে চলে। তার ভাগ্যে যে রিজিক লেখা ছিল তা-ই গ্রহণ করে। এভাবেই নির্ভয়ে তার জীবন পার হয়ে যায়। একই স্বভাবে পাখি প্রতিদিন তার প্রত্যাশার প্রাসাদ নির্মাণ করে চলে, যে স্বভাব আল্লাহ পাখির ভেতর দিয়ে রেখেছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

কোনো ব্যক্তিই তার নির্ধারিত রিজিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।

[*সুনানু ইবনি মাজাহ*, ২১৪৪]

তাহলে আর হতাশা কীসের? ভাগ্যের নির্ধারিত শেষ ফোঁটা পানি পান না করা পর্যন্ত আপনি পৃথিবী ছেড়ে যাবেন না। আপনার আহারের শেষ লোকমা এবং আপনার সম্পদের শেষ পয়সাটা হাতে না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আসবে না। আপনার রিজিক আপনার কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কারও কোনো বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

আমিই তোমাদের রিজিক দিই

কিছু সময় গভীরভাবে ওইসব বিষয় নিয়ে ভাবুন যেগুলোকে আল্লাহ রিজিকের মাধ্যম বানিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> এবং নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ করো এবং নিজেও তাতে অবিচলিত থাকো। আমি তোমার কাছে রিজিক চাই না। রিজিক তো আমিই দেবো। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই। [সুরা তহা, ১৩২]

সুতরাং আপনি নিজেকে সংশোধন করে নতুনভাবে গড়ে তুলুন। নিজের ভেতর ভালো কাজের এক বিস্তৃত দিগন্ত তৈরি করুন। তাহলে আপনি যেভাবে চাইবেন সেভাবেই রিজিক আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

উল্লিখিত আয়াতের এই বাক্যটিতে গভীরভাবে চিন্তা করুন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রিজিক তো আমিই দেবো'। আপনার চেষ্টা-প্রচেষ্টা, আপনার জ্ঞানবুদ্ধি কোনো কিছুই আপনাকে রিজিক দেয় না। বরং আল্লাহ তাআলাই আপনার রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অচিরেই তিনি আপনার জন্য এমন কিছু পাঠাবেন যা আপনার জন্য খুশির বন্যা বয়ে আনবে। আল্লাহই যে আপনার রিজিকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন উল্লিখিত আয়াতটি তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

তিনি বলেন, আমিই তোমার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করি। তোমার দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ দূর করি। তোমার দূরত্ব ঘুচাই, প্রয়োজন পূরণ করি, বিপদে সহযোগিতা করি এবং তোমার মতো করেই তোমার ভাগ্য নির্ধারণ করি।

আমি সেই সত্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমি সবকিছুর পরিমাণ নির্ধারণ করি, জগতের ভালো-মন্দ সবকিছুই আমি ঠিক করি। সুতরাং তোমার হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। যাত্রাপথের কষ্ট, দিনের ক্লান্তি বা অদৃষ্ট

যাত্রার কষ্ট ও ক্লেশ সবকিছুর দায়িত্বই আমার এবং তোমার পছন্দসই রিজিক তোমার দুয়ারে আমিই প্রেরণ করি।

আপনি যখন আয়াতের এই অংশটি পাঠ করবেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রিজিক তো আমিই দেবো', তখন কেবল একে কিছু অক্ষর, একটি বাক্য বা কয়েকটি শব্দ মনে করবেন না। বরং আবেগ-অনুভূতি মিশিয়ে জাগ্রত হৃদয়ে তা পাঠ করুন। আপনি এমনভাবে পাঠ করবেন, যেন আপনার হৃদয়ে কথাটির আশা জেগে ওঠে। যেন এ আয়াতের প্রতিশ্রুতি আপনার হৃদয়কে শক্তিশালী করে। যেন তা আপনার হৃদয়ের হতাশার অন্ধকার ঘুচিয়ে আপনার জীবনকে নতুন ভোরের আলোয় আলোকিত করে দেয়।

'আমি তোমাদের রিজিক দিই', এই কথার মধ্যেই রয়েছে মূল প্রাণশক্তি। হৃদয় ও অনুভূতির সবটুকু দিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করুন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার আয়ু বৃদ্ধি পাক এবং রিজিক প্রশস্ত হোক সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে। [*মুসনাদু আবি ইয়ালা*, ৩৬০৯; *সহিহ ইবনু হিব্বান*, ৪৩৮]

'যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক প্রশস্ত হোক', আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাটি নিয়ে চিন্তা করুন, বিষয়টা কি শুধু রিজিকপ্রাপ্তি বা পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাপ্তির, না এমন প্রশস্ত রিজিক যার পরে মানুষের আর কোনো কিছুর প্রয়োজনই হবে না। তাহলে আর দেরি কেন, এখনই আত্মীয়তা রক্ষার প্রতি উৎসাহী হোন এবং সেদিকেই একধাপ এগিয়ে যান। তাহলেই আল্লাহ আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি রিজিকের ব্যবস্থা করবেন এবং এই পরিমাণ দেবেন যে, এরপর জগতের কারও কাছে আর কোনো প্রয়োজন থাকবে না।

আপনার পরিবার, নিকটাত্মীয়, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় এবং যাদের সঙ্গে আপনার ন্যূনতম আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে শুধু তাদের খোঁজখবর রাখার বিনিময়েই আল্লাহ তাআলা আপনার রিজিকের পুরোপুরি দায়িত্ব নিয়ে নেবেন। আপনার জীবনে সুখশান্তি ও সমৃদ্ধি দান করবেন এবং তার পক্ষ থেকে আপনার জন্য লিখে দেবেন প্রাচুর্যের বিরাট একটি অংশ।

'যে ব্যক্তি চায় তার রিজিক প্রশস্ত হোক', কথাটির মর্ম কল্পনাতীত। এ অঙ্গীকার আপনার কল্পনার সীমা ছাড়িয়ে আপনার জীবনের যাবতীয় জটিলতা দূর করে

দেবে। প্রয়োজন পূরণ করে দেবে। আপনার ধর্মীয় জীবনে সঠিক মানদণ্ড এনে দেবে। ভবিষ্যৎ জীবনে যত বাধাবিপত্তি বা বিপদ আসতে পারে, সবকিছুকেই এই প্রতিশ্রুতি ঢলের ন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। কেবল যদি আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন।

একবার রমজানের শেষ দশকের কোনো এক রাতে আমি কাবা শরিফে বসে ছিলাম। তখন আমার এক বন্ধু এসে বলল, অনেকদিন আগে আমরা যে হিফজুল কুরআন-বিষয়ক একটি প্রোগ্রাম করেছিলাম, সেখানে দূর থেকে যে বন্ধুটি আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিল, আমার মনে হচ্ছে সে এখন কোনো মসজিদে বসে আল্লাহর কাছে কিছু চাচ্ছে। আমি বললাম, কেন তোমার এমন মনে হচ্ছে? সে বলল, আমি ভেতর থেকে একটা চাপ অনুভব করছি, সে যে কুরআনের খেদমত করেছিল সেজন্য আজ সন্ধ্যায়ই যেন তার কাছে কিছু সম্পদ পাঠিয়ে দিই।

এমনইভাবে একবার এক ব্যক্তি ১৫ হাজার টাকা ঋণ পরিশোধ করার দুশ্চিন্তা নিয়ে আমার কাছে আসে। আমি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাকে প্রতিশ্রুতি দিই যে আমি তার ঋণ পরিশোধ করে দেবো, কিন্তু তখন আমার কাছে কিছুই ছিল না। কয়েক দিন যেতে না যেতেই একজন লোক আমার কাছে একটি বিষয়ের সমাধান জানতে চাইল, সমাধান দেওয়ার পর লোকটি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিলো, যা দিয়ে সেই লোকের ঋণ পরিশোধ হয়ে গেল।

এমন অনেক ঘটনা আছে যা প্রতিমুহূর্তে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়, যদি আপনার হৃদয় সৃষ্টির মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হয় এবং যদি আপনি আপনার হৃদয়কে আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে বিমুখ রাখতে পারেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার জীবনে এমন কিছু পাঠাবেন যা আপনার সব সমস্যার সমাধান করে দেবে, আপনার ধর্মীয় জীবনে সঠিক মানদণ্ড এনে দেবে এবং আপনার সামনে খুলে দেবে জীবনের এমন এক সমৃদ্ধ দিগন্ত যা আপনি কখনো কল্পনাও করেননি।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত এক হাদিসও আমাদেরকে এই মর্মের জানান দেয়। তিনি বলেন,

> একদিন এক লোক মরুপ্রান্তরে সফর করছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ মেঘের মধ্যে একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। সঙ্গে সঙ্গে ওই মেঘখণ্ডটি একদিকে সরে যেতে লাগল। এরপর এক পাথুরে জমিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো। ওই স্থানের নালাসমূহের একটি নালা

পানিতে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়ে গেল। তখন সে লোকটি পানির সাথে চলতে লাগলেন। চলার পথে তিনি এক লোককে দেখতে পেলেন, যে কোদাল দিয়ে পুরো বাগানে পানি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দা, তোমার নাম কী? সে বলল, আমার নাম অমুক, যা তিনি মেঘখণ্ডের মাঝে শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমার নাম জানতে চাইলে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, যে মেঘ থেকে এ পানি বৃষ্টি হয়ে পড়েছে তার মাঝে আমি এ আওয়াজ শুনতে পেয়েছি, তোমার নাম নিয়ে বলছে যে, অমুকের বাগানে পানি দাও। এরপর বললেন, তুমি তোমার এই বাগান সম্পর্কে আমাকে বলো। বাগানের মালিক বলল, যেহেতু তুমি জিজ্ঞেস করছ তাই বলছি, প্রথমে আমি এ বাগানের উৎপন্ন ফসলের হিসাব করি। অতঃপর এর এক-তৃতীয়াংশ দান করি, এক-তৃতীয়াংশ আমি ও আমার পরিবার-পরিজনের জন্য রাখি এবং এক-তৃতীয়াংশ বাগানের উন্নয়নের কাজে খরচ করি। [সহিহ মুসলিম, ৭২০৩; আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ, ৭৯৪১]

এই ঘটনাটি নিয়ে একটু ভাবুন। যে বিশ্বাস করে, সকল সম্পদ মূলত আল্লাহ তাআলারই এবং সে এও জানে যে, আল্লাহ তাআলার রাস্তায় ব্যয় করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। তা ছাড়া সে শরিয়ত নির্ধারিত সেই উপায় অবলম্বন করত, যা প্রতিটি মানুষেরই সামর্থ্য অনুযায়ী। সে কেবলই দান করে যেত। এত দান করত যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন তার খেতখামার এবং চাষবাস দেখাশোনার জন্য। তাতে পানি সেচ করার জন্য এবং তার প্রত্যাশা ও ইচ্ছা অনুযায়ী ফসল ফলানোর জন্য।

যদি কখনো আপনার হৃদয়ে হতাশা ও নৈরাশ্য ভর করে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> হে আমার বান্দা, তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে আবদার করে, আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি তাহলে আমার কাছে যা আছে তা থেকে ততটুকুও কমবে না, কেউ সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে দিলে তা থেকে যতটুকু কমে।
>
> [সহিহ মুসলিম, ৬৪৬৬]

এক ব্যভিচারিণীর গল্প

অবাধ্য এক নারী। যার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যভিচারে কেটেছে। তারপর একদিন যাত্রাপথে একটি কূপ দেখে সেখান থেকে পানি পান করার জন্য দাঁড়াল। তার তৃষ্ণা মিটে যাওয়ার পর দেখে, পাশেই একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে আছে। ব্যভিচারিণী নারীর মনে অনুগ্রহ জাগল। সে পায়ের মোজা খুলে পুনরায় কূপ থেকে পানি উঠিয়ে কুকুরটির পিপাসা মেটাল। আল্লাহ তাআলা তার এ কাজটি খুব পছন্দ করলেন এবং এর বিনিময়ে তার জীবনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিলেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পর, পাপ ও নিষিদ্ধ জীবন ছেড়ে সে জান্নাত ও নেয়ামতের নতুন জীবন শুরু করল।

অনেক বছর যাবৎ জিনা-ব্যভিচার, অন্যায় ও অবাধ্যতায় ডুবে থাকার এ গল্পটি নিয়ে ভাবুন। এত পাপের পরও আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং তার জীবনের একটি সুন্দর সমাপ্তি দিয়েছেন। তাকে ঐশী আলোয় আলোকিত করেছেন, গুনাহের পঙ্কিলতা থেকে তুলে এনেছেন জীবনের বসন্তকালে।

ব্যভিচার, অবাধ্যতা ও বঞ্চনার পর্ব শেষ হলো একটি সুন্দর দৃশ্যের মধ্য দিয়ে। একমুহূর্তের অনুগ্রহ ও মহানুভবতার মাধ্যমে নশ্বর জগৎ থেকে এ নারী পৌঁছে গিয়েছে আসমানি কাননে। এখানেও আল্লাহর অনুগ্রহের আশা ও পরকালে মুক্তির প্রত্যাশা দৃশ্যমান।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে চান আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা চায় তোমরা যেন সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাও।
>
> [সুরা নিসা, ২৭]

জীবনভর ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা এ নারী এমন কোনো মহৎ কাজ করেনি, যার ক্ষেত্রে বলা যায় যে, সে তার সারা জীবনের অন্যায়ের সমপরিমাণ কোনো নেক

আমল করেছে। বরং হৃদয়, অন্তরের গভীরতা ও মানবিকতা থেকে সে শরিয়তের দৃষ্টিতে অপবিত্র একটি প্রাণীর প্রতিমুহূর্তের জন্য অনুগ্রহ দেখিয়েছে। যে প্রাণীটা কারও ঘরে থাকলে প্রতিদিন তার আমলনামা থেকে দুই কিরাত পরিমাণ পুণ্য কেটে দেওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ তার অনুগ্রহের প্রত্যাশীকে তার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত করেন না।

আপনার হৃদয়ে কি আসলেই প্রতিবন্ধকতার ভয় কাজ করে? আপনিও কি মনে করেন, একটি নাপাক প্রাণীর সঙ্গে আপনার সামান্য অনুগ্রহপূর্ণ সময় কাটানোর জন্য এমন লাঞ্ছনাকর শাস্তি আল্লাহ তাআলা আপনাকে দেবেন? অথচ আপনি তাঁরই অনুগ্রহের প্রত্যাশী!

আপনার কি মনে হয়, দীর্ঘদিন পাপ করার কারণে আল্লাহ আপনার তওবা কবুল করবেন না? যখন তিনি আপনার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি একান্ত ভালোবাসা এবং পাপমুক্তির একান্ত আগ্রহ অনুভব করবেন, তখন সকল পাপ-অন্যায় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দেবেন। প্রতিমুহূর্তে আপনি যার অনুগ্রহের আশা করেন তার পক্ষে কীভাবে সম্ভব যে, তিনি আপনার জীবনকে মন্দ দ্বারা সমাপ্ত করবেন!

আল্লাহ তাআলার বিধান পালন না করার ক্ষেত্রে আপনার ত্রুটিবিচ্যুতি কিংবা পাপ ও অন্যায়ের পরিধি যতই বিস্তীর্ণ হোক না কেন, আপনি যদি বিনীতভাবে তার দিকে ধাবিত হতে পারেন, তাহলে তিনি আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন এবং আপনার নাম তওবাকারীদের তালিকায় লিখে নেবেন, যদিও আপনার পাপের পরিমাণ পাহাড় সমান হয়।

অতএবসমুদ্র পরিমাণ পাপ করে ফেলেছেন বলে অযথা দুশ্চিন্তা করবেন না। যে আল্লাহ তাআলা একজন ব্যভিচারিণী মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তিনি আপনাকেও ক্ষমা করে দেবেন। যিনি ১০০ মানুষের হত্যাকারী ব্যক্তির তওবা কবুল করেছেন, তিনি আপনার তওবাও কবুল করবেন। যিনি কাফের-মুশরেকদের তওবা গ্রহণ করেন, আপনার পাপ যত অধিকই হোক না কেন তিনি আপনার তওবাও নিঃসন্দেহে কবুল করবেন। সুতরাং আপনার ও আল্লাহ তাআলার মধ্যকার সম্পর্ক সংস্কারে মনোযোগ দিন। সংশোধনের পথে অগ্রসর হোন। তাহলে অচিরেই এমন কিছু আপনার জীবনে আসবে, যা হবে চিত্তপ্রশান্তির কারণ, যা আপনার কামনা-বাসনাকে বাস্তবায়ন করবে এবং উভয় জগতে আপনার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে।

এক ঋণদাতার গল্প

এক ব্যক্তি জীবনের একেবারে শেষ সময়ে এসে আল্লাহ তাআলার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারে। এর আগে আল্লাহর সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না, সম্পর্ক ছিল না নবীজির সুন্নতের সঙ্গেও। কোনো ভালো কাজ তার জীবনে নেই। আর আখেরাত বা পরকাল বলে যে কিছু আছে সেটা তো জানতই না।

একসময় আল্লাহ তাআলা তাকে প্রচুর সম্পদ দিলেন। দরিদ্র, অভাবী ও প্রয়োজনগ্রস্ত লোকদের প্রতি তার অন্তরে দয়া ও অনুগ্রহের অনুভূতি তৈরি করে দিলেন, যেন সে এর মাধ্যমে আল্লাহর দান, অনুগ্রহ ও প্রতিদান লাভ করতে পারে। তারপর থেকে সে লোকদেরকে ঋণ দেওয়া শুরু করল। কর্মচারীদের বলে দিলো, যে ধনী—পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখে—তার থেকে ঋণ আদায় করো; আর যে গরিব তার ব্যাপারে ছাড় দাও। তাদের ক্ষমা করে দাও, যেন আল্লাহ তাআলাও আমাদের ক্ষমা করে দেন।

একসময় আর ১০ জনের মতো খুব সাধারণভাবেই তার মৃত্যু হলো। সবাই যেমন ক্ষণস্থায়ী এই পৃথিবীকে বিদায় জানিয়ে চলে যায়, সেও চলে গেল। আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বললেন, দেখো তো আমার বান্দা কী আমল নিয়ে এসেছে। তিনি জানতে চাইলেন, অথচ সবচেয়ে ভালো তো তিনিই জানেন। ফেরেশতারা বলল, হে প্রভু, আমরা তো তার কোনো আমল দেখছি না। তবে সে মানুষকে ঋণ দিত এবং ঋণ আদায়কারী কর্মচারীকে বলে দিত, যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য রাখে তার থেকে আদায় করো, আর যে গরিব তার ব্যাপারে ছাড় দাও। তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, যেন আল্লাহ তাআলাও আমাদের ক্ষমা করে দেন। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন,

> হে আমার ফেরেশতারা, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। নিশ্চয় আমি তার চেয়ে অধিক ক্ষমাশীল। [*সহিহ মুসলিম*, ৩০২২]

এই দুই সময়ের মধ্যে তুলনা করুন তো! যখন আল্লাহ তাআলা তাকে ভালো কাজের তাওফিক দিলেন, তার হৃদয়ে ভালো কাজের আগ্রহ দান করলেন এবং

তার মাঝে আল্লাহ তাআলার মহত্ত্বের অনুভূতি দান করলেন, আর এর পূর্বে ছিল তার ধর্ম ছাড়া লাগামহীন দীর্ঘ জীবন। উভয় সময়ের মধ্যে একটু তুলনা করে দেখুন তো, তার জীবনের শেষ পরিণতি কেমন হয়েছিল। তাহলেই আপনি জানতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে শাস্তি দিতে চান না। আপনার জীবনকে কঠিন করে দিতে চান না। আপনাকে বঞ্চিত করতে বা অন্ধকার জীবনে ফেলে রাখতে চান না। বরং তিনি সর্বদাই আপনাকে ক্ষমা করতে চান। আপনার প্রতি দয়া করতে চান। আপনার পার্থিব জীবনের শেষ পরিণাম শুভ হবে, এটাই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা।

এখানে আমলের ওজনের হিসাব সম্পর্কে প্রশ্ন নয়, ন্যায় ও ইনসাফেরও প্রশ্ন নয়, প্রত্যেকের প্রাপ্য অধিকারের প্রশ্নও নয়। এখানে কথা কেবল দয়া-অনুগ্রহ এবং ক্ষমা ও মার্জনার। আল্লাহর অনুগ্রহের সামনে হিসাবের কোনো মূল্য নেই।

আল্লাহ তাআলার একমুহূর্তের দয়া সব অন্যায়কে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়, একমুহূর্তের দয়া জীবনের সব অন্ধকার দূর করে দেয়।

যে ব্যক্তির কোনো নেক আমল নেই, যে কেবল এতটুকু সম্বল নিয়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়েছে যে, সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিত। ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে ছাড় দিত এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাত। যার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দিলেন। তাহলে একটু চিন্তা করুন, আপনি যদি আপনার পুরোটা জীবন আপনার রবের আনুগত্যে কাটিয়ে দেন, আপনার রাসুলের নির্দেশিত পথে জীবন চালান তাহলে আপনার সঙ্গে আপনার প্রভুর আচরণ কেমন হতে পারে? জীবনে কতদিন আল্লাহর পথে নিজেকে ধূলিমলিন করেছেন, আল্লাহর জন্য কতদিন অপদস্থ হয়েছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কল্পনায় কত সময় বিভোর থেকেছেন, কত রাত নামাজে দাঁড়িয়ে পার করেছেন, কতবার সেজদায় পড়ে প্রার্থনা করেছেন, তার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কতবার ভ্রমণ করেছেন। আপনি কি মনে করেন যে এই কারণে আল্লাহ আপনাকে ত্যাগ করবেন, আপনাকে ছেড়ে যাবেন, আর আপনি গুনাহ ও অবাধ্যতার বোঝা বয়ে বেড়াবেন? কেবল নির্লিপ্ত কল্পনা নয়; বরং বাস্তব বিশ্বাস এবং সত্যিকারের চেতনাবোধ থেকে ঈমান রাখুন, আল্লাহ তাআলা আপনার ধারণার চেয়েও অনেক অনেক মহান।

হে আমার বান্দারা

কখনো যদি আপনার হৃদয়ে হতাশা ও নৈরাশ্য ভর করে, তাহলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসটি স্মরণ করুন। প্রসিদ্ধ এই হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

হে আমার বান্দারা, আমি আমার নিজ সত্তার ওপর জুলুমকে হারাম করে নিয়েছি এবং তোমাদের মধ্যেও তা হারাম বলে ঘোষণা করছি। অতএব, তোমরা একে অপরের ওপর জুলুম করো না।

হে আমার বান্দারা, আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী ছিলে। তোমরা আমার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হেদায়েত দান করব।

বান্দারা, আমি যাকে খাদ্য দান করি সে ব্যতীত তোমরা সবাই ক্ষুধার্ত। তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাওয়াব।

ওহে বান্দারা, আমি যাকে পরিধান করাই সে ব্যতীত তোমরা সবাই বস্ত্রহীন। তোমরা আমার কাছে পরিধেয় চাও, আমি তোমাদের পরিধান করাব।

হে আমার বান্দারা, তোমরা রাত-দিন অপরাধ করে থাকো। আর আমিই সব অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।

হে আমার বান্দারা, তোমরা কখনো আমার অনিষ্ট করতে পারবে না, যে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব এবং তোমরা কখনো আমার উপকার করতে পারবে না, যে আমি উপকৃত হব।

হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও জিনজাতির মধ্যে যার অন্তর আমাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, তোমরা সবাই যদি তার মতো হয়ে যাও তাতে আমার রাজত্ব একটুও বৃদ্ধি পাবে না।

হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি, তোমাদের অন্ত, তোমাদের সকল মানুষ ও জিনজাতির মধ্যে যার অন্তর সবচেয়ে পাপিষ্ঠ, তোমরা সবাই যদি তার মতোও হয়ে যাও তবুও আমার রাজত্ব সামান্যও কমবে না।

হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা থেকে ততটুকুও কমবে না, কেউ সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে দিলে, তা থেকে যতটুকু কমে। [*সহিহ মুসলিম*, ৬৪৬৬]

আপনার প্রভু এখানে নিজের সম্পর্কে বললেন। তিনি আপনার জীবনে এক উপভোগ্য অধ্যায় দান করলেন। তিনি আপনাকে বলছেন, আপনার সামনে উপস্থাপিত এ বিষয়গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে।

তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা, তবে আমি যাকে সুপথ দেখিয়েছি সে ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী ছিলে। তোমরা আমার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের হেদায়েত দান করব।' আপনি আপনার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও স্বপ্ন পূরণে কখনই সফল হবেন না। যতক্ষণ আপনার প্রতিপালক আপনাকে তাওফিক না দেবেন, আপনাকে পথ প্রদর্শন না করবেন, আপনার স্বপ্নের পথে আপনাকে এগিয়ে না দেবেন। ততক্ষণ কোনো কিছুতেই আপনি সফল হতে পারবেন না। আপনার প্রভু যদি আপনার সঙ্গে না থাকেন, তাহলে যাত্রাপথেই কোথাও আপনি আটকে যাবেন, আপনার পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আপনার অপরাধের সীমা যা-ই হোক, আপনার ভ্রান্তি যত বড়ই হোক এবং আপনার অবাধ্যতার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা সবকিছুই ক্ষমা করে দেবেন। তিনি বলেন,

'হে আমার বান্দারা, তোমরা রাত-দিন অপরাধ করে থাকো। আর আমিই সব অপরাধ ক্ষমা করি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবো।'

আপনার গুনাহ, ভ্রান্তি এবং অপরাধের কারণে হতাশ হবেন না, আপনার রবের প্রতি বিশ্বাস রাখুন, এর কিছুই থাকবে না। অবশ্যই আপনার জীবনে সফলতা আসবে এবং তা অচিরেই।

তিনিই আপনার প্রতিপালক, তিনিই সবকিছুর ক্ষমতা রাখেন। তিনিই সবকিছু দান করেন, সকলের গুনাহ মাফ করেন এবং সবার তওবা কবুল করেন। বিশ্বাস রাখুন, তিনি আপনারও কোনো ত্রুটি বা অপরাধ অবশিষ্ট রাখবেন না।

যদি পৃথিবীর সব মানুষ তাদের প্রতিপালকের কাছে একসঙ্গে একই জিনিস কামনা করে তাদের কোনো প্রয়োজনের কথা বলে, তারপর তিনি তাদের সকলের চাহিদা পূরণ করে দেন, তবুও তার রাজত্বে সামান্য কমতি হবে না এবং তার ভান্ডার আঙুল পরিমাণও কমবে না। তিনি বলেন, 'হে আমার বান্দারা, তোমাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব মানুষ ও জিন যদি কোনো বিশাল মাঠে দাঁড়িয়ে সবাই আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেক ব্যক্তির চাহিদা পূরণ করি, তাহলে আমার কাছে যা আছে তা থেকে ততটুকুও কমবে না, কেউ সমুদ্রে একটি সুচ ডুবিয়ে দিলে যতটুকু তা থেকে কমে।'

তাই আমাদের উচিত, আল্লাহ তাআলার সীমাহীন অনুগ্রহের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা।

১০০ জনকে হত্যাকারীর গল্প

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন।

যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে জেনেশুনে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম, যেখানে সে সবসময় থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি গজব নাজিল করবেন ও তাকে লানত করবেন। আর আল্লাহ তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। [সুরা নিসা, ৯৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার বিধান লঙ্ঘন করে কাউকে হত্যা করা কত বড় অপরাধ-এর একটি চিত্র ফুটে ওঠেছে। অনুরূপভাবে যারা সামান্য কারণেই আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে-তাদের অপরাধের চিত্রও এখানে ফুটে ওঠে।

এখানে আল্লাহ তাআলার রাগ, ধমকি ও কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারির প্রতি লক্ষ করুন। আপনার মনে হবে যেন, এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার রাখে না। কিন্তু বিপরীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস যদি সামনে রাখেন, তাহলে আপনার পুরো চিন্তাই পালটে যাবে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের আগেকার লোকদের মধ্যে এক লোক ছিল। সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। একদিন সে লোকদের জিজ্ঞেস করল, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তাকে এক রাহেবের (ধর্মযাজক) সন্ধান দেওয়া হলো। হত্যাকারী লোকটি তার কাছে এসে জানাল, আমি ৯৯ জন লোককে হত্যা করেছি। এখন কি আমার জন্য তওবার কোনো পথ খোলা আছে? তিনি সরাসরি জানিয়ে দিলেন, না। তখন সে (রাগান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা করে ফেলল। রাহেবকে হত্যা করে সে ১০০ পূরণ করল। পুনরায় সে লোকদের জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় আলেম ব্যক্তি কে? আবার তাকে জনৈক আলেমের সন্ধান দেওয়া হলো। সে আলেমকে বলল, আমি ১০০ জন ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার

পথ খোলা আছে? আলেম বললেন, হ্যাঁ। এমন কে আছে যে ব্যক্তি তার মাঝে ও তার তওবার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত আছে। তুমিও তাদের সঙ্গে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত হও। নিজের ভূমিতে আর কক্ষনো প্রত্যাবর্তন করো না। কেননা এ দেশটি (তোমার জন্য) ভয়ংকর খারাপ। এ কথা শুনে সে গন্তব্যের পথে চলতে লাগল। কিন্তু যখন মাঝপথে এসে পৌঁছল, তখন সে মৃত্যুবরণ করল। এবার রহমতের ফেরেশতা ও আজাবের ফেরেশতার মধ্যে তার ব্যাপারে বাগ্‌বিতণ্ডা দেখা দিলো। রহমতের ফেরেশতারা বললেন, সে আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তওবার উদ্দেশ্যে এসেছে। আর আজাবের ফেরেশতারা বললেন, সে তো কক্ষনো কোনো সৎকাজ করেনি। তখন মানুষের আকৃতিতে একজন ফেরেশতা সেখানে এলো। অন্য ফেরেশতারা তাকে তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানালেন। তিনি উভয়কে বললেন, তোমরা উভয় স্থানের পরিমাপ করো (নিজ ভূখণ্ড ও যাত্রাকৃত ভূখণ্ড)। এ দুটি ভূখণ্ডের মধ্যে যেটা তার নিকটবর্তী হবে, সে অনুযায়ী তার গন্তব্যের ফয়সালা হবে। তারপর উভয় দলের ফেরেশতারা পরিমাপ করে দেখলেন যে, লোকটি ওই ভূখণ্ডেরই বেশি নিকটবর্তী যেখানে পৌঁছার জন্য সে বের হয়েছিল। এরপর রহমতের ফেরেশতারা তার প্রাণ নিয়ে গেল।

[*সহিহ বুখারি*, ৩৪৭০; *সহিহ মুসলিম*, ২৭৬৬]

কাতাদা রহ. বলেন, হাসান রহ. বলেছেন, যখন এ লোকের মৃত্যুর সময় হয়ে এলো, তখন সে বুকের ওপর ভর দিয়েও সামান্য সামনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল।

নিছক শত্রুতা ও হঠকারিতাবশত লোকটি ১০০ মানুষকে হত্যা করেছে। এর বিপরীতে দেখুন, লোকটি শুধু অনুতপ্ত হয়ে ভালো হওয়ার ইচ্ছা করেছে। জীবনে কোনো ভালো কাজও সে করেনি। শেষ পর্যন্ত এই ইচ্ছার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা জমিনে আসমানি নির্দেশনা পাঠালেন। নির্দেশনা পাঠালেন এই মাটির পৃথিবীতে। তিনি তওবার ইচ্ছা করার মতো সামান্য একটি আমলের বিনিময়ে, বান্দা যা কখনো কল্পনাও করতে পারে না, তা-ই করে দেখালেন। আল্লাহর কাছে যা আছে, তার প্রত্যাশায় সামনে এগিয়ে যাওয়া মাত্রই আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের অধিবাসী করে নিলেন।

একটু নিবিড়ভাবে চিন্তা করে দেখুন, আপনার রব কখনই চান না, আপনি অন্যায়ের

শাস্তির কথা ভেবে অস্থির ও অশান্ত হয়ে পড়ুন। যিনি ১০০ জন মানুষের হত্যাকারী ব্যক্তির এত বড় অপরাধ কেবল তাঁর দিকে এগিয়ে আসার সংকল্পের মতো সামান্য আমলের বিপরীতে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জমিনকে নির্দেশ দিয়েছেন এমন এক বান্দার প্রতি অনুগ্রহের প্রমাণ হিসাবে নড়ে উঠতে, যে কিনা কেবল একটিমাত্র দিন আল্লাহ তাআলার ক্ষমার আশায় সামনের দিকে যাত্রা করেছিল।

শুধু কি তাই? কাফেরদের সঙ্গে আল্লাহর ক্ষমার চিত্রটি দেখুন, যে কাফেররা সবসময় আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দাদের কষ্ট দিত, তাদেরকে ধর্ম পালনে বাধা দিত, তাদেরকে গালাগাল করত, দেখুন আল্লাহ তাআলা তাদের পূর্বেকার এত অপরাধ সম্পর্কে কী বলেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> (হে নবী) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদেরকে বলে দিন, তারা যদি নিবৃত্ত হয়, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
>
> [সুরা আনফাল, ৩৭]

আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের সমস্ত অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেবেন, যদি তারা কুফরি থেকে ফিরে আসে। তিনি তাদের পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছেন, যেন তারা কোনো দিন কোনো অপরাধই করেনি।

সামনের এই চিত্র দেখলে আপনি কী বলবেন, আল্লাহ তাআলা কেবলই বান্দার গুনাহ মাফ করবেন না বরং তার গুনাহগুলোকে পুণ্যে রূপান্তর করে দেবেন। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? পবিত্র কুরআন থেকেই দেখুন,

> এবং যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো মাবুদের ইবাদত করে না এবং আল্লাহ যে প্রাণকে মর্যাদা দান করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং তারা ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তিই এরূপ করবে তাকে তার গুনাহের শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। কেয়ামতের দিন তার শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং সে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাতে সদাসর্বদা থাকবে। তবে কেউ তওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
>
> [সুরা ফুরকান, ৬৮-৭০]

কেবল ক্ষমা বা মার্জনার কথাই বলেননি বরং নিজ অনুগ্রহে বান্দার পাহাড়সম অপরাধকে পুণ্য দিয়ে পূর্ণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা কী সুন্দরভাবে বলেন, 'তবে কেউ তওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে; আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

সৃষ্টির তওবায় স্রষ্টার সন্তুষ্টি

কিছু চিত্র এমন, আপনি যদি একজন ভাষাবিদও হন তবুও তার সামান্য একটি অংশও বর্ণনা করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন। আর পুরো চিত্রটি ভাষায় প্রকাশ করা তো এককথায় অসম্ভব। আপনার ভাষা ও বর্ণনাশক্তি যেখানে ঘটনার আংশিক চিত্র ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ, সেখানে পুরো ঘটনা কীভাবে বর্ণনা করবেন।

তেমনই এক চিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই ঘটনায় তিনি বলেন, মানুষের কর্মের কারণে আল্লাহ তাআলার আনন্দিত হওয়ার কথা। যে আনন্দ আল্লাহ তাআলার সত্তার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের উপযোগী। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা আমার এবং আপনার কারণেও আনন্দ বোধ করেন। বরং তিনি আনন্দিত হন পৃথিবীর একেবারে সাধারণ কোনো সদস্যের কর্মের ফলেও। কখনো তিনি এতটাই আনন্দিত হন, যার কোনো সীমা-পরিসীমা নির্দিষ্ট করা যায় না।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> বান্দা যখন আল্লাহর কাছে তওবা করে তখন আল্লাহ ওই লোকের চেয়েও বেশি আনন্দিত হন, যে মরুভূমিতে উটের ওপর আরোহী ছিল। তারপর উটটি হারিয়ে যায়। উটের পিঠে ছিল তার খাদ্য ও পানীয়। একসময় নিরাশ হয়ে লোকটি একটি গাছের ছায়ায় এসে বসল এবং তার উটটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হতাশ হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর তাকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ উটটি তার কাছে এসে দাঁড়াল। অমনি সে তার লাগাম ধরে ফেলল। তারপর আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে উঠল, হে আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু। মূলত আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে ভুল করে ফেলেছে।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৬৮৫৩]

আপনি আমাকে বলুন, এখানে আপনার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলার আনন্দের মূল কারণ কী? আপনার সৌভাগ্য, আপনার আনন্দ, আপনার খুশি, বিভ্রান্তি থেকে আপনার নিরাপত্তা লাভ, জাহান্নাম থেকে আপনার মুক্তি এবং উভয় জগতে আপনার সৌভাগ্য অর্জন, এই তো?

হাদিসে উল্লেখিত ব্যক্তিটি তার একমাত্র উটটি হারিয়ে ফেলেছিল, যার পিঠে ছিল তার বেঁচে থাকার অবলম্বন। তার খাবার, তার পানীয় এবং তার জীবনের পাথেয় যাতে রাখা ছিল। সে তার উটটি হারিয়ে ফেলেছিল এমন এক মরুভূমিতে, যেখানে জনমানুষ ছিল না। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু হঠাৎ সেই উটটি তার সামনে এসে হাজির হয়, যার ওপরে তার খাবার, পানীয় এবং বলতে গেলে জীবনের সবটুকুই রাখা ছিল। উটটিকে সামনে দেখে খুশিতে সে বলে ফেলেছিল, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার বান্দা আর আমি আপনার প্রভু।' আনন্দের আতিশয্যে সে এমন ভুল কথা বলে ফেলেছিল।

হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন সে চোখ খুলল, হঠাৎ জগতের সব নেয়ামতই যেন সে চোখের সামনে দেখতে পেল।

ঠিক আপনিও যখন তওবা করেন, রবের দিকে ফিরে আসেন এবং নতুন করে তাঁর প্রতি এগিয়ে যান, আপনি সত্যিকারার্থেই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন, তখন তিনি কেবল আপনার গুনাহ মাফ করেন এবং তওবা কবুল করেন তাই নয়; বরং খাবার ও পানীয়ভরতি উটটি এই লোকের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হওয়াতে সে যতটা আনন্দিত হয়েছিল, আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও অনেক বেশি আনন্দিত হন।

তবে আর দুশ্চিন্তা কীসের? কীসের হতাশা? পাপ করতে করতে আপনি এখন অশান্ত ও অস্থির হয়ে আছেন, আপনার গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনের মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার কারণে ভাবছেন, মনের মধ্যে কিছু কষ্ট ছাড়া আপনার আর কীই-বা করার আছে? বিশ্বাস রাখুন, সুদিন ফিরবে। আপনার হৃদয় ও চেতনার জগতেও ফিরে আসবে প্রাণের স্পন্দন।

এক টুকরো দয়া

যখন কোনো মায়ের সন্তান অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা দূর প্রবাসে চলে যায় বা হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনায় সেই সন্তান মারা যায়, তখন মায়ের হৃদয়ে যে দয়া উথলে ওঠে, তার চিন্তা ও অনুভবে সন্তানের প্রতি ভালোবাসার যে দোলা দিয়ে যায়, আপনি কি তা কল্পনা করতে পারেন?

একবার আমি দেখলাম, একটি প্রাণীর বাচ্চা মারা গেছে। তখন সেই প্রাণীটি বারবার মৃত বাচ্চাটির কাছে এসে তার ঘ্রাণ নিচ্ছে। এরপর মাথা উঠিয়ে এমনভাবে সামনের দিকে তাকাচ্ছে, যেন যেকোনো মূল্যে তার সন্তানের প্রাণ তাকে ফেরাতেই হবে। কিন্তু মৃত সন্তানের জীবন ফেরানোর কোনো উপায় তার নেই।

এ জাতীয় দয়া ও অনুগ্রহের যত ঘটনা আমরা দেখি এ সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট রহমতের ১০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। তিনি জগতের সকলের মাঝে, দয়া ও অনুগ্রহের মাত্র এক ভাগ দিয়েছেন, বাকি ৯৯ ভাগ রেখে দিয়েছেন কেয়ামত দিবসের জন্য।

> রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ দয়াকে ১০০ ভাগ করেছেন। তার মধ্যে ৯৯ ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন, আর পৃথিবীতে এক ভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ওই এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের ওপর দয়া করে। এমনকি কোনো জন্তু তার বাচ্চার ওপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, বাচ্চা ব্যথা পাবে।
>
> [*সহিহ বুখারি*, ৬০০০; *সহিহ মুসলিম*, ২৭৫২]

এবার আপনার প্রতিপালকের দয়া অনুমান করে বলুন, আপনার হৃদয়ে ভয়ভীতি, শঙ্কা ও অস্থিরতার কতটুকু বাকি থাকল? বলুন, আপনার চেতনায় ও অনুভবে ভবিষ্যৎ নিয়ে কতখানি দুশ্চিন্তা বহাল থাকল?

তিনিই আপনার প্রতিপালক, তিনি কখনই আপনার খারাপ চান না। তিনি কখনই আপনাকে দুঃখিত দেখতে চান না, তিনি কখনই আপনার হৃদয়কে পঙ্কিল করতে চান না। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারভাবে) ঈমান আনো তবে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কী করবেন? [সুরা নিসা, ১৪৭]

নিজেকে কখনো আপনার প্রতিপালকের প্রতিপক্ষ ভাববেন না। কেননা এখানে যেকোনো একজনের বিজয় নিশ্চিত। আর আপনার বিপক্ষে আপনার প্রতিপালক যে বিজয়ী সে কথা তো বলাই বাহুল্য। যদি আপনি পাহাড় পরিমাণ গুনাহও করে ফেলেন, এরপর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহের প্রত্যাশী হন, তাহলে তিনি আপনাকে এমনভাবে অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে নেবেন, যা আপনি কখনো কল্পনাও করতে পারেননি এবং যা আপনার মনেও কখনো আসেনি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমরা পাপ না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে (তোমাদের পরিবর্তে) এমন এক জাতি আনবেন, যারা পাপ করবে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাও করবে। আর আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন।

[*সহিহ মুসলিম*, ২৭৪৯; *সুনানুত তিরমিজি*, ২৫২৬; *আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ৭৯৮৩]

> আপনার প্রতিপালক আপনাকে কী বলছেন, একটু লক্ষ করুন। হাদিসে কুদসিতে তিনি মানবজাতিকে লক্ষ করে বলেন, হে আদমসন্তান, তুমি যদি সম্পূর্ণ পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়েও আমার কাছে এসো, তারপর আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো, তাহলেও আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেবো, এ ক্ষেত্রে আমি কাউকে কোনো পরোয়া করব না। [*সুনানুত তিরমিজি*, ৩৫৪০]

আপনি কি পৃথিবী পরিমাণের অর্থ বুঝতে পারছেন? আপনি কি অনুমান করতে পারছেন অপরাধের পরিমাণটা? যদি আপনি পৃথিবী সমপরিমাণ পাপও করেন, তারপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন তাহলে আল্লাহ তাআলা একমুহূর্তে আপনার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি আপনার পিঠ থেকে গুনাহের বোঝা এমনভাবে সরিয়ে দেবেন, মনে হবে যেন কখনই আপনি কোনো পাপ করেননি। এমনভাবে আপনার অতীতের গুনাহ-সমূহ মুছে দেবেন, মনে হবে যেন আপনি জীবনে কোনো গুনাহই করেননি।

পৃথিবী সমপরিমাণ গুনাহ মানে কিন্তু একটি দুটি গুনাহ নয়, বরং গুনাহ দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হয়ে যাওয়া। এই পরিমাণ গুনাহও মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

আমরা অনেক সময় আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভুল ধারণা করি। মানুষের ক্ষেত্রে যেমন আচরণ করি, আল্লাহ তাআলার সাথেও তেমনটাই করে বসি। কোনো পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, আল্লাহ, যিনি আমার-আপনার প্রতিপালক, তিনি আমাদের কল্পনার চেয়েও অনেক উর্ধ্বে। তিনি আমাদের চিন্তাশক্তির চেয়েও অনেক ওপরে। তিনি আমাদের ধারণা থেকেও অনেক বড়। আপনার প্রতিপালক আপনাকে গুনাহমুক্ত দেখতে চান। তিনি আপনার তওবা কবুল করতে চান এবং আপনাকে ক্ষমা করতে চান। তিনি চান আপনাকে এমনভাবে পবিত্র করতে, যেন আপনার জীবনে গুনাহের কোনো অস্তিত্ব না থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দিতে চান আর যারা কুপ্রবৃত্তির অণুসরণ করে, তারা চায় তোমরা যেন সঠিক পথ থেকে দূরে সরে যাও।
>
> [সুরা নিসা, ২৭]

আপনি কি সত্যিই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ কল্পনা করতে পেরেছেন, আপনি কি আসলেই তাঁর অনুগ্রহের প্রশস্ততা অনুমান করতে পেরেছেন, যে অনুগ্রহ আপনি প্রত্যাশা করেন? আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।
>
> [সুরা আরাফ, ১৫৫]

আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ এমন নয় যে, তা কিছুকে ঘিরে রেখেছে আর কিছুকে বাদ দিয়েছে; বরং তা সবকিছুকেই ঘিরে রাখে।

সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে একটু ভাবুন তো! যারা অপরাধের সীমাতিক্রম করছে, অন্যায়ের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, যা ইচ্ছা তাই করছে, প্রবৃত্তির পেছনে ছুটছে, প্রত্যেক ভালো জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করে মন্দ জিনিসকে গ্রহণ করছে। কিন্তু সর্বশেষ তাদের মাথায় আল্লাহ তাআলার এই মহান বাণীটিই ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সুরা যুমার, ৫৩]

প্রিয় পাঠক, আপনার অন্যায়-অপরাধ নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। নিজের গুনাহের হিসাব করতে যাবেন না। আপনার কাজ কতটা অন্যায় ও কতখানি নিকৃষ্ট, সেসবের কল্পনাও করতে যাবেন না। বরং এখনই নতুন করে আপনার প্রতিপালকের দিকে ধাবিত হোন। তার কাছেই রয়েছে এমন এক প্রতিশ্রুতি, যা আপনার গুনাহকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।' সুতরাং তিনি আপনার সব গুনাহও ক্ষমা করবেন। আপনার জীবনে যত ভুলত্রুটি ও অন্যায়-অপরাধ আপনি করেছেন, সবই তিনি মাফ করে দেবেন। কোনোটা করবেন আর কোনোটা বাকি রাখবেন, এমন নয়।

আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উদাহরণ ও একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, পূর্বযুগে এক লোক নিজের ওপর অনেক জুলুম করেছিল। যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো, সে তার পুত্রদেরকে বলল, মৃত্যুর পর আমার দেহ হাড়-মাংস-সহ পুড়িয়ে ছাই করে প্রবল বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহ আমাকে ধরে ফেলেন, তবে তিনি আমাকে এমন কঠিন শাস্তি দেবেন, যা অন্য কাউকে দেননি। এরপর যখন তার মৃত্যু হলো, তার সন্তানরা সেভাবেই আদেশ পালন করল। তারপর আল্লাহ তাআলা জমিনকে আদেশ করলেন, তোমার মধ্যে ওই ব্যক্তির যা আছে জমা করে নাও। জমিন তা-ই করল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে গেল। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন কারণ তোমাকে এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করল? সে বলল, হে আল্লাহ, আপনার ভয়। এই শুনে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। *[সহিহ বুখারি, ৩৪৮১]*

শুধু আল্লাহর ভয়ের কারণেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। তাঁর শাস্তি থেকে মুক্তির ইচ্ছার কারণেই তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সে ভেবেছিল, আগুন যেমন দেহকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়, তেমনই তার গুনাহ তাকে আগুনের মতো জড়িয়ে ধরবে, পোড়াবে, জ্বালাবে এবং একেবারে ধ্বংস করে দেবে। তাই আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সে সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে। সামর্থ্যের অনুকূল সব উপায় সে অবলম্বন করেছে। কিন্তু কোনো কৌশলই

কাজে আসেনি। কিছুতেই আল্লাহ তাআলার জবাবদিহিতা এড়ানো যায়নি। বরং ঘুম থেকে উঠতেই সে তার প্রতিপালকের সামনে হাজির। তিনি জিজ্ঞেস করছেন, এমন কাজ কেন করেছ? গুনাহগার বান্দার একমাত্র উত্তর ছিল এটিই, হে প্রভু, আপনার ভয়ের কারণে করেছি। আল্লাহ তাআলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ঠিক আছে, তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হলো।

প্রসিদ্ধ এক হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সঙ্গে তার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করি।' [*সহিহ বুখারি*, ৬৯৯৬]

যদি সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে কল্যাণের ধারণা রাখে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার সঙ্গে কল্যাণের আচরণ করেন। আর যদি সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখে, তাহলে তার সঙ্গে তার ধারণার অনুরূপ আচরণ করেন। তাহলে বলুন, বুদ্ধিমান হলে কেন আপনি রবের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবেন? সত্যিই যদি আপনি বুদ্ধিমান হন, তাহলে কখনই আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবেন না।

আপনার প্রভু আপনাকে স্মরণ করেন

আপনি কি কখনো কল্পনা করেছেন যে, আসমানে আপনার আলোচনা হবে? আপনি কি কখনো ধারণা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে স্মরণ করবেন এবং ফেরেশতাদের মাঝে আপনার নাম উচ্চারিত হবে? কখনো কি ভেবেছেন, ফেরেশতারা আপনার পুণ্যের কথা বলবে, কর্মের কথা উচ্চারণ করবে এবং আসমানে আপনার গুণগান গাওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে এমনই এক অকল্পনীয় এবং বিস্ময়কর সংবাদ আমাদের জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন,

> আমি বান্দার সঙ্গে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি বান্দা মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও বান্দাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। [*সহিহ বুখারি*, ৭৪০৫]

আপনি কেবল মনে মনে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করলে এবং একান্তে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে, কিংবা কেবলই হৃদয়ে তার নাম স্মরণ করলে আল্লাহ তাআলাও আপনাকে স্মরণ করবেন এবং তখনই আপনি জীবনে আল্লাহর নেয়ামত প্রতিফলিত হতে দেখবেন। হতে পারে আপনি কখনো আল্লাহকে স্মরণ করছেন ছোট্ট কুঁড়েঘরে, বা একান্ত নিঃসঙ্গ স্থানে, যেখানে পৃথিবীর কেউ আপনাকে দেখছে না, অথবা এমন কোথাও যা সৃষ্টিকুলের দৃষ্টি থেকে দূরে। মোটকথা যেখানেই আপনি আল্লাহকে স্মরণ করবেন, আল্লাহও আপনাকে স্মরণ করবেন।

যদি আপনাকে বলা হয়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে স্মরণ করছেন, তাহলে আপনার অনুভূতিটা কেমন হবে? আপনি যখন হতাশায় ডুবে আছেন, ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন বা কোনো দুঃখ বা পেরেশানি আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে, এমন সময় যদি এই সংবাদ আসে যে, আপনার প্রতিপালক আপনাকে স্মরণ করছেন, কেমন লাগবে আপনার? পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ও

মহৎ এই দৃশ্যটি কল্পনা করে দেখুন, অন্তর জুড়িয়ে যাবে। যখন আপনি কোনো সমাবেশে আল্লাহ তাআলার স্মরণ করবেন, তখন আল্লাহ তাআলা ঊর্ধ্বাকাশে আপনাকে স্মরণ করবেন। এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কোনো দৃশ্য হয়তো আমাদের হৃদয় কল্পনা করতে পারে না। আপনি ভেবে দেখুন, আপনি জমিনে বিচরণ করছেন কিন্তু এই মহাগ্রহের সবকিছু ছাড়িয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে আপনাকে স্মরণ করা হচ্ছে।

এই হাদিসটি পাঠ করার সময় কি আপনি অবাক হননি, আপনি কে, যার কারণে আল্লাহ তাআলা নিজেই আপনাকে স্মরণ করবেন! কী এমন গুণ আছে আপনার মধ্যে, যার কারণে আসমানে আপনাকে স্মরণ করা হবে? আপনি এমন কি কাজ করেন যে, ঊর্ধ্বাকাশে আপনাকে নিয়ে আলোচনা হবে?

সত্যিই এ দৃশ্য কল্পনা করার শক্তি আমাদের নেই। এ আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করার মতো শব্দ আমাদের নেই। আপনি যখন হতাশার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছবেন, তখন হাদিসের এই অংশটি পাঠ করুন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই। [*সহিহ বুখারি*, ৭৪০৫]

এমনকি নেক আমলের উদ্দেশ্যে ওঠানো আপনার প্রতিটি পদক্ষেপ আপনার বাস্তব জীবনে কল্পনাতীতভাবে প্রভাব বিস্তারকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

আপনি কি আপনার রবের ব্যাপারে এমন ভাবেন যে, আপনার মুহূর্তকালের নেক আমল দেখার পরও তিনি আপনাকে অপদস্থ করবেন? আপনি কি ভাবেন যে, তিনি আপনাকে বঞ্চিত রাখবেন কিংবা আপনার জীবনে দুঃখ ও দুর্দশা লিখে দেবেন?

না, বরং আপনার সঙ্গে আপনার রবের আচরণ হবে ঠিক এমন, যেমনটা তিনি উপর্যুক্ত হাদিসে বলেছেন। তথা, 'যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই, যদি সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই।' সুতরাং তিনি আপনাকে অপদস্থ করবেন কিংবা বঞ্চিত করবেন বা আপনার জীবনকে দুর্বিষহ করে দেবেন—তিনি কখনই এমন নন। অতএব, আল্লাহর ব্যাপারে সুধারণা করুন, দেখবেন জীবন কল্পনার চেয়েও সুন্দর।

আল্লাহ যখন ভালোবাসেন

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিবরাইল আ.-ও তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাসবে। আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে দুনিয়াবাসীদের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা তৈরি করা হয়। আর আল্লাহ যদি কোনো লোকের ওপর রাগ করেন, তখন জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দার ওপর রাগ করেছি, তুমিও তার প্রতি রাগান্বিত হও। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন জিবরাইল আ. তার ওপর রাগান্বিত হন। তারপর তিনি আকাশবাসীদেরকে ডেকে বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অমুকের ওপর রাগান্বিত। কাজেই তোমরাও তার ওপর রাগান্বিত হও। তিনি বলেন, তখন তারা তার ওপর রাগান্বিত হয়। তারপর পৃথিবীতেও তাকে অপ্রিয় বানিয়ে দেওয়া হয়। *[সহিহ বুখারি, ৬০৪০]*

আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, এই হাদিসটিকে আজও পর্যন্ত অনুভূতি ও আবেগের মিশেলে পাঠ করা হয়নি। আজও কোনো মানুষের যথেষ্ট আবেগের পরশ পায়নি। এই কথাগুলো যদি আমাদের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে তাহলে তা আমাদেরকে নতুনভাবে বাঁচতে শেখাবে।

কল্পনা করুন, যখন আমরা আল্লাহ তাআলার সত্যের সাক্ষ্য দিই, তাঁর প্রতি নিবেদিত হই এবং তাঁর আনুগত্যে নিজেদের নিয়োজিত করি, ঠিক তখনই আসমানে আমাদের ব্যাপারে আলোচনা হয় এমন কিছু, যা আমরা কল্পনাও

করতে পারি না। অথবা মহান আল্লাহ স্বয়ং আমাদের আলোচনা করেন, তিনি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেন, আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পৃথিবী থেকে সত্যিই তখন আপনার উচ্চতা পৌঁছে যায় সুবিশাল আসমানি জগতে।

ভাবুন সেই মুহূর্তের কথা, যখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, তিনি আপনাকে ভালোবাসেন। এরপর আর কোন নেয়ামত আপনার চাওয়ার আছে? এ ঘোষণা শোনার পর জীবনে আর কীসের আনন্দ আপনি অনুভব করতে চান? কী এমন উদ্দেশ্য আপনার অধরা থেকে গেছে, পার্থিব জীবনে যা আপনি স্পর্শ করতে পারেননি? যদি কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে এই মূল্যবান প্রত্যাশাগুলো জাগ্রত হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির সাফল্যের জন্য তা যথেষ্ট হবে।

ভেবে দেখুন, আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান সৃষ্টি জিবরাইল আ.-কে ডেকে নির্দেশ দিচ্ছেন আপনাকে ভালোবাসার, আপনাকে সম্মান করার এবং আপনার মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়ার। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি জিবরাইল আ.-কে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসবে। তখন জিবরাইল আ. তাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তাকে আদেশ দেন, যেন আসমানবাসীকে এ ব্যাপারে জানিয়ে দেন। জিবরাইল আ. তখন আসমানবাসীকে ডেকে বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুককে ভালোবাসেন, অতএব তোমরাও তাকে ভালোবাসবে। তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।

আসমানবাসী কারা? সে ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> আমি (অদৃশ্য জগতের) যা দেখি তোমরা তা দেখো না, আমি যা শুনতে পাই, তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করারই যোগ্য। তাতে এমন চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও খালি নেই, যেখানে কোনো ফেরেশতা আল্লাহ তাআলার জন্য অবনত মস্তকে সেজদায় পড়ে না আছে। [সুনানুত তিরমিজি, ২৩১২]

আল্লাহ তাআলা যদি আপনাকে ভালোবাসেন তাহলে পুরো জগৎ আপনাকে ভালোবাসবে। আসমানে এমন কোনো জায়গা থাকবে না, যেখানে আপনার প্রেম ও ভালোবাসার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকবে না।

আপনার ভালোবাসা ছড়িয়ে পড়বে সবখানে, আল্লাহ তাআলা জমিনেও আপনার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে দেবেন। ভূখণ্ডের প্রতিটি স্থানে আপনার প্রেম ও গ্রহণযোগ্যতা প্রকাশ পাবে। কেউ আর আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে না, আপনার পথে বাধা হবে না এবং আপনার কাজেও বাধা তৈরি করবে না। বরং সবকিছু হবে আপনার জন্য কল্যাণকর এবং আপনারই অভিমুখী।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'এরপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরি হয়।' অর্থাৎ সৃষ্টিকুলের সবার মনে সেই ব্যক্তির ভালোবাসা তৈরি করে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে এক বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে দেন, ফলে তাকে দেখা মাত্রই তার প্রতি ভালোবাসা জেগে ওঠে। তার দেখা পেলে তাকে আপনার ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হবে না। এর মাধ্যমেই আপনি আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা অনুভব করতে পারবেন। আপনিও এমন ভালোবাসা ও আন্তরিকতা লাভ করতে পারবেন। যদি আপনি তার ভালোবাসার শরাব পান করে তৃপ্ত হতে পারেন এবং আপনার হৃদয় ও অনুভূতিতে সেই ভালোবাসা ও আন্তরিকতার ঝরনাধারা প্রবাহিত করতে পারেন, তাহলে তার মাঝে আর আপনার মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবেন না। তখন তার কথা শোনা মাত্রই তার অবস্থা জানার জন্য আপনার মন আগ্রহী হয়ে উঠবে, তার আলোচনায় আপনার অনুভূতি জেগে উঠবে এবং তার সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকবেন। এভাবে একসময় আপনি সেই কাঙ্ক্ষিত জীবনের দেখা পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

> (তবে) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, নিশ্চয়ই দয়াময় (আল্লাহ) তাদের জন্য সৃষ্টি করবেন ভালোবাসা। [সুরা মারয়াম, ৯৬]

প্রশ্ন হতে পারে, এই গল্পের বাস্তব সাক্ষী হওয়ার উপায় কী? এ ঘটনার বিস্তারিত চিত্রই-বা কেমন? মানবজীবনে এমন উপভোগ্য বাস্তবতা কীভাবে তৈরি হতে পারে?

এর জবাব আপনার রব নিজেই দিচ্ছেন। তিনি এ গল্পের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> আল্লাহ বলেন, '...আমি যা-কিছু আমার বান্দার ওপর ফরজ করেছি, তা দ্বারাই বান্দা আমার সবচেয়ে বেশি নৈকট্যলাভ করতে পারে। অতঃপর ধারাবাহিক নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আমার এত নৈকট্যলাভ করে

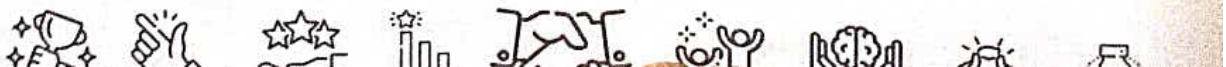

যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে চলে। সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয় তাকে দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তার কষ্টকে অপছন্দ করি।

[*সহিহ বুখারি*, ৬৫২০]

আপনি যখন ফরজ বিধানগুলো গুরুত্ব সহকারে পালন করবেন, সেগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দেবেন, সেগুলো পালন করাকেই আপনার জীবনের মৌলিক আনন্দ মনে করবেন, সবকিছুর আগে ফরজ বিধানের মর্যাদা আপনার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যাবে এবং আপনার প্রাণ, আত্মা ও অনুভূতির মিশ্রণে যদি ফরজ বিধানগুলোকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারেন, তাহলেই এই গল্পের বাস্তবায়ন গভীরভাবে আপনার জীবনে প্রতিফলিত হবে।

তারপর যদি নফল ইবাদতে নিমগ্ন হন, যেমন নফল নামাজ, রোজা, হজ ওমরাহ, তেলাওয়াত, উত্তম চরিত্র ও ভালো কাজে মনোযোগী হন, তাহলে তো আপনি নেক আমলের এমন এক প্রাসাদ নির্মাণ করবেন, যা আপনাকে ওই সমস্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে বলেন, 'সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয় তাকে দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই'। [প্রাগুক্ত]

আল্লাহ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে কখনো কি গভীরভাবে ভেবে দেখেছেন? তিনি বলছেন, 'সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয় তাকে দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।' অর্থাৎ আপনার যত চাহিদা, যত কামনা, যত প্রশ্ন ও হৃদয়ার্জি সবকিছুই আল্লাহ তাআলা পূরণ করবেন। সবটাকেই ধারণা ও কল্পনার জগৎ থেকে আপনার জীবনে বাস্তবায়ন করে দেখাবেন।

ভালোবাসার সবচেয়ে বড় দাবি হলো এই যে, আপনি যা চাইবেন, সঙ্গে সঙ্গে তা দেওয়া হবে, আপনি কোনো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করবেন আর বিনা পরিশ্রমেই সেটি পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তাআলা বলছেন, 'সে যদি আমার

কাছে কিছু চায় তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে দান করি'।

যেসবের কারণে আপনি ভীত হন এবং সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, সেসব বিষয়ে আল্লাহ আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করছেন। সব অনিষ্ট থেকে তিনি আপনাকে নিরাপদ রাখার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। সকল ভয়ভীতির বিপরীতে আল্লাহর এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে ভাবুন, তিনি বলেন, আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।

সুতরাং ভয় পাবেন না এবং কোনো কিছু থেকে অনিষ্ট ও ক্ষতির আশঙ্কাও করবেন না। আল্লাহ তাআলা সবকিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি আপনার দুশ্চিন্তা ও কষ্টকে কমিয়ে দেবেন। তিনি বলেন, 'আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দিই।' সুতরাং আল্লাহ তাআলাই আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন, তিনিই আপনাকে নিরাপদ রাখবেন, আপনার থেকে সব অনিষ্ট দূর করে দেবেন এবং সব বিপদাপদে আপনাকে সাহায্য করবেন।

বিষয়টি শুধু এতটুকুই নয়; বরং আল্লাহ তাআলা আপনাকে এতটাই ভালোবাসেন যে, তিনি আপনার প্রাণ নিতেও দ্বিধা করেন। তিনি দ্বিধান্বিত হন, কারণ আপনার কষ্টকে তিনি অপছন্দ করেন। হাদিসে কুদসিতে তিনি বলেন,

'আমি কোনো কাজ করতে চাইলে তা করতে কোনো দ্বিধা করি না, যতটা দ্বিধা করি মুমিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে, আর আমি তার কষ্টকে অপছন্দ করি'।

হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা আপনার মৃত্যুর ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হন। কারণ তিনি আপনাকে শঙ্কিত করতে চান না, দুঃখভারাক্রান্ত করতে চান না, কোনোপ্রকার কষ্ট দিতে চান না, কোনো কিছু দ্বারা আপনার হৃদয়কে দুঃখ দিতে চান না।

এ বইয়ে যে আশা ও প্রত্যাশার কথা আলোচনা করা হয়েছে, যেমন আল্লাহর ভালোবাসা, আপনার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা, আপনার আত্মার কামনা-বাসনা পূর্ণ হওয়া ইত্যাদি। প্রতিটি পাঠকের জীবনে সেগুলো জাগ্রত করার জন্য বিশেষ কোনো রীতিপ্রথা বা বিশেষ কোনো দায়িত্ব পালনের প্রয়োজন নেই। বরং প্রয়োজন শুধু আল্লাহর প্রতি আপনার বিনীত ও নিবেদিত হওয়া, তাঁর আনুগত্যে আপনার হৃদয় সতেজ রাখা এবং তাঁর বিধিনিষেধকে সম্মান ও শ্রদ্ধা

করা। শুধু এতটুকু করলেই সবকিছু আপনার জন্য এবং আপনার পক্ষে হয়ে যাবে।

এমন প্রায়ই হয়ে থাকে যে, কারও কাছে আপনার কোনো প্রয়োজন হলে বিভিন্ন কৌশলে, নানাভাবে আপনি তার জন্য আবেদন করেন। বিশেষ রীতিপ্রথার মধ্য দিয়ে তার মনোরঞ্জনের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত বস্তু তার থেকে আদায় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে কেবল তার দিকে প্রথম পদক্ষেপ এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর অভিমুখী হওয়াই যথেষ্ট। আপনি শুধু এতটুকু করে দেখুন, তারপর আল্লাহ তাআলা সবসময় সবকিছুই আপনাকে দান করবেন।

এমন সব ব্যক্তি থেকে আপনি নিজেকে পৃথক রাখুন, যারা আপনার আশা ও প্রত্যাশা পূরণের পথে বিভিন্ন বাধা সৃষ্টি করে। আপনার প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছতে যারা পথে বিরাট বিরাট বাধার পাহাড় দাঁড় করে এবং সংকীর্ণ মানসিকতার মাঝেই যারা জীবনের অর্থ খোঁজে। যদি আপনি নিজেকে তাদের থেকে পৃথক রাখতে পারেন, তাহলেই আপনার জন্য সম্ভব হবে সবকিছু প্রত্যক্ষ করা, আপনার স্বপ্নের ভুবনে বাঁচতে পারা এবং আপনার মতো করে আপনার জীবন সাজানো।

সুতরাং প্রথমেই হৃদয়ে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় করে নিন যে, আল্লাহর পথই একমাত্র সফলতার পথ। তারপর অপেক্ষা করুন, দেখবেন আশা ও প্রত্যাশা আপনার জীবনে সম্মান, বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। তখন আপনার জীবনের একমাত্র বাসনা হবে আল্লাহমুখী হওয়া, যেন আপনি ওপরে বর্ণিত সবকিছুই আপনার জীবনে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

কোনো মা কি তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?

একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, একজন নারী তার সন্তানকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরছে, তাকে দুধ পান করাচ্ছে, ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়ার পর, খুঁজে পেয়ে তাকে কোলে নিয়ে আদর-সোহাগ করছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত লোকদের লক্ষ করে বললেন, 'তোমাদের কি মনে হয় যে, এই নারী তার সন্তানকে কখনো আগুনে ফেলতে পারে?' তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! না, কখনই না হে আল্লাহর রাসুল!' তখন তিনি বললেন,

> 'এই নারী তার সন্তানের ওপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর তার চেয়েও বেশি দয়ালু।'
>
> [*সহিহ বুখারি*, ৫৯৯৯]

আপনার কল্পনা ও অনুভূতিতে কি কখনো এমন চিন্তা উদিত হয় যে, একজন 'মা', যে তার সন্তান হারিয়ে ফেলার পর আবার খুঁজে পেয়েছে, দীর্ঘদিন পর তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, বুকফাটা বিরহের পর সে তার বুকের মানিককে খুঁজে পেয়েছে, এমন মুহূর্তে সে কি তাকে আগুনে ফেলতে পারে, দীর্ঘ বিয়োগের পর সাক্ষাতের সময় কি সে তাকে কোনো কষ্ট দিতে পারে?

হাদিসে বর্ণিত এই চিত্রটি কল্পনা করুন। এরপর ভাবুন, এই নারীর জন্য দীর্ঘদিন পর সন্তানের সাক্ষাৎ লাভের পর তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা কি সম্ভব? যদি আপনার মনে হয়, একজন মা হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরে পাওয়ার পর তাকে কখনই আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে না, তাহলে নিশ্চিত জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলাও আপনাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন না, যদি আপনি নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করে থাকেন।

তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, তিনি সাক্ষাতের পর আপনাকে শাস্তি দেবেন, এমনটি হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘ জীবনের লাঞ্ছনা ও কষ্টে ফেলবেন, সেটা সম্ভব নয়।

আল্লাহর ব্যাপারে আপনি কি এমনটি ভাবতে পারেন যে, তিনি আপনার সেই দেহকে শাস্তি দেবেন যে দেহ তাঁর ইবাদত করেছে? এমন চোখকে শাস্তি দেবেন যা তাঁর জন্য কেঁদেছে? এমন আত্মাকে তিনি কষ্ট দেবেন যা কোনো একদিন তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়েছে? যদি এমন ভেবে থাকেন, তাহলে আজ থেকে এ জাতীয় ভাবনা ছেড়ে দিন। বিশ্বাস রাখুন, একজন মা তার সন্তানের প্রতি যতটা দয়ালু, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি তার চেয়েও বেশি দয়ালু।

ভয় এবং অস্থিরতা যেন আপনাকে আল্লাহর ব্যাপারে খারাপ ধারণার প্রতি প্ররোচিত না করে। এ জাতীয় চিন্তার দ্বারা আপনি নিজেকে কষ্টে ফেলবেন না। এমন ধারণা থেকে আপনার প্রতিপালক অনেক মহান ও উচ্চ। যদি এই মায়ের ব্যাপারে এমন চিন্তা না করা যায় যে, সে তার সন্তানকে আগুনে নিক্ষেপ করবে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তো আপনার প্রতি আরও অনেক বেশি সহনশীল, তাঁর প্রতি কেন এমন ধারণা করবেন?

প্রতিদিন নামাজের জন্য উঠুন, আপনার পদক্ষেপগুলো স্মরণ করুন। আপনার কুরআন তেলাওয়াতের মুহূর্তগুলো স্মরণ করুন। তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যে সম্পদ আপনি ব্যয় করেছেন, সেটা স্মরণ করুন। তার সন্তুষ্টির জন্য যে পুণ্যের কাজ আপনি করেছেন, সেটা স্মরণ করুন। শুধু আল্লাহ তাআলার আদেশের প্রতি লক্ষ করে মাতাপিতার প্রতি আপনি যে দয়াশীলতা দেখিয়েছেন, সেটা স্মরণ করুন। শুধু আল্লাহর জন্য এবং তাঁর কাছে যা আছে তা প্রাপ্তির আশায় আপনার দুই চোখ যে অশ্রুসজল হয়েছে, সেটা স্মরণ করুন। আপনার কি মনে হয়, আপনার রব এসব দেখার পরও তিনি আপনাকে শাস্তি দেবেন? আপনি কি ভাবতে পারেন যে, আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু দেখার পর এবং ঠান্ডা-গরম, রাত-দিন, শীত-গ্রীষ্ম, সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতায় তাঁর আনুগত্য দেখেও আপনাকে দুর্ভাগা ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত করবেন? যদি কখনো এমন ভেবে থাকেন, তাহলে আপনার চিন্তাকে পালটে ফেলুন। আজ থেকে বিশ্বাস রাখুন, আপনার প্রভু আপনার কল্পনার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। আপনার ধারণার চেয়েও তিনি অনেক অনেক গুণ বড়। তিনি সবকিছু করতে

পারেন। তিনিই আমাদের প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়ালু।

এই চিত্রটি কল্পনা করুন। তারপর হৃদয়, চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি আর হৃদয়ে এই চিত্রটি ধারণ করে আল্লাহ তাআলার দিকে মনোযোগী হোন। আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখা যত দুশ্চিন্তা, যত ভাবনা আপনাকে দুঃখ দিয়ে যাচ্ছে সেগুলো এড়িয়ে চলুন। আপনার মনকে প্রফুল্ল রাখুন। প্রত্যাশার বিস্তৃত দিগন্তে দৃষ্টি দিন। এই হাদিসে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে সাহাবিদের আশাবাদী করে তুলতে চাইলেন, আপনিও তেমন আশাবাদী হোন। নিজেকে নিকৃষ্ট ও শাস্তিযোগ্য ভাবার দুশ্চিন্তা, কুধারণা এবং অযাচিত ভীতির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসুন। কেননা দুশ্চিন্তার মাঝে পড়ে থাকলে জীবনে কখনো আনন্দের দেখা পাবেন না।

আমি আপনাকে সন্তুষ্ট করব

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সন্ধ্যায় তাঁর উম্মতের অবস্থা স্মরণ করেন। উম্মতের জন্য অন্য নবীদের দোয়াগুলো স্মরণ করেন। তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর যাবতীয় প্রয়োজন ও অভিযোগ উত্থাপন করেন। উম্মতের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করেন। আল্লাহর কাছে তিনি বলেন, কেয়ামতের দিন তাঁর উম্মত যেন কোনো বিপদে না পড়ে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লা-ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনে ইবরাহিম আ.-এর দোয়াসংবলিত এই আয়াতটি পাঠ করলেন,

> হে আমার প্রতিপালক, এ সকল প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হবে তুমি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। [সুরা ইবরাহিম, ৩৬]

ঈসা আ. বলেছেন,

তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও তবে তারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করো, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

[সুরা মায়িদা, ১১৮]

তারপর তিনি তাঁর উভয় হাত ওঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত! এ বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন মহান আল্লাহ বললেন, হে জিবরাইল, মুহাম্মাদের নিকট যাও, তোমার রব তো সবই জানেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কাঁদছেন কেন। জিবরাইল আ. এসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (কান্নার কারণ) জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছিলেন, তা (ফিরে এসে) আল্লাহ তাআলাকে বললেন। আর আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হে জিবরাইল, তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না। [*সহিহ মুসলিম*, ৩৮৭]

এমনই ছিল উম্মতের জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উৎকণ্ঠা, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত' বলে তিনি আপনার জন্য কাঁদতেন। আপনার মুক্তির জন্য অশ্রু ঝরাতেন। তিনি কান্না করতেন, যেন আল্লাহ তাআলা আপনাকে শাস্তি না দেন। যেন দুর্ভাগ্য আপনাকে জড়িয়ে না ধরে এবং মহাশাস্তির মুখোমুখি হয়ে আপনি চিন্তিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে না পড়েন। তিনি কান্না করতেন, যেন আমি-আপনি তাঁর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে অসন্তুষ্টির শিকার না হই এবং শাস্তিযোগ্য জীবনযাপন না করি। তিনি কান্না করতেন আপনার মুক্তির জন্য। তিনি কামনা করতেন, যেন আপনি আপনার মতো করে বসন্ত উদ্‌যাপন করতে পারেন। যেন আপনি আপনার মতো করে সুন্দর ও শান্তির জীবনযাপন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সে কান্নাজড়িত আবেদনের এমন সান্ত্বনাপূর্ণ জবাব দিয়েছেন যে, নবীজির হৃদয়ের সব উৎকণ্ঠা দূর হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তাআলার উত্তর ছিল আশা ও প্রত্যাশায় পূর্ণ। যা তাঁর সব দুঃখ-বেদনা দূর করে দিয়েছিল। তিনি তাঁর মতো করে দয়া ও মহত্ত্বপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, হে জিবরাইল, তুমি মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং তাঁকে বলো,

নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, 'আমি আপনাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করব, আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।' আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন প্রতিশ্রুতি কল্পনা করুন এবং আপনার চিন্তা ও চেতনাকে উন্নত করুন। নিজেকে সুধারণা ও আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ রাখুন, যেন সংশয় ও দুশ্চিন্তার সামান্যটুকুও আপনার ভেতর বাকি না থাকে।

এই প্রতিশ্রুতি আপনার জন্যই, কেননা আপনি নিজেও এই উম্মতেরই একজন। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আপন নেয়ামতে সোভাগ্যশালী করেছেন, যাদেরকে সহযোগিতা করেছেন এবং যাদের চিন্তা-চেতনাকে মহান এ প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে উন্নীত করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

দুঃখের পারদ কমিয়ে নিন, চিন্তার জড়তা ও হৃদয়ের সংকোচ দূর করে ফেলুন। দুশ্চিন্তার ঘোর থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। আপনার আগামী দিন হবে আনন্দের, আশা ও প্রত্যাশা পূরণের। কেননা আল্লাহ তাআলা তো বলছেন, 'নিশ্চয়ই' আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

সুতরাং গুনাহ হোক, অপরাধ হোক, ব্যর্থতা হোক বা অকৃতকার্যতা, কখনই হতাশ হবেন না। জীবনে যত চড়াই-উতরাই আসুক, জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা সবকিছু সমাধানের ক্ষমতা রাখেন। তিনি সবকিছু দেবেন। তিনি অঙ্গীকার করলে তা কখনো ভঙ্গ করবেন না। তিনি বলেছেন, নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না;

আপনার প্রতিপালকের সঙ্গে আপনি সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন। তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা নয়, সুধারণা রাখুন। অন্তরে সংশয় ও শাস্তির ভয় কম রাখুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের প্রতীক্ষায় বাকি জীবন কাটানোর সংকল্প করুন। স্মরণ করুন, আল্লাহ তাআলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ) আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করে দেবো, আপনাকে অসন্তুষ্ট করব না।

আপনার অজু, আপনার নামাজ

হিসাব করে দেখুন তো, জীবনে আপনি কতবার গুরুত্বহীনভাবে অজু করেছেন? আপনি অজু করেছেন, যেমন সাধারণ আরও ১০ জন লোক অজু করে। জীবনে কখনই অজুর প্রভাব ও প্রতিদানের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেননি। তাই, এ অজু আপনার হৃদয়ে আনন্দের দোলা দিতে পারেনি।

কিন্তু কেমন হয়, যদি অজু করার সময় আপনি সেই মর্মস্পর্শী দৃশ্যটি স্মরণ করেন, যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। তিনি বলেন,

> কোনো মুসলিম কিংবা মুমিন অজুর সময় যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন তার চোখের গুনাহ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। আর যখন সে দুটি হাত ধৌত করে, তখন তার দু-হাত দিয়ে সে যত গুণাহ করেছে — সেসব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এরপর যখন সে পা-দুটি ধৌত করে, তখন তার দুপা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে যত গুণাহ সে করেছে — সেসব গুনাহ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এভাবে সে যাবতীয় গুনাহ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৪৬৫]

কেবল আপনার অজুর দ্বারা সব গুনাহ ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে যায়। আপনার অজু আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সব গুনাহ ঝেড়ে ফেলে দেয়। গুনাহের যে বোঝা আপনাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, অজু তা থেকে আপনাকে ভারমুক্ত করে। মাত্র কয়েক মিনিট সময় নিয়ে অজু আপনাকে ভেতর ও বাহির থেকে পরিষ্কার করে দেয়। আপনার পিঠে কোনো গুনাহের বোঝাই অবশিষ্ট রাখে না।

আপনি যখন অজু করতে গিয়েছেন সে সময় থেকে অজু শেষ করে উঠে

আসার মধ্যবর্তী কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার সব গুনাহ ধুয়ে-মুছে শেষ হয়ে গেছে। যে পাপ আপনার মনকে ব্যাকুল করে রেখেছিল, তা মুহূর্তেই দূর হয়ে গেছে। যা ভেবে আপনি নিরাশ হয়ে পড়তেন, আপনার দেহ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠত, এই অজু আপনাকে সবকিছু থেকে এমনভাবে মুক্ত করে দেয় যেন আপনার জীবনে কোনো গুনাহই ছিল না।

আপনার জীবনকে আনন্দপূর্ণ করতে মাত্র কয়েক মিনিটই যথেষ্ট। যার বিনিময়ে আপনার জন্য উভয় জগতে প্রতিদান নির্ধারণ হয়ে যায়। আপনার পূর্বসূরি পুণ্যবান আলেমগণ এ বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তারা অজুকে খুবই গুরুত্ব দিতেন এবং এই ভাগ্য অর্জনে সাধনা করতেন। এমনকি তারা যখন অজু করতেন তখন পূর্ণ একাগ্রতার সঙ্গে আন্তরিকভাবে অজুর প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতেন এবং এটাকে তারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার আদেশের সম্মান করা মনে করতেন। এভাবে অজু করাকেই তারা আবশ্যক মনে করতেন। এর মাধ্যমেই তারা আল্লাহর আদেশ ও তাঁর শরিয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন।

অজুর এই দৃশ্যটির পর আসুন নামাজের ওই দৃশ্যটি দেখি, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দৃশ্যে আমাদের জন্য আনন্দ ও প্রত্যাশার কথা বর্ণনা করেছেন।

একজন লোক নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অপরাধ করে ফেলেছি, আপনি আমাকে শাস্তি দিন। ঠিক তখন নামাজের সময় হলো এবং লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে নামাজ আদায় করল। নামাজ আদায় হয়ে গেলে লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি অপরাধ করে ফেলেছি, আপনি কুরআনের বিধানানুযায়ী আমাকে শাস্তি দিন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

> 'তুমি কি আমাদের সঙ্গে নামাজ আদায় করেছ?' লোকটি বলল, 'হ্যাঁ।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।'
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৬৮৯৯]

'তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে', রাসুলের এ কথার অর্থ হলো, তোমার জীবনে আর কোনো গুনাহ নেই। তোমার আমলনামা থেকে সব গুনাহ মুছে গিয়েছে, তোমার হৃদয় ও অনুভূতি থেকে পাপের ধুলো দূর হয়ে গিয়েছে।

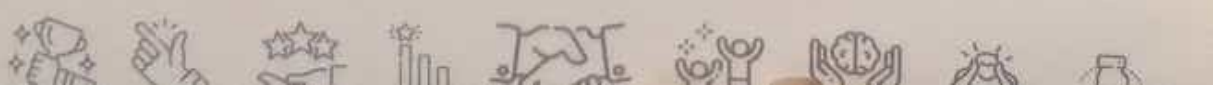

এখন তোমার জীবনে পাপের কোনো বোঝা নেই, কোনো ময়লা নেই এবং পাপের কোনো চিহ্নও নেই। তুমি আবার জীবনের সেই অধ্যায়ে ফিরে গিয়েছ ইবাদতের সময় যেমন পবিত্র ছিলে, এই নামাজের পর আবার তুমি পূর্বের ন্যায় পবিত্র হয়ে গিয়েছ।

'তোমাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে', কোনো গুনাহই আর বাকি নেই। যে দুশ্চিন্তা তোমাকে ঘিরে নিয়েছিল, যে অস্থিরতা তোমার হৃদয়কে তাড়া করছিল, যে দুঃখ এবং দুর্দশা তোমার অনুভূতিকে জড়িয়ে ধরছিল, সবকিছুই তোমার এ নামাজের মাধ্যমে আনন্দে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। তোমার জীবন থেকে পাপ এবং পাপের যাবতীয় চিহ্ন মুছে গিয়েছে। তোমার জীবনে এখন শুধু আনন্দ আর আনন্দ।

নামাজ শুধু একটি আমল নয়, যে আপনি শুধু আদায় করলেন আর আপনার ওপর নামাজের যে দায়িত্ব ছিল তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। বরং এই নামাজই আপনার গুনাহের বোঝা হালকা করে দেয় এবং আপনার অন্তরের ময়লা দূর করে দেয়, আপনার পাপরাশি মিটিয়ে দেয় এবং আপনাকে পুণ্যময় এক নতুন জীবনে ফিরিয়ে আনে।

আমরা যদি অজু ও নামাজের এসব প্রভাব ও প্রতিদানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারি, যদি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে ইবাদতগুলো করতে পারি এবং বিশ্বাস রাখি, এখানে আমাদের জন্য রয়েছে সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশা, যা আমাদেরকে নিয়ে যেতে পারে জীবনবসন্তের বিস্তৃত অঙ্গনে এবং আমাদের হৃদয়ে দিয়ে যেতে পারে আনন্দের অনুভূতি এবং স্থায়ীভাবে আমাদের মনকে প্রফুল্ল করে তুলতে পারে। তাহলে কিন্তু বিষয়টা বেশ উপভোগ্যই হবে!

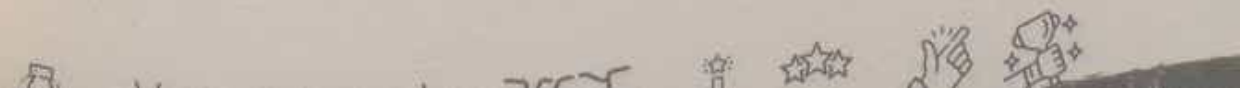

আল্লাহ দিনের অপরাধ রাতেই ক্ষমা করে দেন

যদি মনের ভেতর আপনার অন্যায়, গুনাহ ও নিষিদ্ধ কাজের দৃশ্য ভেসে ওঠে, তখনই স্মরণ করুন, আপনার প্রতিপালক রাতে দিনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং দিনে রাতের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

আমাদের তওবা কবুল করার জন্য আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কোনো সময় নেই এবং নির্ধারিত কোনো মুহূর্তও নেই যা আমাদের খুঁজে নিতে হবে, এমন কোনো জায়গাও নির্দিষ্ট নেই যেখানে তওবার ঘোষণা দেওয়ার জন্য আমাদের যেতে হবে। বরং প্রতিটি মুহূর্তে, দিনে-রাতে, ফজর-জোহর কিংবা আসর-মাগরিব; ঠিক তেমনই রাতেরও প্রতিটি প্রহরে আল্লাহ তাআলা বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কোনো সময় বা জায়গার পার্থক্য করেন না।

সুতরাং যখনই কোনো অন্যায় করবেন সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিকভাবে আল্লাহর অভিমুখী হয়ে পড়ুন। আপনি তাঁর দিকে ফিরে এসেছেন, গুনাহ থেকে পবিত্র হতে চাচ্ছেন, আর কখনো এমন কাজ করবেন না, তাঁর কাছে সেই অঙ্গীকার করুন। দেখবেন, অবশ্যই আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনার জীবনে সফলতা এনে দেবেন এবং আপনাকে একজন খাঁটি মুমিন হিসাবে কবুল করে নেবেন।

হায়! যদি আপনাকে বলা হতো, দিনের অপরাধ শুধু রাতের অন্ধকারেই ক্ষমা করা হবে, রাতের অপরাধ ক্ষমা করা হবে শুধু দিনের আলোয়, অথবা সপ্তাহের শুরুর গুনাহ ক্ষমা করা হবে সপ্তাহের শেষে, অথবা ক্ষমা পেতে হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে পূর্ণ এক মাস, তাহলে কী অবস্থা হতো! এই সময়ের মাঝে যদি আপনার জীবনসূর্য ডুবে যেত, তাহলে কী পরিণতি হতো আপনার?

তখন রাত ও দিনের মাঝে সপ্তাহের শুরু ও শেষ, মাসের শুরু ও শেষ, এসবের সঙ্গে ঝুলে থাকত আপনার পাপমুক্তির ঘোষণা। তখন ক্ষমা পেতে হলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হতো পূর্ণ এক সপ্তাহ, পূর্ণ এক মাস এবং পূর্ণ এক বছর। এবার ভাবুন, তখন কত দুশ্চিন্তা ও সংশয় আপনাকে যন্ত্রণায় পোড়াত এবং প্রতিমুহূর্তেই আপনার মনে হতো যে, ক্ষমাপ্রাপ্তির আগেই বুঝি মৃত্যু এসে যাবে। গুনাহ মাফের স্বীকৃতি পাওয়ার পূর্বেই বুঝি আপনাকে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যদি আপনি বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে পারেন, তাহলে এই হাদিসটি আপনার হৃদয় ও অনুভূতিতে অবশ্যই বিশেষ স্থান দখল করে নেবে। যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর দয়ার হাত বাড়িয়ে দেন, যেন দিনের অপরাধী তাঁর নিকট তওবা করতে পারে। এমনইভাবে দিনে তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, যেন রাতের অপরাধী তাঁর নিকট তওবা করে নিতে পারে...।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৬৮৮২]

এই হাদিস থেকে স্পষ্ট হয়, ইসলামে অন্যায় ও তওবার মধ্যে কোনো সময়ের বাধা নেই। গুনাহ ও গুনাহ মাফের আনন্দ; অপরাধ করা ও তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যও কোনো সময়ের আড়াল নেই। ঠিক যে মুহূর্তে ব্যক্তি অন্যায় করে নিজেকে বঞ্চিত অনুভব করছে, তখনই তা থেকে উঠে এসে ক্ষমাপ্রাপ্তির আনন্দ নিয়ে, পবিত্র এক জীবন লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।

সুতরাং আপনার অন্যায় যেন আপনার অন্তরের প্রশান্তি কেড়ে না নেয়। আপনার আত্মবিশ্বাস, প্রত্যাশা ও সুধারণা নষ্ট না করে। আপনি যা করেছেন, তা প্রতিটি মানুষেরই স্বভাবজাত প্রবৃত্তির ফলাফল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'প্রতিটি মানুষই অন্যায়কারী।' সুতরাং যখন আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার ক্ষমাপ্রাপ্তির ভরসা ও আশা নিয়ে ফিরে আসবেন, তখন আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমার চাদরে ঢেকে দেবেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

> এবং তারা সেসব লোক, যারা কখনো কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে বা (অন্য কোনোভাবে) নিজেদের প্রতি জুলুম করলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহকে

স্মরণ করে এবং তার ফলে নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে, আর আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেই-বা আছে, যে গুনাহ ক্ষমা করতে পারে? আর তারা জেনেশুনে তাদের কৃতকর্মে অবিচল থাকে না। তারাই সেই লোক, যাদের পুরস্কার হচ্ছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মাগফেরাত এবং সেই উদ্যানসমূহ যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তা কতই-না উত্তম প্রতিদান, যা কর্ম সম্পাদনকারীগণ লাভ করবে। [সুরা আলে ইমরান, ১৩৫-১৩৬]

যারা পাপের জীবন থেকে ফিরে এসেছে, আল্লাহ তাদের ওপর ক্ষমার নেয়ামত ঢেলে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য নতুনভাবে তাঁর নেয়ামতের ঝরনাধারা প্রবাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'তারাই সেই লোক, যাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মাগফেরাত এবং সেই উদ্যানসমূহ যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা স্থায়ী জীবন লাভ করবে। তা কতই-না উত্তম প্রতিদান, যা কর্ম সম্পাদনকারীগণ লাভ করবে।'

মৃত্যুর মুহূর্তেও আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন

সাধারণত বিদায়ের মুহূর্তগুলো হয় দুঃখ, ভীতি ও অস্থিরতাপূর্ণ। অধিকাংশ মৃত্যুর ঘটনাই ঘটে এমনভাবে যে, মৃত ব্যক্তি তার পরিণতি, ইহকাল ত্যাগ করার অবস্থা, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সাক্ষাতের এবং পরকালে হিসাব গ্রহণের মুহূর্তের প্রস্তুতি সম্পর্কে অজ্ঞই থাকে। সেই রাত, যে রাতে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন, পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন, আপনার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং আপনার হিসাব শুরু হবে; সেই মুহূর্তের স্মরণ করিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে বলছেন, আপনি যেন বুকভরা আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে আপনার প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিপালকের প্রতি সুধারণা করা ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে।'[*সহিহ মুসলিম*, ৭৪১২]

আপনার প্রতিপালকের প্রতি আপনার খারাপ ধারণার একটি উদাহরণ হলো, মৃত্যুর সময় আপনি ভয়, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা অনুভব করবেন। আপনার হৃদয় অস্থিরতায় ভেঙে পড়তে চাইবে। পার্থিব হাজারো স্বপ্ন পূরণ না হওয়ার যন্ত্রণায় পুড়তে পুড়তে আপনি পৃথিবীকে বিদায় জানাবেন।

কিন্তু কেমন হয় যদি মানুষ তার মৃত্যুর সময় আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি স্মরণ রাখে?

> আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। [সুরা আরাফ, ১৫৬]

'প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত', এমন নয় যে, কোনোটাকে তাঁর দয়া বেষ্টন করেছে, আর কোনোটাকে করেনি। বরং কুফর, রিদ্দাহ (ধর্মত্যাগ), বিদআত, কবিরা গুনাহ বা সাধারণ অবাধ্যতা সবকিছুকেই তাঁর দয়া বেষ্টন করে রেখেছে। সুতরাং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে এর সবটাই অতীত। কেবল শেষ সময়ে যে নিষ্ঠা দেখিয়েছে, যে তওবা করেছে এবং সত্যের পথে ফিরে এসেছে, আল্লাহ তাদেরকে আশ্বস্ত করে বলেন, আমার দয়া সে তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত।

কেমন হয়, যদি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কেউ মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত এই হাদিসটি স্মরণ করে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.-কে বলেন,

> যদি কোনো বান্দা দৃঢ়বিশ্বাসের সঙ্গে এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসুল, তবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৫৪]

আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> আল্লাহ তাআলা তো এমন ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।
>
> [*সহিহ বুখারি*, ৪২৫]

আবু আইয়ুব আনসারি রা. বর্ণনা করেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

> যদি তোমরা গুনাহ না করো, তাহলে আল্লাহ তাআলা এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন যারা গুনাহ করবে, তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে, আর আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। [*সহিহ মুসলিম*, ২৭৪৮]

আবু মুসা আশআরি রা. বর্ণনা করেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মুসলিমের নিকট একজন খ্রিষ্টান বা ইহুদিকে দিয়ে বলবেন, এ হচ্ছে তোমার জন্য জাহান্নামের অগ্নি হতে মুক্তিপণ।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৬৯০৪]

অন্য এক বর্ণনায় আবু মুসা আশআরি রা. থেকেই বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> কিছু মুসলিম পাহাড়সম গুনাহ নিয়ে কেয়ামতের মাঠে আসবে আর আল্লাহ তাআলা তাদের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। [*সহিহ মুসলিম*, ৬৯০৭]

মৃত্যুর দুশ্চিন্তা অনেকের সুখ-শান্তিকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। কত মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে হৃদয়ে অস্থিরতা ও ভীতির অনুভূতি নিয়ে। আল্লাহ তাআলার দয়া থেকে নিরাশ

হয়ে তারা হতাশার সাগরে ডুবে গিয়েছে। কিন্তু তারা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে কুরআনের আয়াতটি পড়ত এবং বিবেক দিয়ে তা বোঝার চেষ্টা করত, তাহলে তাদের জীবন হতো তাদের স্বপ্নের মতো সুন্দর।

দুশ্চিন্তা যদি আপনাকে অস্থির করে তোলে, হতাশা যদি আপনাকে দংশন করতে থাকে এবং দুঃখদুর্দশা যদি আপনার ওপর চেপে বসে, তাহলে উল্লিখিত কুরআন ও হাদিসের বাণীগুলো পড়ে আশা ও প্রত্যাশার জানালা খুলে দিন। যেন আপনি দেখতে পারেন আনন্দের সেই বিস্তৃত অঙ্গন, যার প্রয়োজন আপনি অনুভব করছেন এবং সেই সুখানুভূতি, যা দুঃখদুর্দশার সময় আপনি চেয়েছেন।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ শরিয়তের প্রতি যদি মানুষ গভীরভাবে লক্ষ করে, তাহলে তারা দেখতে পাবে যে, তাদের প্রতি আল্লাহ বেশ কিছু দায়িত্ব দিয়েছেন। যেমন তাদের ওপর একজন মুসলিম ভাইয়ের অধিকার রক্ষা করা আবশ্যক করেছেন। যার কারণে তারা একজন মুসলিমের জানাজা আদায় করে, যেন এর মাধ্যমে সাওয়াব লাভ হয়। যেন কেয়ামতের দিন পুণ্যবান মৃতরা আল্লাহ তাআলার সামনে তার জন্য সুপারিশ করে এবং এর মাধ্যমে সে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> কোনো মুসলিম মারা গেলে তার জানাজায় যদি এমন ৪০ জন দাঁড়িয়ে যায়, যারা আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক করে না, তবে মহান আল্লাহ তার অনুকূলে তাদের সুপারিশ কবুল করেন। [*সহিহ মুসলিম*, ২০৮৮]

তারপর যখন কবরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, পথে থাকতেই সে বিভিন্ন সুসংবাদ শুনতে থাকে। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> যখন তাকে জানাজার খাটে রাখা হয় এবং লোকেরা তা কাঁধে বহন করে নেয়, তখন সে সৎ হলে বলতে থাকে, আমাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে নিয়ে যাও। [*সহিহ বুখারি*, ১৩১৪]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

> অপরদিকে যারা বলেছে, আমাদের রব আল্লাহ; তারপর তারা অবিচল থেকেছে, নিশ্চয় তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে (এবং বলবে) যে, তোমরা কোনো ভয় করো না এবং কোনো কিছুর জন্য চিন্তিত হয়ো না আর আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো। [সুরা হা-মিম সাজদা, ৩০]

আল্লাহ তাআলার এই বাণীটি লক্ষ করুন, এর মর্ম গভীরভাবে অনুভব করুন; হৃদয় ও আবেগ দিয়ে বাণীটি চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে লক্ষ করেই বলছেন, আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো।

আপনি মুমিন হলে মৃত্যুর সময় যে আনন্দ আপনাকে ঘিরে নেবে, তার কল্পনা করুন। দেখুন, আপনার পরকাল আপনার কল্পনার চেয়েও সুন্দর! আল্লাহ তাআলা আপনাকে লক্ষ করেই বলছেন, আনন্দিত হয়ে যাও সেই জান্নাতের জন্য, যার ওয়াদা তোমাদের দেওয়া হতো।

মৃত্যুর সময় যে আনন্দ আপনাকে ঘিরে নেবে, তার কল্পনা করুন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর এক ঘোষণাকারী আসমানে ঘোষণা দেবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে, অতএব তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এরপর তার কাছে জান্নাতের সুঘ্রাণ ও সুগন্ধি আসতে থাকবে, তার জন্য দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, তার নিকট সুদর্শন চেহারা, সুন্দর পোশাক ও সুঘ্রাণ-সহ এক ব্যক্তি আসবে। বলবে, সুসংবাদ গ্রহণ করো যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে তার, এটাই তোমার সেই দিন যার ওয়াদা তোমাকে দেওয়া হতো। সে তাকে বলবে, তুমি কে, তোমার এমন চেহারা যে শুধু কল্যাণই নিয়ে আসে? সে জবাবে বলবে, আমি তোমার নেক আমল।

[*আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৮৫৩৪]

মৃত্যুর পর যখন আপনি আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়াবেন, তখন তিনি আপনাকে তার নিকটবর্তী করে নেবেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

> কেয়ামতের দিন মুমিন ব্যক্তিকে তার প্রভুর নিকটবর্তী করা হবে। এত নিকটবর্তী করা হবে যে আল্লাহ তার ওপর একটা বাহু রাখবেন এবং তার গুনাহের ব্যাপারে তার থেকে জবানবন্দি নেবেন। তিনি প্রশ্ন করবেন, তুমি তোমার গুনাহ সম্পর্কে জানো কি? সে বলবে, হে প্রভু, আমি জানি। এরপর তিনি বলবেন, তোমার এ গুনাহ দুনিয়ায় আমি গোপন রেখেছিলাম। আজ তোমার এ গুনাহগুলোকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। এই বলে তার নেকির আমলনামা তার কাছে দিয়ে দেওয়া হবে।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৬৯০৮]

আপনি মুমিন হলে মৃত্যুর পর আপনার খুশি, আনন্দ, অভিনন্দন ও প্রত্যাশার দৃশ্যগুলো আপনাকে এমনভাবে ঢেকে নেবে যে, আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের সময়, সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্ত এবং যে সময় আপনার পরিবার ও প্রিয়জনেরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে, এ সবকিছু ভুলে যাবেন। আর সর্বশেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তাকে যা বলবেন সেটা যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনার অবস্থা কী হবে? আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, যাও, জান্নাতে প্রবেশ করো, তোমার জন্য দুনিয়া ও তার তিনগুণ সমান জান্নাত বরাদ্দ।

আল্লাহ পরম করুণাময়

তিনি বান্দাদের ভালোবাসেন। বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন। রিজিক দান করেন। কল্যাণের পথ দেখান এবং এ পথে চলতে সহযোগিতা করেন। বান্দাকে হেদায়েত দান করেন এবং তাওফিক দিয়ে হেদায়েতের ওপর অবিচল থাকতে সাহায্য করেন। কঠিন কোনো কিছুই তিনি বান্দার ওপর চাপিয়ে দেন না।

বান্দারা তাঁর বিধিবিধান পালন করতে গিয়ে কত ভুলত্রুটি করে। কিন্তু তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। কতভাবে তারা আল্লাহকে কষ্ট দেয়, তারপরও তিনি তাদের সহযোগিতা করেন এবং রিজিক দান করেন। তারা আল্লাহর সঙ্গে শরিক করে, কিন্তু তিনি তাদের নতুন করে ফিরে আসার সুযোগ দেন এবং ক্ষমা চাইলে খুব সহজেই তাদের ক্ষমা করে দেন।

কত মানুষ দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছে গুনাহের অন্ধকারে। অবশেষে আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তাকে সম্মানিত জীবন দান করেছেন।

কল্যাণের প্রত্যাশা বুকে নিয়ে কত মানুষের দীর্ঘ জীবন কেটে গিয়েছে, কেটে গিয়েছে সফলতার স্বপ্ন দেখে ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভের প্রত্যাশায়। অবশেষে

সেই স্বপ্ন তার কাছে ধরা দিয়েছে। সেই আনন্দ তার দীর্ঘদিনের দুঃখকে ঢেকে দিয়েছে এবং সে দেখা পেয়েছে সীমাহীন আনন্দের।

আল্লাহ তাআলা করুণা করেছেন নবী ইউসুফ আ.-এর ওপর। তাকে কূপ ও কারাগার থেকে বের করে এনে সিংহাসনে বসিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> তারপর তারা সকলে যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলো এবং সকলকে বলল, আপনারা সকলে মিশরে প্রবেশ করুন, ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে স্বস্তিতে থাকবেন। সে তার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসাল আর তারা সকলে তার সামনে সেজদায় পড়ে গেল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, পিতাজি, এই হলো আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে পল্লি থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ ইতিপূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনর্থ সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সুব্যবস্থা করেন। নিশ্চয় তিনিই সেই সত্তা, যার জ্ঞানও পরিপূর্ণ, হিকমতও পরিপূর্ণ।
>
> [সুরা ইউসুফ, ৯৯-১০০]

তিনি করুণা করেছেন নবী মুসা আ.-এর প্রতিও। জন্মের সময়, কিবতি বংশীয় জনৈক ব্যক্তিকে হত্যার ঘটনায়, এভাবে একের পর এক বিপদের সময়। এমনকি তার প্রাণের শত্রুর কবল থেকে তিনিই তাকে উদ্ধার করেছেন। জীবনের বড় বড় বিপদ ও সংকট থেকে তিনিই তাকে বের করে এনেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার সঙ্গীগণ বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব। মুসা বলল, কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। সুতরাং আমি মুসার কাছে ওহি পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে সাগর বিদীর্ণ হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেল।
>
> [সুরা শুআরা, ৬১-৬৩]

তিনি করুণা করেছেন নবী ইবরাহিম আ.-এর ওপর। লেলিহান অগ্নিকে তার জন্য শান্তিদায়ক শীতল করে দিয়েছেন এবং তাকে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে এনেছেন। পবিত্র কুরআনে সে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে,

তারা (একে অন্যকে) বলতে লাগল, তোমরা তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দাও এবং নিজেদের দেবতাদের সাহায্য করো, যদি তোমাদের কিছু করার থাকে। (সুতরাং তারা ইবরাহিমকে আগুনে নিক্ষেপ করল) এবং আমি বললাম, হে আগুন, ঠাণ্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহিমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও। তারা ইবরাহিমের বিরুদ্ধে এক দুরভিসন্ধি আঁটল, কিন্তু আমি তাদেরকেই করলাম মহাক্ষতিগ্রস্ত।

[সুরা আম্বিয়া, ৬৮-৭০]

তিনি করুণা করেছেন নবী ইউনুস আ.-এর ওপর। তিনি সমুদ্রের তলদেশে মাছের পেট থেকে ইউনুস আ.-কে বের করে এনেছেন। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

এবং স্মরণ করুন, যুননুন[২]-এর কথা (ইউনুস আ.), যখন সে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয় আমি অপরাধী। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিলাম। এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি।

[সুরা আম্বিয়া, ৮৭-৮৮]

তিনি করুণা করেছেন নবী আইয়ুব আ.-এর ওপর, যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কুরআনে তার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে,

এবং আইয়ুবকে দেখো, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার এই কষ্ট দেখা দিয়েছে এবং তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং সে যে কষ্টে আক্রান্ত ছিল তা দূর করে দিলাম। আর তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম এবং তাদের সমপরিমাণ আরও, যেন আমার পক্ষ থেকে করুণার প্রকাশ ঘটে এবং ইবাদতকারীদের লাভ হয় স্মরণীয় শিক্ষা।

[সুরা আম্বিয়া, ৮৩-৮৪]

---

(২). যুননুন শব্দের অর্থ মাছের অধিকারী বা মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-সম্পাদক

তিনি করুণা করেছেন নবী জাকারিয়া আ.-এর ওপর। কুরআনে সে বর্ণনা আছে,

> এবং জাকারিয়াকে দেখো, যখন সে নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল, হে আমার রব, আমাকে একা রেখো না, আর তুমিই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। সুতরাং আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে ইয়াহইয়া (-এর মতো পুত্র) দান করলাম। আর তার জন্য তার স্ত্রীকে ভালো করে দিলাম। নিশ্চয় তারা সৎকাজে গতিশীলতা প্রদর্শন করত এবং আশা ও ভীতির সঙ্গে আমাকে ডাকত আর তাদের অন্তর ছিল আমার সামনে বিনীত। [সুরা আম্বিয়া, ৮৯-৯০]

আল্লাহ তাআলা সর্বকালেই তাঁর নিকটবর্তী বান্দাদের বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানে ভূষিত করেছেন। যে ঘটনাগুলো বিমোহিত করে খোদাভীরুদেরকে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত যা তাদের হৃদয় ও আত্মায় আনন্দ ও ভালো লাগার অনুভূতি দিয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> আল্লাহ নিজ বান্দাদের প্রতি অতি দয়ালু। [সুরা শুরা, ১৯]

উল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় করুণা সম্পর্কিত যে ঘটনাগুলো আপনি পাঠ করেছেন, সেই করুণা কেবল পূর্ববর্তী নবী-রাসুল ও আউলিয়াদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা কেয়ামত পর্যন্ত সব মুমিন বান্দার জীবনেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আর আমি-আপনি সবাই ইনশাআল্লাহ এই মুমিনদেরই অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং বর্তমানের বিপদের কারণে অস্থির হবেন না। জীবনের পরতে পরতে যে বাধাবিপত্তি লেগে আছে, তা দেখে হতাশ হবেন না। আপনার জীবনে যে দুর্ঘটনা দেখা দিয়েছে, তার কারণে নিরাশ হবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু। সহস্রজনের জীবনে যে করুণা তিনি করেছেন, সে করুণা তিনি আপনার জীবনেও করবেন। কোনো পার্থক্য করবেন না।

মেঘের কোলে রোদ হাসে

একবার এক লোক বলল, আমি ছিলাম আমার পিতার অবাধ্য, বিভিন্ন অপরাধে জড়িত এবং ভ্রান্ত। দীর্ঘদিন এভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিলাম। সুইমিংপুলে ঝাঁপ দিতে গিয়ে মাথায় দেয়ালের সাঙ্গে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। সেই আঘাতের কারণে প্যারালাইসিস হয়ে আমি বিছানায় পড়ে গেলাম। এভাবে দীর্ঘদিন কেটে গেল, আমি বিছানায় পড়ে আছি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা আমাকে নতুন জীবন দান করলেন। তিনি আমাকে উঠে দাঁড়ানোর সক্ষমতা দিলেন। মনে হলো, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি আনন্দ অনুভব করলাম। তখন আমি নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলাম, যদি এই সীমালঙ্ঘনের অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যেত, যদি এই পথভ্রষ্ট অবস্থায়ই আমি পৃথিবী ত্যাগ করতাম, তাহলে হাশরে আমার কী হতো?

যে সুখ ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশায় জীবনভর অপেক্ষা করেছি, সেটা ওই বিপদের মাঝেই লুকিয়ে ছিল, যে বিপদে আমি পড়েছিলাম। ওই কষ্টের মাঝে, যে কষ্ট আমাকে পীড়িত করেছিল। ওই দুর্ঘটনার মাঝে যে দুর্ঘটনা আমাকে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছিল। আমার পঙ্গুত্ব দেখে তুমি আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি দিচ্ছ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, করুণার দৃষ্টি তুমি আমার দিকে নয়; বরং আমি তোমার দিকে দিচ্ছি। কারণ এই দুর্ঘটনা আমাকে আমার সত্যিকারের জীবনের সন্ধান দিয়েছে। যে জীবনের খোঁজ তুমি এখনো পাওনি।

হে বন্ধু, হঠাৎ বিপদই আমাকে আনন্দের চাদরে ঢেকে দিয়েছে, আমার মাঝে এনে দিয়েছে প্রকৃত জীবনের অনুভূতি।

কোনো সফল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি আপনাকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর কথা জানায়, তাহলে আপনার অনুভূতি কেমন হবে! আল্লাহ তাআলা বলেন,

প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

[সুরা ইনশিরাহ, ৫-৬]

যদি কেউ আপনাকে বলে, কুরআনের এই আয়াত-দুটি কেবলই বান্দাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নয়; বরং এ ঘটনা তার জীবনে বাস্তব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। তাহলে আপনার কেমন লাগবে?

যদি দেখেন কোনো লেখক অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে বিষয়টিকে তার বইয়ে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। তাহলে সেই মুহূর্তে আপনার অনুভূতি কেমন হবে?

আমাকে বলুন, আপনি তখন কী করবেন? সেই সময়টা আপনি কীভাবে উদ্‌যাপন করবেন? আপনি এর জন্য কতটা সময় ব্যয় করবেন এবং এ কথার সৌন্দর্য আপনাকে কতখানি মুগ্ধ করবে? আপনি কি জীবনের সবগুলো মজলিসে এবং বন্ধুদের আড্ডায় এই মুহূর্তটির আলোচনা করবেন না?

ভেবে দেখুন, এই মূলনীতি আপনাকে রক্তেমাংসে গড়া কোনো সফল ব্যক্তি বলেনি। কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তিও আপনাকে এর সংবাদ দেয়নি। বরং মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এই কথা বলছেন, যিনি সর্বজ্ঞ সর্বদ্রষ্টা।

কুরআনে বর্ণিত এ বাস্তব মূলনীতি আমাকে ও আপনাকে বলছে, জীবনে যদি কোনো কষ্টের মুখোমুখি হন, চলার পথে বাধাগ্রস্ত হন, প্রচণ্ড ঝড়ের সময় যদি আপনার ঘর ভেঙে পড়ে এবং আপনার জীবন এবং অনুভূতিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, কোনো কিছুতেই অস্থির হবেন না, ভেঙে পড়বেন না এবং হতাশ হবেন না। কেননা আজকে আপনার দিন খারাপ যাচ্ছে মানেই, সামনে আপনার জন্য স্বস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।'

আপনার জীবনে যে বিপদ এসেছে, তা অবশ্যই পূর্বাপর দুটি স্বস্তি ও সুসংবাদের সঙ্গে জড়িত থাকে। একটি আগে ও একটি পরে। তাই একটি বিপদের ক্ষমতা নেই দুটি স্বস্তিকে পরাজিত করার।

যখন আপনার সন্তান বিপদে পড়ে। আপনার মাতাপিতা কেউ একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে বা আপনি নিজেই বিপদে পড়েন, পথে কোনো বিপত্তি দেখা দেয় বা কোনো কারণে জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, তখনই মনে করবেন আপনার জন্য আনন্দের সংবাদ অপেক্ষা করছে। অচিরেই আপনি আপনার প্রত্যাশিত কিছু লাভ করবেন, জীবনের সফলতা আপনাকে জড়িয়ে ধরবে। কেননা আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

আল্লাহর নবী ইবরাহিম আ.-কে যখন আগুনে ফেলা হয়েছিল, তখন তার সামনেও সেই স্বস্তি প্রকাশ পেয়েছিল। আল্লাহ তাআলা আগুনকে বললেন,

হে আগুন, ঠান্ডা হয়ে যাও এবং ইবরাহিমের জন্য শান্তিদায়ক হয়ে যাও।

[সুরা আম্বিয়া, ৬৯]

আল্লাহর নবী মুসা আ. ও তার বাহিনীকে ফেরাউন ও তার বাহিনী ধাওয়া করার পর যখন তিনি লোহিত সাগরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, চারদিক থেকে পরিস্থিতি জটিল হতে থাকল। ঠিক তখনই আসমান থেকে নেমে এলো স্বস্তি। পবিত্র কুরআনে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

তারপর যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখতে পেল, তখন মুসার অনুসারীরা বলল, এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব। মুসা বলল, কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। সুতরাং আমি মুসার কাছে ওহি পাঠালাম, তুমি তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো। ফলে সাগর বিদীর্ণ হলো এবং প্রত্যেক ভাগ বড় পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে গেল। [সুরা শুআরা, ৬১-৬৩]

মুসা আ.-এর মা যখন ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হলেন, ফেরাউনের বাহিনী তার থেকে তার কলিজার টুকরা সন্তানকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তখন আসমান থেকে স্বস্তির বার্তা নেমে এলো।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

আমি মুসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো। যখন তার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীকে ফেলে দিয়ো। আর ভয় পেয়ো না ও দুঃখ করো না। বিশ্বাস রেখো, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলগণের মধ্য হতে একজন রাসুল বানিয়ে দেবো। [সুরা কাসাস, ৭]

আল্লাহর নবী ইউসুফ আ. কি জানতেন, কূপের মধ্যে দুর্বিষহ জীবন যাপনের পরই রয়েছে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার মতো মহাসম্মান?

আল্লাহর নবী মুসা আ. কি জানতেন, কিবতি বংশীয় এক ব্যক্তির হত্যার ঘটনা ও ভয়াবহ পরিস্থিতির পরেই আসবে নবুয়তের মতো মহাসুসংবাদ?

আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বুঝতে পেরেছিলেন

যে, হিজরত, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়ন এবং রক্তঝরানো বিপদের পরেই রয়েছে সর্বোচ্চ সম্মান, ঐতিহাসিক জীবন ও আলোকিত সকাল? 'প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তিও থাকে।'

সেই ঘটনাটা কি আপনি ভুলে গিয়েছেন যে, তিনজন ব্যক্তি বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য একটা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল, আর ওপর থেকে একটা পাথর গড়িয়ে এসে গুহার মুখটা বন্ধ করে দিয়েছিল, তখন তাদের জীবনে নেমে এসেছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। তারা ভাবছিল এই বুঝি মৃত্যু তাদেরকে গ্রাস করবে, ঠিক তখনই আল্লাহর সাহায্যে পাথরটা সরে গেল আর তারা আবার নতুন জীবন ফিরে পেল। এখানেও আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রতিফলিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

নবী ইবরাহিম আ.-এর বিপদ ছিল এতটাই ভয়ংকর যে উৎকণ্ঠায় প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। কুরআনে সেই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

> (হে রাসুল) আপনার কাছে কি ইবরাহিমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেনি? যখন তারা ইবরাহিমের কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম, তখন ইবরাহিমও বলল, সালাম (এবং সে মনে মনে চিন্তা করল যে,) তারা তো অপরিচিত লোক। তারপর সে চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটাতাজা বাছুর (ভাজা) নিয়ে এলো। এবং তা সেই অতিথিদের সামনে রাখল এবং বলল, আপনারা খাচ্ছেন না যে? এতে তাদের সম্পর্কে ইবরাহিমের মনে ভয় দেখা দিলো। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তারা তাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিলো যে বড় জ্ঞানী হবে।
>
> [সুরা যারিয়াত, ২৩-২৮]

ভয় যখন হৃদয় ও অনুভূতিকে আড়ষ্ট করে নিয়েছে, উপস্থিত লোকদের আচরণ যখন তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দিয়েছে, বিস্ময় যখন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে, ঠিক তখনই সান্ত্বনার বাণী শোনানো হলো। তারা বলল, ভয় পাবেন না। অতঃপর তাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিলো যে বড় জ্ঞানী হবে।

দুঃখকষ্টের অনুভূতি যখন মারয়াম আ.-এর হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিল, তখনো আল্লাহই তাকে সাহায্য করেছিলেন। কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

> মারয়াম বলল, আমার পুত্র হবে কেমন করে, যখন আমাকে কোনো পুরুষ স্পর্শ করেনি এবং আমি কোনো ব্যভিচারিণী নারীও নই? ফেরেশতা বলল, এভাবেই হবে। তোমার রব বলেছেন, আমার পক্ষে এটা সহজ কাজ। আমি

এটা করব এজন্য যে, তাকে মানুষের জন্য (আমার কুদরতের) এক নিদর্শন বানাব ও আমার নিকট থেকে রহমতের প্রকাশ ঘটাব। এটা সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হয়ে গেছে। অতঃপর এই ঘটল যে, মারয়াম সেই শিশুকে গর্ভে ধারণ করল (এবং যখন জন্মের সময় কাছে এসে গেল) তখন সে তাকে নিয়ে দূরে এক নিভৃত স্থানে চলে গেল। তারপর প্রসববেদনা তাকে একটি খেজুরগাছের কাছে নিয়ে গেল। সে বলতে লাগল, হায়, আমি যদি এর আগেই মারা যেতাম এবং সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যেতাম। তখন ফেরেশতা তার নিচে এক স্থান থেকে তাকে ডাক দিয়ে বলল, তুমি দুঃখ করো না, তোমার প্রতিপালক তোমার নিচে একটি নহর সৃষ্টি করেছেন। এবং খেজুর গাছের ডালকে নিজের দিকে নাড়া দাও, তা থেকে পাকা-তাজা খেজুর তোমার ওপর ঝরে পড়বে। [সুরা মারয়াম, ২০-২৫]

আল্লাহর নবী ইউনুস আ. যখন একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়লেন, ঠিক তখনই মুক্তির বার্তা এলো। নেমে এলো আল্লাহর সাহায্য, ঘনিয়ে এলো আনন্দের সময়। নতুন করে হৃদয়ে জেগে উঠল প্রত্যাশা। পবিত্র কুরআন থেকে ঘটনাটি জানুন,

এবং স্মরণ করুন, যুননুন[৩]-এর কথা (ইউনুস আ.), যখন সে ব্যথিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল, আমি তাকে পাকড়াও করব না। অতঃপর সে অন্ধকার থেকে ডাক দিয়েছিল, (হে আল্লাহ) তুমি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তুমি সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র। নিশ্চয় আমি অপরাধী। তখন আমি তার দোয়া কবুল করলাম এবং তাকে সংকট থেকে মুক্তি দিলাম। এভাবেই আমি ঈমানদারদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি। [সুরা আম্বিয়া, ৮৭-৮৮]

সুতরাং বিশ্বাস রাখুন, অচিরেই আল্লাহ তাআলা আপনার সন্তানকে সুস্থ করে দেবেন। আপনার তওবা কবুল করবেন। আপনার পরিবারের অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করে দেবেন। অল্পদিনেই আপনার বিয়ের ব্যবস্থা করবেন। আপনাকে কল্যাণময় সন্তান দান করবেন। আপনার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করবেন। আপনাকে কারাগার থেকে মুক্ত করবেন। আবার আপনি মুক্ত জীবনে ফিরবেন। নির্বাসিত জীবন শেষ করে মাতৃভূমিতে পুনরায় পা রাখবেন। নতুন করে বুকভরা আশা নিয়ে বসন্তের কোকিল হয়ে আপনি পৃথিবীতে আরও

---

(৩). যুননুন শব্দের অর্থ মাছের অধিকারী বা মাছের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি।—সম্পাদক

বহু কাল বেঁচে থাকবেন। স্মরণ করুন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

কেউ দীর্ঘ ৪০ বছর কারাবাসের পর মুক্ত জীবনে ফিরে এসেছে। তারপর ২০ বছর কেটে গেছে অসুস্থ অবস্থায়, এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করেছেন। কেউ-বা ৩০ বছর শরণার্থী জীবন কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজের দেশে ফিরতে পেরেছেন। এর কোনোটাই অসম্ভব নয়। আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার জন্য সবই সম্ভব। তা ছাড়া একটি কষ্ট কখনো দুটি সুখকে পরাজিত করতে পারে না। তাই তো তিনি বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-কে কারারুদ্ধ করা হলো। চাবুকের আঘাতে পুরো শরীর ক্ষতবিক্ষত করা হলো। এরপরই তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম হিসাবে ভূষিত হলেন। জীবনের সব বিপদ, কারাগারের দুঃসহ স্মৃতি ও প্রহারের যাবতীয় কষ্ট মুছে গেল পরের নেয়ামতে। যখন মনে হয়েছিল, হয়তো আর কখনো আকাশের চাঁদ দেখা হবে না, ঠিক সে সময়ে ফিরে এসেছিল তার প্রকৃত জীবন। এক বর্ণাঢ্য জীবন কাটানোর পর তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

অসংখ্য দরিদ্র পরিবার দীর্ঘদিন ক্ষুধা-অনাহারে জীবন কাটানোর পর একসময় সচ্ছলতার দেখা পেয়েছে। অনেক মানুষ দীর্ঘদিন রোগ-ব্যাধিতে ভুগে জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়ার পরও একসময় তাদের জীবনে সুস্থতার ফুল ফুটেছে। অনেক মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কোনো উপার্জনের মাধ্যম জুটেছে। দশকের পর দশক আল্লাহর দুয়ারে কান্নাকাটি করার পর, কোনো মহিলার হয়তো সন্তান মিলেছে। আশা ছেড়ে দেওয়ার পরও তারা তাদের স্বপ্নের দেখা পেয়েছে। কারণ আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

কষ্টের পর স্বস্তি আপনার যাত্রাপথে, আপনার বিপদের সময়, আপনার অসুস্থতার সময়, কষ্টের সময়ও দেখবেন। এভাবে যে, যাত্রাপথে আপনি নামাজে 'কসর' করার সুযোগ পাবেন, যাত্রাপথে ও অসুস্থতার সময় রোজা না রাখার সুযোগ পাবেন, অনুরূপ অক্ষমতার সময় বদলি হজ ও ওমরার সুযোগ পাবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, প্রকৃতপক্ষে কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে। নিশ্চয় কষ্টের সঙ্গে স্বস্তিও থাকে।

আমাদের ধর্মে প্রতিটি কঠিন মুহূর্তের জন্য একটি সহজ সমাধান আছে। কঠিন সময়ে বা অপারগতায় ব্যক্তির জন্য এমন অনেক বিধান বৈধ হয়, যা অন্য স্বাভাবিক সময়ে অবৈধ ছিল। আর সেটা ফিকহের (ইসলামি আইন শাস্ত্র) এই মূলনীতির ভিত্তিতে যে, 'অপারগতায় বিধানে সহজতা আসে।' সুতরাং আপনার ধর্ম আপনার প্রত্যাশার চেয়েও অনেক সহজ, আপনি যেমন দেখেন তার চেয়েও অনেক সুন্দর। যখনই জীবনে কোথাও সংকীর্ণতা দেখা দেবে, বিশ্বাস রাখুন, অপর কোনো দিক থেকে সেটাই হয়ে উঠবে প্রশস্ত।

যা মন্দ ভাবছেন তা কল্যাণকরও হতে পারে

এক. বদরের যুদ্ধে বের হওয়ার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিরা প্রথমে অসম্মতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই যুদ্ধেই মুসলিম বাহিনী গৌরবমণ্ডিত বিজয় অর্জন করে। মক্কায় যে দীর্ঘ সময় সাহাবিগণ নিপীড়ন ও নির্যাতনে পার করেছেন, সেটার প্রতিশোধ নিলেন এবং কাফেরদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিলেন। পবিত্র কুরআন থেকে সেই বর্ণনাটি দেখুন,

> (গনিমত বণ্টনের) এ বিষয়টি অনেকটা সেই রকম, যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে সত্যের জন্য নিজ ঘর থেকে বের করেছিলেন, অথচ মুমিনদের একটি দলের কাছে এ বিষয়টা অপছন্দ ছিল। সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও তারা তোমার সাথে সে বিষয়ে এমনভাবে বিতর্ক করছে, যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা তা নিজ চোখে

দেখতে পাচ্ছে। সেই সময়কে স্মরণ করো, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে কোনো একটি দল তোমাদের আয়ত্তে আসবে। আর তোমাদের কামনা ছিল, নিষ্কণ্টক দলটি তোমাদের সম্মুখীন হোক। আল্লাহ চাচ্ছিলেন নিজ বিধানাবলি দ্বারা সত্যকে সত্যে পরিণত করে দেখাবেন এবং কাফেরদের মূলোচ্ছেদ করবেন। এভাবে তিনি সত্যকে সত্য ও অসত্যকে অসত্যরূপে প্রমাণ করতে চান, তাতে অপরাধীদের এটা যতই অপছন্দ হোক। [সুরা আনফাল, ৫-৮]

তারা বের হয়েছিল একটি বাণিজ্যকাফেলার পিছু ধাওয়া করতে, যুদ্ধের উদ্দেশ্যে তারা বের হয়নি। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাদের বলেছেন,

এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। [সুরা বাকারা, ২১৬]

তারা তো প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে, এই যাত্রা তাদের জীবনে ঐতিহাসিক মহত্ত্ব, কল্যাণ ও পরিবর্তন নিয়ে আসবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের জীবনে সেটাই বাস্তবায়ন করলেন যেটা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন। আর দান করলেন তাদেরকে এক সুখানুভূতি ও জীবনে এমন সুউচ্চ অবস্থান, যা তারা অপছন্দ করছিল এবং নিরর্থক ভাবছিল। 'এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক।'

আবু সালামা রা.-এর মৃত্যুতে উম্মে সালামা রা. অনেক কষ্ট পেলেন এবং ভাবলেন আবু সালামার মৃত্যুর পর পৃথিবীতে তার জন্য আর কোনো কল্যাণই বাকি রইল না। যখন তাকে বলা হয়েছিল যে, তুমি বলো, হে আল্লাহ, আপনি আমার এ বিপদের প্রতিদান দিন এবং আমাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। তখন তিনি বলেছিলেন, আবু সালামার চেয়ে উত্তম আর কে আছে? তিনি ভাবতে পারেননি, মৃত স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ তার জীবনে আসতে পারে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আবু সালামার বিনিময়ে তাকে স্বামী হিসাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেন। তিনি হয়ে যান রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানিতা স্ত্রী, হয়ে যান উম্মুল মুমিনিন এবং উভয় জগতের অবিস্মরণীয় ইতিহাস। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, এটা খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক।

একবার একটি আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির জন্য দুইজন ব্যক্তি বেশ দৌড়ঝাঁপ করল। চাকরিটাও ছিল বেশ সম্মানের। কিন্তু তাদের একজনের চাকরি হলো না। এমন বড় একটি সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় সে খুব কষ্ট পেল। কিন্তু কয়েক দিন পরই সে আগের চাকরির চেয়ে বেশি বেতনে স্বনামধন্য এক প্রতিষ্ঠানে আরও বড় পোস্টে চাকরি পেল। কিন্তু যদি সে পূর্বের চাকরিটা পেয়ে যেত, তাহলে তার এই সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যেত। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটা খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটি জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক।

একটি চাকরির খুব প্রয়োজন ছিল তার। তাই পূর্বের চাকরি হাতছাড়া হওয়ার ব্যাপারটি সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। অথচ পর্দার অন্তরালে আল্লাহ তাআলা তার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন এর চেয়েও সুন্দর এবং সম্মানের জীবন। তিনি বলেছেন, এটা খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক।

এমন কোনো জিনিসকে আপনার প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু বানাবেন না, যা আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য নির্ধারণ করেননি। মনে রাখবেন, আপনার প্রতিপালক আপনার জন্য যা নির্বাচন করেছেন, তাতেই আপনার কল্যাণ রয়েছে। সেটা আপনার পছন্দ হোক বা না হোক।

আল্লাহ তাআলা যদি আপনার জীবন থেকে কোনো কিছু সরিয়ে দেন তবে অবশ্যই তার বিনিময়ে অকল্পনীয় কিছু আপনাকে দান করবেন। তখন সেটাই হবে আপনার সবচেয়ে পছন্দের, সেটাকেই মনে হবে সবচেয়ে সুন্দর অবস্থান এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। সুতরাং কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিজেকেই সবকিছু মনে করবেন না। বরং আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেন সেটাতেই আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন। আর সর্বদা কুরআনের এই আয়াত স্মরণ রাখুন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।'

এক যুবক সুন্দরী এক মেয়েকে পছন্দ করত। এই যুবকের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল মেয়েটিকে বিয়ে করা। সে তাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। তাকে ছাড়া জীবনে আর কোনো চাওয়া-পাওয়া তার ছিল না। অবশেষে যখন সে তাকে বিয়ে করল, তখন সেই মেয়েটিই হয়ে গেল তার জীবনের অস্থিরতার কারণ। সকল দুর্ভোগের মূল। মেয়েটি তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। অথচ এই

মেয়েকে বিয়ে করার আগে তাকে বলা হয়েছিল, তুমি ইসতেখারা[৪] করো। কারও সঙ্গে পরামর্শ করো। তখন সে বলেছিল, এই মেয়েই আমার জীবনের একমাত্র পছন্দ। তার সম্পর্কে আমি সব জানি। হয় তাকে বিয়ে করব না হয় মরে যাব।

এই হলো জীবনে মন্দ নির্বাচনের উদাহরণ। যে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেই দিয়েছেন,

> এটা খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। [সুরা বাকারা, ২১৬]

আমাদের জীবনে যত বিপদের সম্মুখীন হই, তার অধিকাংশই এ কারণে যে, আমরা শুরুতেই তা নিজের কাঁধে নিয়ে নিই। আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করি না। আমরা প্রেম-ভালোবাসার আকাশে উড়তে থাকি, অথচ ইসতেখারা ও পরামর্শ যে সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেটা নিয়ে ভাবি না। আমরা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাকেই সবার শেষে রাখি। তখনই আমাদের জীবনে তৈরি হয় নানান জটিলতা, বিপদ ও প্রতিকূলতা। অবশেষে আক্ষেপ করতে করতেই জীবনের সবকিছু হারিয়ে ফেলি। অথচ কুরআনে আল্লাহ তাআলা পূর্বেই বলে রেখেছেন, এটা খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

একবার আমি একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করেছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল, সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে না পারলে যে ক্ষতি আমার হবে, তা অপূরণীয়। যদি এ সুযোগ হাতছাড়া হয়, তাহলে অন্য কিছুতেই এর ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই প্রতিযোগিতা জন্য আমি মনোনীত হয়নি। এতে আমি ভীষণভাবে ভেঙে পড়ি। আমার মনে হতে থাকে, এমন সুযোগ হয়তো জীবনে আর আসবে না। আমি ভাবতে

শরিয়তের পরিভাষায় ইস্তেখারা হলো, দুই রাকাত নামাজ ও বিশেষ দুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর তায়ালার নিকট দুটি বিষয়ের মধ্যে কল্যাণকর বিষয়ে মন ধাবিত হওয়ার জন্য আশা করা। অর্থাৎ দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনটি অধিক কল্যাণকর হবে এ ব্যাপারে আল্লাহর নিকট দু রাকাত নামাজ ও ইস্তিখারার দুয়ার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া।

থাকি, এই প্রাপ্তি হাতছাড়া হওয়া মানে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক প্রত্যাশাই হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই আল্লাহ তাআলা আমার জীবনে আরও বড়, সহজ ও সুন্দর একটি সুযোগ এনে দেন। বুঝতে পারি, যদি সেই প্রতিযোগিতায় আমি মনোনীত হতাম, তাহলে অনিচ্ছাকৃতভাবে আমার জীবনে এমন অনেককিছু জড়িয়ে যেত, যা হয়তো আমি চাচ্ছিলাম না এবং আমার পরিকল্পনাও নয়। এমনকি আমি এখন যে সুযোগ পেয়েছি সেটি গ্রহণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এরপর আমার এ কথা খুব ভালোভাবে বুঝে আসে যে, মূলত আল্লাহ তাআলা বান্দার জন্য যা নির্বাচন করেন, তা-ই তার পক্ষে কল্যাণকর। সবশেষে এই আয়াতটিই আমাদের জীবনের সব ব্যথার মলম। তাই আমাদের উচিত সর্বদা আয়াতটির মর্ম হৃদয় ও অনুভূতিতে লালন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। [সুরা বাকারা, ২১৬]

প্রিয় পাঠক, আপনার যদি কোনো সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়, সে কারণে দুঃখিত হবেন না। অথবা ছুটে যাওয়ার কারণে আক্ষেপ করবেন না। আপনার ভাগ্যে কেন তা লিপিবদ্ধ ছিল না, সেই কারণে কষ্ট পাবেন না। বরং সর্বদা মনে রাখবেন, আল্লাহ তাআলা তা আপনার ভাগ্যে রাখেননি আপনার প্রতি তার সীমাহীন দয়া ও অনুগ্রহের কারণে, আপনার হৃদয়ের ক্ষত ও কষ্টকে দূর করার জন্য। আপনার জীবনের সুন্দর আশা ও প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে।

যদি আল্লাহ তাআলা এরপরও আপনাকে তা করার ক্ষমতা দিতেন বা যেকোনো বিষয়ের ভালো-মন্দ স্থির করার পূর্ণ অধিকার দিতেন, তারপর সর্বতোভাবে সে ক্ষেত্রে সফল হতে আপনাকে সহযোগিতা করতেন, তাহলে একসময় তা আপনার গলার কাঁটা হতো এবং আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের কারণ হতো। কিন্তু তিনি আপনাকে ভালোবাসেন, আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেন। যার কারণে আপনার জীবন থেকে সেটাকে সরিয়ে রেখেছেন। শুরুতে আপনার হৃদয়ে খানিক দুঃখ দিয়ে হলেও, তিনি তা থেকে আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। যেন ভবিষ্যতে আপনার সামনে আনন্দের মহাজগৎ খুলে যায়।

তাৎক্ষণিক প্রত্যাশা লাভের চেয়ে কল্যাণসমৃদ্ধ বিলম্বিত প্রত্যাশা লাভ হওয়া নিঃসন্দেহে শতগুণ সুন্দর ও উত্তম, যা আপনার হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলবে এবং জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে অর্ধেক পথ কমিয়ে দেবে। ফলে খুব দ্রুতই সৌভাগ্য আপনার দরজায় কড়া নাড়বে এবং আপনার জীবনে ফুটবে বসন্তের ফুল। কেননা আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন, এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

এক ব্যক্তি কোনো নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দিলো। উভয়ে পরবর্তী সবকিছু আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করার ব্যাপারে একমত হলো। নারীটি সেই পুরুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। সে মনে করতে লাগল পুরো জীবনটাই বুঝি এই বিয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সে অনাগত সুখের রাত্রিগুলোর জন্য সবরকম আয়োজন শুরু করল। এরপর পিতার সঙ্গে সামান্য একটি বিষয়ে মতবিরোধের কারণে তিনি এই বিয়ের সম্বন্ধ পুরোপুরি বাতিল করে দিলেন। মেয়ের জন্য নতুন কোনো পাত্রের খোঁজ শুরু করলেন। আর লোকটা অন্য কাউকে বিয়ে করে নিলেন। এতদিনের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কিছুদিন মেয়েটি খুব কান্নাকাটি করল। যে বসন্তের প্রতীক্ষা করেছিল তা হাতছাড়া হওয়ায় আক্ষেপে বুক চাপড়াল। সে মনে করতে লাগল ভবিষ্যতের মৃত্যু হয়েছে এবং ভাগ্যের পরিহাসে জীবন শূন্য হয়েছে। কিন্তু কতদিন? মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিনই তার এ কষ্ট স্থায়ী হয়েছিল। তারপর তার জন্য একজন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেল এবং তার সঙ্গেই বিয়ে হলো। প্রথমে যে লোকটার সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল, কয়েক দিন পরেই লোকটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেল অথবা মরণাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালের বেডে পড়ে রইল।

আল্লাহ তাআলা তাকে সামান্য সময় কষ্ট দিতে চাইলেন, তার কল্যাণের ভার তার কাঁধেই ন্যস্ত করতে চাননি। তিনি চাননি, নিজের কল্যাণের যাবতীয় ভাবনা সে নিজেই ভাবুক। বরং যা তার জন্য উপযুক্ত, সবচেয়ে ভালো এবং সবচেয়ে সুন্দর সেটাই তিনি তার জন্য নির্বাচন করেছেন। তাই তো দুদিনের কষ্ট শেষ হয়ে আজ তার পিতা তাকে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন, সে এখন এমন সুখেশান্তিতে জীবনযাপন করছে, যে সুখকে অন্যকিছু দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন, এটা তো খুবই সম্ভব কথা যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা

মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গলজনক। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

এক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক থেকে উল্লেখযোগ্য নম্বরে পাশ করে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। সে ভাবতে লাগল এতেই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও উত্তম কর্মজীবন নিহিত। অথচ সেখানে চার বছর কেটে গেল কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো ফলাফলই সে অর্জন করতে পারল না। এরপর সব চিন্তা বাদ দিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। জীবন থেকে চারটি বছর তার এভাবেই বৃথা চলে গেল।

তারপর সার্টিফিকেটগুলো নিয়ে সৌদি আরবের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে শরিয়া ডিপার্টমেন্টে পড়াশোনার জন্য গেল। জ্ঞানের সীমাহীন পিপাসা নিয়ে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হলো তার নতুন পথচলা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ নম্বরে পড়াশোনা শেষ করল এবং বিচারপতি হিসাবে কর্মজীবন শুরু করল।

সে নিজেকে চিকিৎসক বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার জন্য এর চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ জায়গা নির্বাচন করে রেখেছেন। আল্লাহ চেয়েছেন, সে জ্ঞানার্জন করুক এবং দায়িত্বশীল একজন মুসলিম পুরুষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক। তাই তিনি প্রথম লক্ষ্য থেকে তাকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং সে পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য বা তার মনে কষ্ট দিয়ে ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করার জন্য নয়। বরং তুলনামূলক কম সাফল্যের গন্তব্য থেকে অধিক সাফল্যের দিকে ও সর্বাধিক প্রত্যাশার দিকে নিয়ে আসার জন্য। আজ সে কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রীয় স্থানে অবস্থান করছে। এখন সে দেশের সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধান বাস্তবায়নে সক্ষম। পাশাপাশি পরিবার এবং সমাজেও ব্যাপক পরিসরে ধর্মীয় মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যা সিদ্ধান্ত নেন, সেটাই হয় আমাদের জন্য মঙ্গলজনক।

তিনি বলেন,

> এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে খারাপ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না। [সুরা বাকারা, ২১৬]

একবার একজন বিচারপতি আমাকে বললেন, প্রতিদিনের মতো ফজরের নামাজ আদায় করলাম, তারপর বাসায় গিয়ে নাস্তা করে স্ত্রীকে বিদায় জানিয়ে যথারীতি কর্মস্থলে এলাম। দাপ্তরিক কাগজপত্র দেখছিলাম, এমন সময় একজন কর্মচারী আমার দিকে একটি খাম এগিয়ে দিলো। আমি সেটা খুলে দেখি, আমার অব্যাহতি পত্র; আমাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ যেন দুনিয়াটা আমার চোখের সামনে সংকুচিত হয়ে এলো। কষ্টে হৃদয়টা একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে গেল। সংবাদটা আমাকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিলো। আমি মনে মনে কামনা করতে লাগলাম, যদি আল্লাহ ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা করে দিতেন।

বাসায় ফিরে এলাম। সাধারণত যে সময় আমি বাসায় ফিরি, আজকে তার আগেই ফিরলাম। আমার স্ত্রী এই অসময়ে আমাকে বাসায় দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। আমি তাকে সংবাদটা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমার অবস্থা আর কী বলব। তখন আমার দুজন স্ত্রী ছিলো। ৩ লক্ষ রিয়াল ঋণ ছিল। যা পরিশোধেরও সময় হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাটি আমাকে মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলো। সাথে ঋণ পরিশোধের দুশ্চিন্তা তো আছেই। পরিবারের খরচ জোগাতে আমি জায়গায় জায়গায় ঘুরছিলাম। কোথাও ন্যূনতম আশাও দেখতে পাচ্ছিলাম না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার জন্য এমনই এক ব্যবস্থা করলেন যা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি।

আমার চাকরি হারানোর বিষয়টি জানতে পেল আমারই এক প্রিয়ভাজন। পেশায় আইনজীবী। সব জেনে সে আমাকে বলল, তুমি আমার কাছে চলে এসো। দেখি তোমার কোনো সহযোগিতা করা যায় কি না। ইতিবাচক ইঙ্গিত পেয়ে আমি তার কাছে ছুটে গেলাম। সে বলল, তুমি তো আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারো। বেশ কিছু মামলা এমন রয়েছে, যে ক্ষেত্রে তোমার পরামর্শের প্রয়োজন। সঙ্গে প্রয়োজন কিছু সময়ের। সম্ভবত এই কাজটা তোমার প্রয়োজন পূরণে সহায়ক হবে। আমাদের কাছে এই বিচারের রায়টা পড়ে আছে। বিষয়টা খুবই সহজ, তুমি নিজের মতো সামনে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিতে পারো।

তিনি বলেন, মাত্র এক সপ্তাহেই আমি তার দেওয়া কাজ শেষ করে ফেলি এবং এর বিনিময়ে আমার ঋণসমান অর্থ গ্রহণ করি, যা গত দুই বছর ধরে আমি পরিশোধ করতে পারছিলাম না। যার পরিমাণ ছিল ৩ লক্ষ রিয়াল। তখন আমি

ঋণ পরিশোধ করি। আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে কাজ করতে থাকি। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাকে এমনভাবে সাহায্য করেন, যদি আমি সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য সারা জীবনও চেষ্টা করতাম, তবুও আমি সেই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারতাম না এবং এই চিন্তা থেকেও মুক্তি পেতাম না। তখন আমার বিশ্বাস জন্মে, সেই সকাল ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে কল্যাণময় সকাল। চাকরি থেকে অব্যাহতির যে পত্র আমার হাতে এসেছিল, সেটাই ছিল আমার পরবর্তী সমৃদ্ধ জীবনযাত্রার সূচনাপত্র। যদি সারা জীবন আমি সেজদায় পড়ে দোয়া করতে থাকি, তবুও সেই ব্যক্তির কৃতজ্ঞতা আদায় শেষ হবে না, যে আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিল। এজন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, এটা তো খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

আল্লাহ তাআলা হুদাইবিয়ার সন্ধিকে 'সুস্পষ্ট বিজয়' বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি।

[সুরা ফাতহ, ১]

অথচ আমরা দেখি, সে যাত্রায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবিদেরকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এবং কুরাইশদের শর্তগুলোও ছিল সবই তাদের সুযোগ-সুবিধামতো।

সুহাইল ইবনে আমর এসে বলল, আসুন আমাদের ও আপনাদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখি। এ কথা শুনে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার লেখককে ডাকলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লেখো, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'। তখন সুহাইল বলল, আল্লাহর শপথ! রহমান কে আমরা জানি না, বরং পূর্বে আপনি যেমন লিখতেন, তেমন 'আপনার নামে শুরু হে আল্লাহ' লিখুন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, লেখো, 'এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ'। তখন সুহাইল বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা যদি আপনাকে আল্লাহর রাসুল বলেই বিশ্বাস করতাম, তাহলে আপনাকে কাবা তাওয়াফ করতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইতাম না। বরং আপনি লিখুন, 'আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ'। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বললেন, এ চুক্তি করো যে, তারা আমাদের ও কাবা শরিফের মধ্যে কোনো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে না, যেন আমরা নির্বিঘ্নে তাওয়াফ করতে পারি। সুহাইল বলল, আল্লাহর শপথ! আরবরা যেন এ কথা বলার সুযোগ না পায় যে, এ প্রস্তাব গ্রহণে আমাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে। সুতরাং এ বছরের পরিবর্তে আগামী বছর আপনারা তাওয়াফ করতে পারবেন। তাই-ই লেখা হলো।

সুহাইল বলল, এটিও একটি চুক্তি যে, আমাদের কোনো ব্যক্তি যদি আপনার নিকট আসে এবং সে যদিও আপনার ধর্ম গ্রহণ করে, তবুও তাকে আমাদের নিকট ফিরিয়ে দেবেন। মুসলিমরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, যে ইসলাম গ্রহণ করে আমাদের নিকট এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের নিকট দেবো?

এমন সময় আবু জানদাল ইবনু সুহাইল মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন বেড়ি পরিহিত। তিনি মুসলিমদের সামনে নিজেকে সোপর্দ করলেন। সুহাইল বলল, হে মুহাম্মাদ, আপনার সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী তাকেই প্রথম আমার নিকট ফিরিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা তো এখনো চুক্তি লেখা শেষ করিনি। সুহাইল বলল, আল্লাহর শপথ! তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আর কখনো সন্ধি করব না। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেবল এ ব্যক্তিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল, না, এ অনুমতি আমি দেবো না। আল্লাহর রাসুল বললেন, হ্যাঁ, তুমি এটা করো। সে বলল, আমি তা করব না। আবু জানদাল বললেন, হে মুসলিমগণ, আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হবে? অথচ আমি মুসলিম হয়ে এসেছি! আপনারা কি দেখছেন না আমি কত কষ্টের মধ্যে আছি!

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ পর্যন্ত ইসলাম নিয়ে এতটা সন্দিহান হইনি, আজকে যতটা সন্দিহান হয়েছি। তখন আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম এবং বললাম, আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমরা কি সত্যের ওপর নই এবং আমাদের শত্রুরা কি মিথ্যার ওপর নয়? আমি বললাম, তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে কেন আমরা এত অপমানিত হব? আমাদের ও আমাদের শত্রুদের মাঝে আল্লাহ কোনো ফয়সালা করার আগেই কি আমরা ফিরে যাব? আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল এবং তিনিই

আমার সাহায্যকারী, অতএব আমি তাঁর অবাধ্য হতে পারি না। আমি বললাম, আপনি কি আমাদের বলেননি যে, আমরা শীঘ্রই বাইতুল্লাহয় যাব এবং তাওয়াফ করব। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি কি এ বছরই আসার কথা বলেছি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তুমি অবশ্যই কাবাঘরে যাবে এবং তাওয়াফ করবে। উমর রা. বলেন, এরপর আমি আবু বকর রা.-এর নিকট গিয়েও একই প্রশ্ন করলাম আর তিনিও একই উত্তর দিলেন। তবে তিনি অতিরিক্ত এতটুকু বললেন যে, তুমি মৃত্যু পর্যন্ত কখনো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না, আল্লাহর শপথ করে বলছি! তিনিই সত্যের ওপর আছেন। উমর রা. বলেন, আমি সারা জীবন এই কথার ওপর অটল-অবিচল থেকেছি।

পরিশেষে এই সন্ধিচুক্তিকে মোবারকবাদ জানিয়ে আল্লাহ তাআলার বাণী অবতীর্ণ হয়। তিনি এ সন্ধির প্রশংসা করেন এবং একে সুস্পষ্ট বিজয় হিসাবে ঘোষণা করেন। এখান থেকেও আমরা প্রমাণ পাই যে, বান্দারা নিজেদের জন্য যা চিন্তা করে সবসময় তা সঠিক হয় না। সেজন্যই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, এটা খুবই সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে মন্দ মনে করো, অথচ তোমাদের জন্য তা মঙ্গলজনক। আর এটাও সম্ভব যে, তোমরা একটা জিনিসকে পছন্দ করো, অথচ তোমাদের জন্য তা অমঙ্গল। আর (প্রকৃত বিষয় তো) আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।

এই আলোচনা ও আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের যে গল্পগুলো আপনি পড়লেন এবং মানুষের আশা ও প্রত্যাশা পূরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার যে ক্ষমতার আলোচনা পড়লেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আপনার আগামী দিনগুলোকে বরণ করুন এবং আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। যদি কাঙ্ক্ষিত সময়ে কোথাও সাফল্য না আসে, তাহলে নিরাশ হয়ে পড়বেন না এবং এমন সংবাদে বিভ্রান্ত হবেন না, যেখানে সংবাদদাতাই বিশ্বস্ত নয় এবং এমন প্রতিশ্রুতি শুনে দিকভ্রান্ত হবেন না, দীর্ঘদিন যার জন্য আপনি অপেক্ষা করার পরও তা পূরণ হয়নি।

পাপ-পুণ্য সবই লেখা হয়

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি হাদিসে কুদসিতে বলেন,

> আল্লাহ ভালো-মন্দ লিখে দিয়েছেন। এরপর সেগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে এ ব্যক্তির জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। আর যে ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবেও করল, তবে আল্লাহ তাঁর কাছে তার জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। আর যে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে সে ব্যক্তির জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখবেন। তবে যদি সে খারাপ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ মাত্র একটা গুনাহ লেখেন।
>
> [*সহিহ বুখারি*, ৬৪৯১; *সহিহ মুসলিম*, ১৩১]

আল্লাহ তাআলার এই দয়ার চিত্রটি দেখুন। আপনি কোনো পুণ্যের কাজ করবেন বলে চিন্তা করেছেন, অমনি তিনি পুণ্যের খাতায় আপনার জন্য পুণ্য লিখে দিয়েছেন। শুধু একটু চেষ্টা, একটু ভালো কাজের ইচ্ছা এবং সুন্দর জীবনের একটা চিত্র কল্পনা করাই যথেষ্ট আপনার পুণ্যের খাতাটি সমৃদ্ধ করার জন্য। আর সেটিই হবে উভয় জগতে আপনার ভালো কাজের সাক্ষী। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, কোনো ব্যক্তি ভালো কাজের ইচ্ছা করেছে, এখনো তা বাস্তবায়ন করেনি, তবুও আল্লাহ তাআলা তার জন্য নিজের কাছে একটি পূর্ণ সওয়াব লিখে রাখেন।

সে এখনো শয্যা ছাড়েনি, যেখানে বসে ছিল সেখানেই আছে। আমল করবে বলে এক পা-ও সামনে যায়নি, তারপরও তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হতে থাকবে। তার আমলনামায় সওয়াব যোগ হতে থাকবে। ভালো কাজের চিন্তাই যথেষ্ট কল্যাণের খাতাটি সমৃদ্ধ করার জন্য। আর যদি আপনি স্থান ত্যাগ

করেন, আমলের জন্য পরিকল্পনা করেন এবং চারপাশের যাবতীয় বাধা পেরিয়ে যদি আপনি কাজটি করে ফেলতে পারেন তবে তো আমলের কয়েক-শগুণ বেশি সওয়াব আপনার জন্য লিখে দেওয়া হবে। হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেটাই বলেছেন। তিনি বলেন, আর কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট সেই ব্যক্তির জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে রাখেন।

উল্লিখিত হাদিসের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক চিত্রটি হলো, যে আমল বা পুণ্যটি করা হয়েছে তা ন্যায় ও ইনসাফের পাল্লায় নয় বরং মাপা হয় অনুগ্রহ ও দয়ার পাল্লায়। হাদিসে বলা হয়েছে, আর কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট সেই ব্যক্তির জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে রাখেন।

যখন আপনি নামাজের জন্য দাঁড়ান বা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রোজা রাখেন, ওমরাহ করেন অথবা কুরআন খুলে বসেন, আপনার ভাইকে সালাম দেওয়ার জন্য হাত ওঠান। তার সামনে একটি মুচকি হাসি দেন। কারও কোনো প্রয়োজন পূরণ করেন, কোনো মুসলিমকে সহযোগিতা করেন বা কাউকে কোনো বিষয়ের নিশ্চয়তা দেন, তখন কেবল আপনার এই আমলের প্রতিদানই লেখা হয় না বরং আপনার বাস্তব জীবনে এই আমলের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব আরও কয়েকগুণ দীর্ঘ ও গভীর হয়ে দেখা দেয়। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে, এবং কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করল ও তা বাস্তবায়নও করল, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট সেই ব্যক্তির জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে রাখেন।

তাহলে যদি আপনি কোনো অসহায়কে সাহায্য করেন, বা বিপদের সময় তার পাশে দাঁড়ান, বা কোনো এতিমের তত্ত্বাবধান করেন বা কোনো বিধবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন, কিংবা প্রতিদিনই যদি কোনো না কোনো অনুগ্রহ ও ভালো কাজ আপনার জীবনে থাকে, তাহলে চিন্তা করে দেখুন, আপনার সওয়াব কী পরিমাণ হতে পারে!

পক্ষান্তরে আপনি যদি কোনো অন্যায় বা খারাপ কাজের ইচ্ছা করেন, শরিয়তবিরোধী কোনো কাজের সংকল্প করেন বা সকলপ্রকার মন্দ কাজে আপনার হৃদয় পূর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু শুধু আল্লাহর ভয়ে আপনি তা পরিত্যাগ করেন, সেটাকে বাস্তবায়ন না করে বরং অন্যায়ের সেই সংকল্প বদলে ফেলেন

ন্যায় ও কল্যাণের দ্বারা, তাহলেও আল্লাহ তাআলা আপনার আমলনামায় একটি পূর্ণ সওয়াব লিখে দেবেন। হাদিসে বলা হয়েছে, আর যে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাঁর কাছে সে ব্যক্তির জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখে রাখেন।

আপনার জীবনে সেই রাতের কথা ভাবুন, যে রাতে আপনি কোনো অন্যায় এবং খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলেন। তা বাস্তবায়নের যথাসাধ্য চেষ্টাও করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সময় আল্লাহ তাআলার সামনে অনুতপ্ত হয়ে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য আপনি সে কাজ থেকে সরে এসেছিলেন। তখন থেকেই আপনার সেসব অন্যায় চিন্তা কল্যাণ ও ন্যায়ের দিকে ফিরে এসেছিল এবং তারপর থেকে শুরু হয়েছিল পুণ্যের পথে আপনার নিরন্তর পথচলা। মুক্তির আশা নিয়ে আপনি শুরু করেছিলেন নতুন যাত্রা। তার প্রতিদান সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, আর যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে সে ব্যক্তির জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখে রাখেন।

কেউ হয়তো টাকা-পয়সা গুছিয়ে ব্যাগ নিয়ে কোনো গুনাহ করার জন্য বের হলো। সারা রাস্তায় অন্যায় ও খারাপ আলোচনাই হলো। কিন্তু যখন গন্তব্যে পৌঁছে গেল, তখন তার মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হলো। অন্তরে ঈমানের আলো জ্বলে উঠল। তখন সব মন্দ চিন্তা থেকে ফিরে এলো। তারপর আল্লাহ তাআলার কাছে অন্যায় ও পাপাচারের চিন্তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করল। পাপের পরিবর্তে পুণ্যের কাজ করল। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে, আর যে কোনো খারাপ কাজের ইচ্ছা করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করল না, আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে সে ব্যক্তির জন্য পূর্ণ সওয়াব লিখে রাখেন।

আপনি কেবল অন্যায়ের চিন্তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থেকেছেন, গুনাহের কল্পনা থেকে দূরে থেকেছেন, বা কোনো ভ্রান্ত কাজ করা থেকে বিরত থেকেছেন। অন্তরে থাকা কোনো খারাপ কাজকে ভালো কাজ দিয়ে পরিবর্তন করেছেন। যার কারণে আপনার সব পাপ পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আপনার জীবনে নতুন করে সুসংবাদ ও প্রত্যাশার চিত্র এঁকে দেওয়া হয়।

তবে গুনাহের পরিকল্পনা করার পর যদি আপনি পূর্বে যা ভেবেছেন তা করেই ফেলেন, যদি অন্তরের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে ফেলেন, যদি কোনোভাবেই পাপ থেকে ফিরতে না পারেন, সব অন্যায়ের ওপর অটলই থাকেন, তারপরও আপনার পাপের পরিমাণ আপনার অন্যায়কে ছাড়িয়ে যাবে না। কেননা

হাদিসে বলা হয়েছে, তবে যদি সে খারাপ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা মাত্র একটা গুনাহ লেখেন। তার খারাপ ইচ্ছা, তার গুরুতর উদাসীনতার পাপকাজ, তার বড় বড় অপরাধ এবং সব অন্যায় কাজের বিপরীতে মাত্র একটি পাপ লেখা হয়, মাত্র একটি!

পক্ষান্তরে পুণ্যের চিত্রটি দেখুন, শুধু ভালো ইচ্ছা, কেবল একটি ভালো কাজ, সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে মাত্র একটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে সিক্ত হয় সম্মান ও মহত্ত্বের পবিত্র শিশিরে। কেননা হাদিসে বলা হয়েছে, আর কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট সেই ব্যক্তির জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে রাখেন।

আপনাকে যদি বলা হয়, আপনি কল্পনা করুন এমন একটি মুহূর্তের যখন আপনি পাপকাজে অবিচল নন, তারপর আপনার প্রতিপালকের প্রতি ধাবিত হোন। নিয়তকে পরিশুদ্ধ করুন, আপনাকে বদলে ফেলুন, তখন দেখবেন সেই পুঞ্জীভূত পাপ ও কদর্যতা পরিবর্তন হয়ে যাবে আনন্দ ও প্রত্যাশার চিত্রে। এমন ব্যক্তি সম্পর্কেই কুরআনে বলা হয়েছে,

> আর কেউ ভালো কাজের ইচ্ছা করল এবং তা বাস্তবায়নও করল, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট সেই ব্যক্তির জন্য ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত, এমনকি এর চেয়েও অধিক সওয়াব লিখে দেন। [সুরা ফুরকান, ৭০]

এ আয়াত থেকে আপনি পূর্ণ চিত্রটি অনুমান করতে পারবেন। এখান থেকে তা আরও সুন্দর এবং আরও বাস্তব হয়ে ধরা দেবে এবং আপনার জীবনে তা অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী ও সুমধুর হয়ে প্রতিফলিত হবে।

আল্লাহর অনুগ্রহ অপ্রতিরোধ্য

আল্লাহ তাআলা যখন আপনার জন্য অনুগ্রহের দরজা খুলে দেবেন, তখন তা আটকানোর সাধ্য কারও নেই। তাঁর অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করে দেবে, বা তাতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করবে এমন কেউ নেই। আল্লাহর ফয়সালা ও ক্ষমতার সামনে রুখে দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই।

পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন,

> আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।
>
> [সুরা ফাতির, ২]

ঠিক তেমনইভাবে যদি আল্লাহ তাআলা আপনার থেকে তাঁর অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করে দেন, আপনার থেকে যদি তার তাওফিক ও সহযোগিতার দরজা বন্ধ করে রাখেন, তবে আফসোস ও আক্ষেপ করা ছাড়া আপনার আর কিছুই করার থাকবে না। কেননা তিনি বলে দিয়েছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

আপনার জন্য যদি আল্লাহ তাআলা কোনো অনুগ্রহ লিখে রাখেন, তবে তা প্রতিহত করতে পারে এমন কেউ নেই, তাঁর ফয়সালা ও ক্ষমতাকে প্রতিরোধ করার মতো কেই নেই। তাঁর কল্যাণকে বাধাগ্রস্ত করবে এমন কেউ নেই। তাই তো তিনি বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

আর যদি তিনি আপনার থেকে তাঁর অনুগ্রহ সরিয়ে দেন, আপনাকে তাওফিক না দেন, তাহলে আপনি শত চেষ্টা করেও তার নাগাল পাবেন না। বরং সবকিছু হারিয়ে লজ্জা আর অনুতাপই হবে আপনার একমাত্র সম্বল। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তা খুলতে পারে।

একমাত্র তিনিই আপনার হৃদয়ে আনন্দ দান করেন, তিনিই আপনাকে

সৌভাগ্যের চাদরে আবৃত করে রাখেন, তিনিই আপনাকে সম্মানিত করেন। তিনি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে জগতের অন্য কারও ক্ষমতা নেই। কেননা তিনি বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

তাঁর অনুগ্রহের সাগরে যখন আপনি ডুব দেবেন, তখন আপনি সত্যিকারের জীবনের স্বাদ পাবেন এবং আপনার হৃদয়ে তাঁর নেয়ামতের প্রকৃত অনুভূতি তৈরি হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

আর যখন তিনি আপনাকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে দূরে সরিয়ে দেবেন, তখন পৃথিবী আপনার সামনে সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আপনার হৃদয় দুঃখ পাবে, আপনার সব অবলম্বন নষ্ট হয়ে যাবে। পথের শুরুতে বা মাঝপথেই থেমে যাবে আপনার সব আয়োজন। আর আপনি প্রত্যাশা ও কামনার সামান্যটুকুও অর্জন করতে পারবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে।

এমনকি আপনি যদি কারাগারে বন্দি থাকেন, আপনার জীবনে দারিদ্র্য লেগেই থাকে বা স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হন, তখনো এই একই কথা, 'আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।' এমনকি আপনি যদি বন্ধ্যা হন, বা আপনার জীবন বিয়ে ছাড়া সঙ্গীহীন কেটে যাচ্ছে, আপনি যদি হন একেবারে নিঃস্ব এবং জাতি-বংশ ছাড়া সহায়সম্বলহীন। তখনো আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

তিনি যদি আপনার থেকে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ রাখেন, তখন আপনি যত সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারীই হন না কেন, বিবাহিত, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং আপনি নিজেকে যত সফলই মনে করুন না কেন, এসব আপনার কোনো উপকার করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তা খুলতে পারে।

পক্ষান্তরে তিনি যদি আপনার জন্য অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন, তাহলে তিনি আপনার জন্য সম্পদের ভান্ডার খুলে দেবেন। আপনার ঋণের বোঝা দূর করে দেবেন, সহজেই আপনার উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেবেন এবং আপনাকে একজন সৎসঙ্গী দান করবেন। কেননা তিনি বলেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই।

আর যদি তিনি আপনার থেকে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করে রাখেন, তাহলে আপনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বেন, আপনার জীবন হয়ে উঠবে বিপৎসংকুল। দিনগুলো হয়ে উঠবে অসহনীয় এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আপনার কাছে মনে হবে খুবই সংকীর্ণ। ফলে আপনি জীবনের কোনো পথই আর খুঁজে পাবেন না। কেননা তিনি বলেছেন, আর যা তিনি রুদ্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা খুলতে পারে।

এই অনুগ্রহেই সিক্ত হয়েছিলেন ইবরাহিম আ. লেলিহান আগুনের মধ্যে, ইউসুফ আ. কূপের গভীরে ও কারাগারের অন্ধকারে, মুসা আ. মিশর থেকে মাদায়েনের দীর্ঘ পথে, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো জীবনে—যখন মক্কায় তাঁকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছিল, আঘাত করা হচ্ছিল, রক্ত ঝরানো হচ্ছিল এবং যখন তাকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

এই অনুগ্রহেই সিক্ত হয়েছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.)। জীবনে তিনি অসংখ্য বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন। জীবনের নানাক্ষেত্রে তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখে পড়েছেন। বিপদ-দুর্যোগ তাকে গিলে নিয়েছিল, কিন্তু শত্রুরা সকলে মিলেও তার জীবনের সেই অনুগ্রহের দরজা বন্ধ করতে পারেনি, যা দ্বারা আল্লাহ তাকে সিক্ত করেছিলেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

এই অনুগ্রহেই সিক্ত হয়েছিলেন ইবনে তাইমিয়া রহ. (১২৬৩-১৩২৮ খ্রি.), যখন তিনি ভয়ংকর শত্রুর মুখোমুখি হয়েছিলেন ও দুর্গের কারাগারে বন্দি ছিলেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

এই অনুগ্রহেই সিক্ত হয়েছিলেন আবু হুরাইরা রা., যখন তার থাকার মতো একটা ঘর ছিল না, খাওয়ার জন্য ছিল না খাবার। বারবার তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। উপস্থিত সাহাবিগণ তাকে জিনে আসর করেছে মনে করে কুরআন পাঠ করে তাকে ঝাড়ফুঁক করতেন। অথচ তিনি ক্ষুধার যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকতেন। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা যখন আপনার জন্য তাঁর অনুগ্রহের দরজা খুলে দেবেন, তখন পৃথিবীর কেউ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার চারপাশের

সবাই আপনার সামনে ছোট হয়ে থাকবে। জীবনের সব বিপদ, প্রতিকূলতা আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

পক্ষান্তরে যদি তিনি আপনার জীবন থেকে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনার ধনসম্পদ, আপনার ভালোবাসা, আপনার অনুভূতির প্রাণচাঞ্চল্য কোনো কিছুই আপনার প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। সবকিছু থাকার পরও আপনি নিজেকে ভাববেন একেবারে অসহায়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে।

যদি তিনি আপনার জীবন থেকে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করে দেন, তাহলে মানুষই আপনার হৃদয়ে প্রভুত্বের স্থান দখল করে নেবে। আপনার মনে হবে আপনার রিজিক গুটিকয়েক মানুষের হাতে গচ্ছিত রয়েছে। তখন সবকিছুই আপনার কাছে মরীচিকার মতো মনে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে।

আর যদি আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি তাঁর অনুগ্রহের দরজা খুলে দেন, তাহলে আপনার স্ত্রীই হবে আপনার দৃষ্টিতে সবচেয়ে মূল্যবান নারী। পৃথিবীর সব সৌন্দর্য যেন আপনার ঘরে। সন্তানদের দেখে আপনার চক্ষু শীতল হবে এবং আল্লাহ তাআলা যা-কিছুই দান করবেন তা যত সামান্যই হোক না কেন, তাতেই আপনার হৃদয় তৃপ্ত হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই।

পক্ষান্তরে তিনি যদি আপনার থেকে তাঁর অনুগ্রহ বন্ধ করে দেন, তাহলে আপনার হৃদয় বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না, সন্তানকে ভালোবাসতে পারবেন না এবং উপার্জনের মাধ্যমে জীবনের সচ্ছলতা নিয়ে আসতে পারবেন না। যে কাজই করতে যাবেন, নানারকম বিপদের মুখে পড়বেন। কিছুই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। দিনের পর দিন কেটে যাবে, কিন্তু কিছুতেই আপনার মনে শান্তি আসবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তারপর তা উন্মুক্ত করতে পারে।

অথচ কাউকে দেখবেন যে, তার মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকে। তার জীবনটাই যেন একটা ভাগ্য, হাসিখুশি আর আনন্দই যেন তার নিয়তি। অথচ তার উল্লেখযোগ্য কোনো সম্পদ নেই, থাকার মতো আলিশান বাড়ি নেই।

এমনকি আল্লাহ তাআলা তাকে কোনো সন্তানও দান করেননি। এরপরও তার এত প্রশান্তির হেতু কী? কারণ, সে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা কাউকে জ্ঞান দান করেছেন, সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করেই সে আশপাশের লোকদের জীবন আনন্দময় করে তুলেছে। এই জ্ঞানকে ব্যবহার করেই জীবন বদলে নিয়েছে। এর মাধ্যমেই তার ভাগ্য রচনা করে এবং উভয় জগতে সম্মানিত হয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে মাত্র একটি সন্তান দান করেছেন। এই সন্তানই পরবর্তী দিনে তার সম্মান বৃদ্ধি করেছে। তার জীবনে সফলতা এনে দিয়েছে। তার কর্ম ও প্রভাব স্থায়ী করেছে। একটি সন্তানই যেন একটি জাতির মর্যাদা ধারণ করেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা বন্ধ করার কেউ নেই।

আবার কারও একাধিক সন্তান থাকার পরও একটি সন্তানও তার কাজে আসে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তা খুলতে পারে।

এক ব্যক্তিকে শত্রুরা মিথ্যা মামলায় কারাগারে বন্দি করে। তার সমস্ত সম্পদ দখল করে নিয়েছে। তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা তার জন্য অনুগ্রহের দরজা খুলে দিয়েছেন। ফলে কারাগারে বন্দি থেকেও, সমাজবিচ্ছিন্ন হয়েও সে তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ মানুষের জন্য যে রহমত খুলে দেন, তা রোধ করার কেউ নেই।

পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তিকে সবাই কাজে চায়, সবাই তাকে আপনজন মনে করে, তাকে সম্মানিত মনে করে, তার সামনে সুখশান্তির সব দরজা খুলে দেয়। কিন্তু কোনো কিছুই তার মনের কষ্ট দূর করতে পারে না, তার ভাগ্য ফেরাতে পারে না এবং তার অনুভূতিকে সজীব করে তুলতে পারে না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর যা তিনি বন্ধ করেন, এমন কেউ নেই যে তা খুলতে পারে।

আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে কি তারা হিংসা করে?

হিংসা আপনাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। আপনার অনুভূতি বিক্ষিপ্ত করে দেবে এবং আপনাকে অস্থির করে তুলবে।

তাই অন্যের কাছে কী আছে তা দেখতে যাবেন না। বরং আপনার যে সুখশান্তি আছে সেটাকেই অমূল্য ভাবুন।

অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করে নিন যে, পৃথিবীর এই সম্পদ আকর্ষণীয় কিছুই নয়। যদি পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে তাহলে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করুন, যা প্রতিসপ্তাহে জুমার দিন আপনি পাঠ করে থাকেন। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

> নিশ্চিত জেনো, ভূপৃষ্ঠে যা-কিছু আছে আমি সেগুলোকে তার সৌন্দর্যের জন্য বানিয়েছি, মানুষকে এ বিষয়ে পরীক্ষা করার জন্য যে, কে তাদের মধ্যে বেশি ভালো কাজ করে। [সুরা কাহফ, ৭]

হিংসা নয় ঈর্ষান্বিত অনুভূতি লালন করুন। অর্থাৎ হৃদয় ও অনুভূতি দিয়ে অপরের এমন জিনিস কামনা করুন যা আপনার পরকালকে সমৃদ্ধ করবে। পার্থিব সৌন্দর্যের চাকচিক্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেবল দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ :

এক. সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতাও দিয়েছেন।

দুই. সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এর মাধ্যমে বিচার করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। [সহিহ বুখারি, ৭৩]

এ দুটি ক্ষেত্রে আপনি ঈর্ষা করতে পারেন। সফলতা ও সৌভাগ্য অর্জনের পথে আপনি অন্যদের থেকে এগিয়ে যেতে পারেন।

যদি দেখেন কাউকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ ও জ্ঞান দান করেছেন, সেসবের মাধ্যমে সে প্রচুর পরিমাণ সওয়াবের কাজও করে, তাহলে আপনিও আপনার হৃদয়, অনুভূতি ও শারীরিক পরিশ্রমের বাহনকে সেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুক্তাঙ্গনে স্থির রাখুন এবং দৃঢ়সংকল্পের মাধ্যমে সেটা অর্জন করার চেষ্টা করুন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেবল দুই ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা বৈধ :

এক. সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এরপর তাকে বৈধ পন্থায় অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতাও দিয়েছেন।

দুই. সে ব্যক্তির ব্যাপারে, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে এর মাধ্যমে বিচার করে ও অন্যকে শিক্ষা দেয়। সুতরাং এই দুই প্রকার ব্যক্তি ছাড়া অন্যকিছু দেখে আপনার হৃদয় ও অনুভূতি যেন আকৃষ্ট না হয়ে পড়ে।

ক্ষণস্থায়ী জীবনের কারও সম্পদ ও সমৃদ্ধিকে বিরাট কিছু ভাববেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা এর পরিণতি সম্পর্কে যা বলেছেন, আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তাই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> ভালোভাবে বুঝে নাও, পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো এই যে, তা কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে একে অন্যের ওপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম। তার উপমা হলো বৃষ্টি, যা দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদের মুগ্ধ করে, তারপর তা তেজস্বী হয়ে ওঠে। তারপর তুমি দেখতে পাও তা হলুদবর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর আখেরাতে (এক তো) আছে কঠিন শাস্তি এবং (আরেক আছে) আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়। [সুরা হাদিদ, ২০]

সুতরাং পার্থিব যত সমৃদ্ধি আছে সবকিছুর উদাহরণ হলো এটি, 'পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো এই যে, তা কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে একে অন্যের ওপরে থাকার প্রতিযোগিতা।' সুতরাং এই মরীচিকার পেছনে ছুটে নিজেকে ধ্বংস করবেন না।

পরকালীন জীবনে যে জিনিসের কোনো মূল্য নেই, ধ্বংসশীল এই মরীচিকাসদৃশ পার্থিব জীবনের পেছনে আয়ু নষ্ট করার চেয়েও আপনার জীবনের মূল্য অনেক বেশি। সুতরাং এসব বস্তুর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না যা আপনার হৃদয়ে পার্থিব স্বার্থের প্রতি আগ্রহ তৈরি করবে, আপনার চিন্তা ও চেতনাকে দুনিয়ার পেছনে লাগিয়ে দেবে এবং আপনার হৃদয় এমন মরীচিকার মধ্যে হারিয়ে যাবে, পরকালে যার কোনো মূল্যই নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তুমি পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্যের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ো না, যা আমি তাদের (অর্থাৎ কাফেরদের) বিভিন্ন শ্রেণিকে মজা উপভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি, তা দ্বারা তাদের পরীক্ষা করার জন্য। বস্তুত তোমার রবের রিজিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী। [সুরা তহা, ১৩১]

আপনার চারপাশে যে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আপনি দেখতে পান, সেগুলো শুধুই পরীক্ষা করার জন্য। উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এমনটিই বলেছেন, পার্থিব জীবনের ওই চাকচিক্য আমি তোমাদের পরীক্ষা করার জন্যই দিয়ে রেখেছি।

কিন্তু আপনার মতো মহান ব্যক্তি তো আল্লাহ তাআলার এই বাণীতেই সন্তুষ্ট থাকবে, বস্তুত তোমার রবের রিজিক সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বাধিক স্থায়ী।

সুতরাং হৃদয়কে প্রশান্ত করুন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট হোন এবং অল্পেতুষ্টির মাঝেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখুন। তাহলেই অশান্তি ও অস্থিরতা থেকে নিরাপদে ইহকালের যাত্রা পার করতে পারবেন এবং জীবনে কখনো কোনো কিছুর অভাব অনুভব করবেন না।

পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটির মর্ম ভালো করে বুঝুন, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তাদের অর্থসম্পদ ও সন্তানসন্ততি (-এর প্রাচুর্য) দেখে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ তো এসব জিনিস দ্বারা তাদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান এবং (আরও চান) যেন কুফর অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়।
> [সুরা তওবা, ৮৫]

সন্তান ও বিপুল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কত মানুষ দুর্ভাগা। এই ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিই কত মানুষের আক্ষেপের কারণ। কত পিতা এমন আছেন যাদের কখনো থানায় ও আদালতে ঘুরতে হয়নি। কিন্তু তাদের সন্তানসন্ততিই তাদের

অস্থিরতা, অশান্তি ও পরীক্ষার কারণ হয়েছে। তাদের নিয়ে তারা সুখী নয় এবং সন্তানদের খারাপ কাজ ও কষ্ট থেকে তারা নিরাপদ নয়।

সম্পদের ক্ষেত্রেও একই কথা। অনেকে এত অঢেল সম্পদের মালিক যা হিসাব করাও সম্ভব নয়। অথচ তারা জীবনের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করার জন্য মরুভূমির তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির মতো ছুটছে, কিন্তু এই সম্পদ তাদের আত্মা ও অনুভূতির তৃষ্ণা মেটানো তো দূরের কথা তাদের দেহের তৃষ্ণাই মেটাতে পারছে না। কারণ তার অধিকাংশ সম্পদই সুদের বিনিময়ে অর্জিত, সম্পদের মূল মালিক সবসময় তাকে অভিসম্পাত করছে। আর কিছু অর্জন করেছে ধোঁকা ও প্রতারণা করে। কিছু চুরি করেছে সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ থেকে। যদি এগুলো সে নাও করে থাকে, তবুও দেখা যাবে কোনো না কোনো হারাম উপায়েই সে এসব অর্জন করেছে অথবা গচ্ছিত এই সম্পদের স্তূপের বিনিময়ে মালিককে কোনো মূল্যই পরিশোধ করেনি। কিন্তু আপনি তো এমন মহান ব্যক্তি, এই দৃশ্য যাকে সেই প্রজ্ঞার স্মরণ থেকে ফিরিয়ে রাখবে না, যে প্রজ্ঞা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তবে কি তারাই তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বণ্টন করবে? পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকাও তো আমিই বণ্টন করেছি এবং আমিই তাদের একজনকে অপরজনের ওপর মর্যাদায় উন্নীত করেছি, যেন তাদের একে অন্যের দ্বারা কাজ নিতে পারে। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তো তারা যা (অর্থসম্পদ) সঞ্চয় করে, তা অপেক্ষা অনেক শ্রেয়। [সুরা যুখরুফ, ৩২]

হিংসা আপনার আনন্দকে কেড়ে নেবে। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকেও আপনার কাছে বিতৃষ্ণ করে তুলবে। আপনার হৃদয়ের আশা ও প্রত্যাশাকে ধ্বংস করে দেবে। আপনার অনুভূতিকে প্রতিমুহূর্তে আঘাত করতে থাকবে। আপনার প্রতিটি মুহূর্তকে দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ করে দেবে।

সুতরাং যে নেয়ামত আপনি পাননি বলে মনে করছেন, তার কথা ভুলে যান। কেননা দুনিয়া প্রতিদানের জগৎ নয়, বরং এখানে কোনো কিছু পাওয়া মানে পরীক্ষায় পড়া। কিন্তু পরকালে যা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, নিঃসন্দেহে তা অনেক মহান এবং বাস্তব জীবনে দেখা সবকিছুর চেয়ে অধিক মূল্যবান। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতের এক চাবুক পরিমাণ জায়গা দুনিয়া ও তার মধ্যের সবকিছু থেকে উত্তম। [সুনানুদ দারিমি, ২৮৬২; আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ, ২২৭৯৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

জান্নাতে এমন একটি গাছ আছে, যার ছায়ায় কোনো আরোহী শত বছর পর্যন্ত চললেও তা অতিক্রম করতে পারবে না। [*সহিহ বুখারি*, ৩২৫১]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী মুমিনের বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ...এ সময় জাহান্নামের দিকে মুখ করে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকবে আর বলবে, হে প্রভু, জাহান্নামের হাওয়া আমাকে ঝলসে দিয়েছে, এর জ্বলন্ত অঙ্গার আমাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে, সুতরাং তুমি আমার চেহারা জাহান্নামের দিক থেকে ঘুরিয়ে দাও। এভাবে সে আল্লাহকে ডাকতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি যদি তোমার এই চাওয়া পূরণ করি তাহলে তুমি অন্যকিছু প্রার্থনা করবে? লোকটি বলবে, না। হে আল্লাহ, তোমার সম্মানের শপথ! অন্যকিছু চাইব না। সুতরাং তার চেহারা জাহান্নামের দিক থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এরপর সে বলবে, হে প্রভু, তুমি আমাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করে দাও। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি বলোনি, আমার কাছে আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য আদমসন্তান! তুমি কতই-না গাদ্দার! সে এরূপই প্রার্থনা করতে থাকবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, সম্ভবত আমি যদি তোমাকে এটা দিয়ে দিই তবে তুমি অন্য আরেকটি আমার কাছে প্রার্থনা করবে। লোকটি বলবে, না, তোমার সম্মানের শপথ! অন্যটি আর চাইব না। তখন সে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এই মর্মে ওয়াদা করবে যে, সে আর কিছুই চাইবে না। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের দরজার নিকটবর্তী করবেন। সে যখন জান্নাতের নেয়ামতগুলো দেখবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। এরপরই সে বলতে থাকবে, হে প্রভু, তুমি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি কি বলোনি যে আর কিছু চাইবে না? আফসোস তোমার জন্য হে আদমসন্তান! তুমি কতই-না অকৃতজ্ঞ। লোকটি বলবে, হে প্রভু, তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিজীবের মাঝে সবচেয়ে হতভাগ্য করো না। এভাবে সে প্রার্থনা করতে থাকবে। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা হেসে ফেলবেন। আর আল্লাহ তাআলা যখন হেসে ফেলবেন, তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে দেবেন। এরপর সে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, তোমার যা ইচ্ছা হয় আমার কাছে চাও। সে অনেককিছু চাইবে, এমনকি তার আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, এগুলো তোমার এবং এর সমপরিমাণও তোমার। [*সহিহ বুখারি*, ৮০৬]

আবু হুরাইরা রা. বলেন, এই ব্যক্তি সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী মুমিন। সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করা ব্যক্তির ভাগ্যেই যদি এত নেয়ামত থাকে, তাহলে অন্যরা কী পরিমাণ প্রতিদান ও নেয়ামত পাবে তা তো বলাই বাহুল্য।

সুতরাং আপনার চারপাশে অন্যদের কাছে যা-কিছু দেখেন, সেসব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনাকে আল্লাহ তাআলা যে নেয়ামত দান করেছেন, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং জেনে রাখুন, আপনার প্রতিপালকও আপনাকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন, আপনার প্রতিপালক ব্যতীত তা গুনে শেষ করার ক্ষমতা কারও নেই।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকাও। তবে তোমাদের চেয়ে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে তাকাবে না। কেননা আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ না ভাবার এটাই উত্তম পন্থা। [*সহিহ মুসলিম*, ৭৩২০]

তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন

স্ত্রীর সঙ্গে আপনার যত ঝগড়াবিবাদই হোক, যত বিরোধিতাই থাকুক, তবুও তার সঙ্গে সম্পর্কবিচ্ছেদ বা তালাক দেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করবেন না। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন। [সুরা তালাক, ১]

এক ব্যক্তি একবার আমাকে বললেন, দীর্ঘদিন আমার সন্তান থেকে একটি সুন্দর আচরণের অপেক্ষা করেছি অথবা যেন সে আমার বার্ধক্যের ওপর একটু দয়া করে সেই অপেক্ষা করেছি। একসময় নিরাশার কারণে তাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন পরই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমার কাছে নতুনরূপে ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের মনে অনুগ্রহ ঢেলে দিয়েছেন, যার কারণে তারা আমার জন্য এমন কিছু করেছে, যা আমি কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। তখন আমি অন্তরের গভীর থেকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

কেউ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন মনমতো চলেছে। জীবনের দীর্ঘ সময় নষ্ট করেছে ভুল পথে চলে। তারপর আবার নতুনভাবে পরিবর্তনের ইচ্ছা করেছে। ফলে একসময় সে তার স্বপ্নের বাস্তবায়নে সফল হয়েছে। তার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। সে বিশ্বাস রেখেছে আল্লাহ তাআলার এ কথায়, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. ছিলেন পৃথিবীর অন্যতম

অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি। সত্য থেকে বিচ্যুত ভ্রান্ত পথের পথিক। অবশেষে একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ, আপনি দুই উমরের কোনো একজনের মাধ্যমে ইসলামকে গৌরবান্বিত করুন। এরপর উমর রা.-এর জীবনের মোড় পরিবর্তন হয়ে গেল, তিনি ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করে দিলেন। এখানেও আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রতিফলিত হয়েছে, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা. মুসলমানদের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধগুলোয় কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। বদরের যুদ্ধে বড় বড় সাহাবিকে হত্যা করে কাফেরদের জন্য সম্মান এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু একপর্যায়ে তিনিই সাইফুল্লাহ তথা আল্লাহ তাআলার তরবারি উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। এখানেও আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রতিফলিত হয়েছে, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

আবু সুফিয়ান রা. মক্কা বিজয়ের আগপর্যন্ত ইসলামই গ্রহণ করেননি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে বের হন, তখনো আবু সুফিয়ান কাফেরদের সহযোগিতায় বেরিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন একজন খাঁটি মুমিন হয়েই ফিরে এলেন। এখানেও আল্লাহ তাআলার এই বাণী প্রতিফলিত হয়েছে, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

আপনার সন্তানকে সৎ পথে ফেরাতে তাড়াহুড়া করবেন না। স্ত্রীর সংশোধনের ক্ষেত্রেও তাড়াহুড়া করবেন না। আপনার চিন্তা ও মতবাদ গঠনেও তাড়াহুড়া করবেন না, সম্ভাব্য সবরকম উপায় অবলম্বন করুন এবং তার মাধ্যমে প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট হোন। তারপর আল্লাহ তাআলার তাওফিকের অপেক্ষায় থাকুন। কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

আপনার চিন্তা ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় ভেঙে পড়বেন না, পরিশ্রম বৃথা যাওয়া বা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হওয়ায়ও নিরাশ হবেন না। কেননা সামনের ভালো দিনগুলো, কাঙ্ক্ষিত মুহূর্তগুলো এবং জীবনের আনন্দগুলো হয়তো অর্ধেকটা পথ ইতিমধ্যে চলে এসেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, তুমি জানো না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো নতুন বিষয় সৃষ্টি করে দেবেন।

বলুন আল্লাহই সব ক্ষমতার মালিক

জীবনে আপনি যে বিপদাপদের মুখোমুখি হন, তা দেখে হতাশ হয়ে পড়বেন না। যারা ধর্মীয় জীবনপদ্ধতিকে অবজ্ঞা করেছে এবং এই ধর্মের রশিকে ছিন্ন করতে চেয়েছে বা ধর্মের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করার অপচেষ্টা করেছে, অচিরেই তাদের এই চক্রান্ত থেকে মুক্তির মুহূর্ত আগমন করবে এবং কড়ায়-গন্ডায় তাদেরকে এই চক্রান্তের মূল্য দিতে হবে।

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলাই এই পৃথিবীর সবকিছু পরিচালনা করেন। এই পৃথিবীতে যা-কিছু ঘটে সবই তাঁর নির্দেশে ঘটে এবং তিনি যা চান, কেবল সেটাই এ জগতে বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> বলুন, হে আল্লাহ, হে সার্বভৌম শক্তির মালিক, তুমি যাকে চাও ক্ষমতা দান করো আর যার থেকে চাও ক্ষমতা কেড়ে নাও। যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো এবং যাকে চাও লাঞ্ছিত করো। সমস্ত কল্যাণ তোমারই হাতে। নিশ্চয় তুমি সব বিষয়ে ক্ষমতাবান। [সুরা আলে ইমরান, ২৬]

তিনি ক্ষমতা দান করেন, আবার তিনিই ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। তিনি তাওফিক দান করেন, আবার তিনিই বাধা প্রদান করেন। তিনি জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পৃথিবীতে তা-ই ঘটে, যা তিনি চান। সেভাবেই ঘটে যেভাবে তিনি চান। সে সময়েই ঘটে যে সময়ে তিনি তা ঘটানোর ইচ্ছা করেন। তার ফয়সালা সরিয়ে দেওয়ার অথবা তার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছোট করার অধিকার এবং শক্তি জগতের কারও নেই।

আল্লাহর রাসুল ইবরাহিম আ.-এর বিরুদ্ধে নমরুদ মাথাচাড়া দিয়েছিল। সে সত্যের বিপক্ষে মিথ্যা ও কুফরের পক্ষে ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু পুরো পৃথিবী দেখেছে, কেমন নিকৃষ্ট পরিণতির শিকার হয়েছিল সে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

ফেরাউন ঘোষণা করেছিল, 'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

[সুরা নাযিআত, ২৪]

সে দম্ভ করে বলেছিল, 'আমি তো আমার নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপাস্য আছে বলে জানি না।' [সুরা কাসাস, ৩৮]

সে আরও বলেছিল,

'মিশরের রাজত্ব কি আমার হাতে নয়? এবং (দেখো) এসব নদনদী আমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না? [সুরা যুখরুফ, ৫১]

আল্লাহ তাআলা তাকে হঠকারিতা থেকে বিরত রাখতে মুসা এবং হারুন আ.-কে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা ফেরাউনের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলবে। তার হেদায়েতের জন্য যতকিছু করা সম্ভব, যত উপায় অবলম্বন করার সুযোগ আছে সব করবে। কিন্তু কোনোকিছুতেই সে কুফর ও ভ্রান্তি থেকে ফেরেনি। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাকে পাকড়াও করেছেন, তখন সে পালানোর পথ খুঁজে পায়নি। পবিত্র কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

আমি বনি ইসরাইলকে সাগর পার করিয়ে দিলাম। তখন ফেরাউন ও তার বাহিনী জুলুম ও সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদের পিছু নিলো। পরিশেষে যখন সে ডুবে মরার সম্মুখীন হলো, তখন বলতে লাগল, আমি স্বীকার করলাম, বনি ইসরাইল যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আমিও অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত। (উত্তর দেওয়া হলো) এখন ঈমান আনছ? অথচ এর আগে অবাধ্যতা করেছ এবং ক্রমাগত অশান্তি সৃষ্টি করতে থেকেছ। সুতরাং আজ আমি তোমার (কেবল) দেহটি বাঁচাব, যেন তুমি তোমার পরবর্তীকালের মানুষের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো। (কেননা) আমার নিদর্শন সম্পর্কে অনেক লোক গাফেল হয়ে আছে।

[সুরা ইউনুস, ৯০-৯২]

আল্লাহ তাআলা কারুনকে অনেক সম্পদ দিয়েছিলেন। তার ধনভান্ডারের চাবিগুলো বহন করার জন্য শক্তিশালী একদল মানুষের প্রয়োজন হতো। পবিত্র কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

কারুন ছিল মুসার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি। কিন্তু সে তাদের ওপরই জুলুম

করল। আমি তাকে এমন ধনভাণ্ডার দিয়েছিলাম, যার চাবিগুলো বহন করা একদল শক্তিমান লোকের পক্ষেও কষ্টকর ছিল। একটা সময় ছিল যখন তার সম্প্রদায় তাকে বলেছিল, বড়াই করো না। যারা বড়াই করে আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। [সুরা কাসাস, ৭৬]

কিন্তু সে বিদ্রোহ করেছে, অবাধ্যতায় অনড় থেকেছে, অহংকার এবং ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। ফলে শেষ পর্যন্ত তার কী নিকৃষ্ট পরিণতি হয়েছে, কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

পরিণামে আমি তাকে ও তার বাড়িটি ভূগর্ভে ধসিয়ে দিলাম। অতঃপর সে এমন একটি দলও পেল না, যারা আল্লাহর বিপরীতে তার কোনো সাহায্য করতে পারত এবং নিজেও পারল না আত্মরক্ষা করতে। [সুরা কাসাস, ৮১]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আরও এমন অনেক জাতির ব্যাপারে জানিয়েছেন, যারা অহংকার করত, অবাধ্যতা করত এবং পৃথিবীর বুকে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করে বেড়াত। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ওপর নিজের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন করেছেন। কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

তুমি কি দেখোনি তোমার প্রতিপালক আদ (জাতি)-এর প্রতি কী আচরণ করেছেন? ইরাম সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা উঁচু উঁচু স্তম্ভের অধিকারী ছিল। যাদের সমান পৃথিবীতে আর কোনো জাতিকে সৃষ্টি করা হয়নি? এবং কী আচরণ করেছেন সামুদ (জাতি)-এর প্রতি, যারা উপত্যকায় বড় বড় পাথর কেটে ফেলেছিল? এবং কী আচরণ করেছেন পেরেকওয়ালা ফেরাউনের প্রতি? যারা দুনিয়ার দেশে-দেশে অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিল। এবং তাতে অশান্তি বিস্তার করেছিল। ফলে তোমার প্রতিপালক তাদের ওপর শাস্তির কষাঘাত হানলেন। দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন। [সুরা ফজর, ৬-১৪]

তিনি সবই দেখেন

দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।

[সুরা ফজর, ১৪]

কে স্বেচ্ছাচারিতা করেছে, কে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং কে অহংকার প্রদর্শন করেছে তিনি সব দেখেন। একইভাবে তিনি দেখেন, কে রাসুলের সুন্নতকে অনুসরণ করে সঠিকভাবে জীবন পরিচালনা করেছে।

'দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।' তা ব্যক্তি হোক বা দল, সাম্রাজ্য হোক বা জাতি, আল্লাহ তাআলা সবকিছু দেখে রাখছেন।

'দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।' যে ভেবেছে পৃথিবীতে কোনো একদিন আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কোনো বিধান চালু করবে, অথবা আল্লাহর রচিত জীবনপদ্ধতির বিপরীত কোনো অন্যায় পদ্ধতি পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করবে, আল্লাহ তাআলা তাদের সবাইকেই দেখে রাখছেন।

'দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।' অন্যায়কারী, পাপাচারী ও আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষাকারীদের প্রতি, সবসময় এবং সব জায়গায়।

'দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।' যারা দীর্ঘদিন যাবৎ পৃথিবীতে ভ্রষ্টতা ও পাপাচারের ওপর অবিচল রয়েছে, তাদের জন্য এই আয়াতটি একটা সতর্কবার্তা।

'দৃঢ়বিশ্বাস রাখো, তোমার প্রতিপালক সকলের ওপর দৃষ্টি রাখছেন।' সুতরাং আপনি জুলুমের শিকার হলেই অস্থির হয়ে পড়বেন না, অচিরেই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আপনিও সেদিন আনন্দ করবেন, সেদিন আপনার হৃদয় ও মনে সুখ ও প্রাপ্তির আবহ ছড়িয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

আমি প্রত্যেককেই তার অপরাধের কারণে পাকড়াও করি। তাদের কেউ তো এমন, যার বিরুদ্ধে পাঠাই পাথর বর্ষণকারী ঝড়ঝঞ্ঝা, কেউ ছিল এমন যাকে আক্রান্ত করে মহানাদ, কেউ ছিল এমন, যাকে ভূগর্ভে ধসিয়ে দিই, এবং কেউ ছিল এমন, যাকে করি নিমজ্জিত। বস্তুত আল্লাহ এমন নন যে, তাদের প্রতি জুলুম করবেন; বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছিল।

[সুরা আনকাবুত, ৪০]

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা জালেমদের ঢিল দিয়ে থাকেন। অবশেষে যখন তাদের ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। (বর্ণনাকারী বলেন,) এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেন,

যে-সকল জনপদ জুলুমে লিপ্ত হয়, তোমার প্রতিপালক যখন তাদের ধরেন, তখন তাঁর ধরা এমনই হয়ে থাকে। বাস্তবিকই তাঁর ধরা অতি মর্মন্তুদ, অতি কঠিন। [সুরা হুদ, ১০২], [*সহিহ বুখারি*, ৪৬৮৬]

হিসাব করে দেখুন, আপনার জীবনেও অনেক জালেমের ধ্বংসের সংবাদ শুনেছেন, অথবা নিজের চোখে দেখেছেন, বা আপনি জেনেছেন, কতটা নিকৃষ্ট পরিণতিতে তাদের জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে। যারা এই পৃথিবীতে অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে, সবাই চলে গেছে। কেউই এ জগতে স্থায়ী হতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

তাদের আগে আমি কত মানবগোষ্ঠীকেই ধ্বংস করেছি। তুমি কি হাতড়েও তাদের কারও সন্ধান পাও কিংবা তুমি কি তাদের কোনো সাড়াশব্দ শুনতে পাও?

[সুরা মারয়াম, ৯৮]

আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট

সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন।

[সুরা বাকারা, ১৩৭]

তারা ব্যক্তি হোক বা জাতি, সমাজ হোক বা সাম্রাজ্য।

'সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন।' যদিও বিশ্বের সকলপ্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র তাদের কাছে থাকুক।

'সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন।' কেননা তারা তো আল্লাহর সৃষ্টির, তাঁর রাজত্বের ও বান্দাদের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র।

'সুতরাং শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদের সাহায্যার্থে তাদের দেখে নেবেন।' যেমন তিনিই আপনার পূর্ববর্তীদের জন্য যথেষ্ট হয়েছেন, ঠিক সেভাবে তিনিই আপনার জন্য এবং আপনার পরবর্তীদের জন্য যথেষ্ট হবেন।

জীবনে কতবার আপনি অসুস্থ হয়েছেন, ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, জীবনে কতবার তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন।

কতবার এমন হয়েছে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় আপনি ছটফট করেছেন বা সংকট ও বিপত্তিতে জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। স্মরণ করে দেখুন, এসব বিপদ ও বিপত্তির অভিযোগ কতবার অবচেতন মনে আপনি আল্লাহ তাআলার দিকেই তুলেছেন। কিন্তু এমনও হয়েছে যে, আপনি পরিশ্রান্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার দুয়ারেই আবার দু-হাত তুলে বলেছেন, হে প্রভু। হৃদয়ের গভীর থেকে আপনার প্রতিপালক এবং আপনার সত্যিকারের অভিভাবকের সামনে আপনি ভিখারির বেশে দাঁড়িয়েছেন। কতবার এমন হয়েছে, আসমান থেকে এক অদৃশ্য আলোকচ্ছটা এসে আপনার হৃদয়ে প্রশান্তির ছোঁয়া দিয়ে গিয়েছে।

কতবার এমন হয়েছে, সবকিছু আপনার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আপনার হৃদয় তার প্রতিপালকের প্রতিই ধাবিত হয়েছে, গোপনে তাঁর কাছেই

সবকিছু বলেছে এবং তাঁরই দুয়ারে আরোগ্য, নিরাময় ও মুক্তির আশায় হাত পেতেছে।

কতবার এমন হয়েছে যে আপনার হৃদয় ও অনুভূতি জাগতিক সকল বস্তু থেকে মুক্ত হয়ে শুধু আল্লাহর ওপর ভরসায় পূর্ণ হয়েছে। অথচ তখন আপনার কাছে পার্থিব বস্তু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন আপনি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার প্রতি মনোনিবেশ করেছেন এবং বারবার আপনার প্রার্থনায় বলেছেন, হে আল্লাহ! আমরা যা বলছি এগুলো শুধু আমাদের মুখের কথা নয়; বরং এগুলো আমাদের হৃদয়ের কথা, আমাদের অনুভূতির আবেদন, আমরা কেবল শরিয়তের দায় এড়াতেই এসব শব্দ উচ্চারণ করছি না, বা নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়াই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়; বরং আমরা আপনার কাছে সত্যিই এসবের ভিক্ষা করছি। আমরা যখন এ কথাগুলো বলছি, তখন আমাদের বিশ্বাস হলো, আমাদের সামনে আসমানের দরজা খুলে যাবে এবং আমরা জীবনে যা চাই সবকিছুই আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারব।

কতবার এমন হয়েছে, আপনার চারপাশের লোকেরা ভেবেছে যে, আপনার এই রোগের আরোগ্য একমাত্র আল্লাহ তাআলাই দিতে পারেন। অথচ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বাস্তবতা আমরা বুঝতে পারিনি। যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। [সুরা আনআম, ১৭]

নিঃসন্দেহে একমাত্র আল্লাহ তাআলাই আপনাকে অসুস্থতা দান করেন এবং তিনিই আপনাকে সুস্থতা দান করেন। আপনাকে বিপদাপদ থেকে তিনিই মুক্তি দান করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই আমার পথপ্রদর্শন করেন। এবং আমাকে খাওয়ান ও পান করান। এবং আমি যখন পীড়িত হই, আমাকে আরোগ্য দান করেন। এবং যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, ফের আমাকে জীবিত করবেন। এবং যার কাছে আমি আশা রাখি, হিসাবনিকাশের দিন তিনি আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন।
>
> [সুরা শুআরা, ৭৮-৮২]

হেদায়েতপ্রাপ্তদের বিশ্বাস এটাই।

যখন রোগ-ব্যাধি এবং বিপদাপদ আপনাকে দুর্বল করে ফেলবে, তখন স্মরণ করুন আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন, তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা থেকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কেউ নেই।

অতএব হৃদয়, অনুভূতি ও প্রাণের আকুতি দিয়ে পূর্ণ আগ্রহ ও প্রত্যাশা নিয়ে আপনার প্রতিপালকের দিকে মনোনিবেশ করুন এবং স্মরণ করুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী, যেখানে তিনি বলেন,

> তবে কে তিনি, যিনি কোনো আর্ত যখন তাকে ডাকে, তার দোয়া কবুল করেন ও তার কষ্ট দূর করে দেন এবং যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান? (তবুও কি তোমরা বলছ) আল্লাহর সঙ্গে অন্য প্রভু আছেন? না, বরং তোমরা অতি অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো। [সুরা নামল, ৬২]

স্মরণ করুন, যিনি আপনাকে অসুস্থ করেছেন তিনি আপনাকে কী বলেন। তিনি বলেন,

> (হে নবী) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি। [সুরা বাকারা, ১৭৬]

কেবল তাঁর দিকে ধাবিত হলে, বুকভরা আশা নিয়ে তার কাছে প্রার্থনা করলেই আসমান থেকে আপনার সবকিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে। এই প্রতিশ্রুতি তিনি নিজেই দিয়েছেন। আর, তাঁর চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কে আছে? তিনি বলেন, (হে নবী) আমার বান্দাগণ যখন আপনার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন (আপনি তাদেরকে বলুন যে,) আমি এত নিকটবর্তী যে, কেউ যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি।

এমনকি আপনি যখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন, তখন তার কাছে আপনার দেহটাকে সোপর্দ করুন। কিন্তু আপনার হৃদয় ও অনুভূতিকে আল্লাহ তাআলার প্রতিই ধাবিত রাখুন। তাঁকেই জীবনের একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করুন। আপনার হৃদয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে স্থান দেবেন না।

যখন আপনি চিকিৎসকের সামনে মুমূর্ষু অবস্থায় পড়ে আছেন, বা জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময় পার করছেন, তখনো বিশ্বাস রাখুন, যিনি আপনাকে সুস্থতা দিতে পারেন, যিনি আপনাকে শান্তি-সুখ এনে দেন এবং যিনি আপনাকে সকল বিপদ থেকে মুক্ত করার ক্ষমতা রাখেন তিনি একমাত্র আল্লাহ। তিনি ব্যতীত আর যে আছে, আর যা আছে, সবই কেবল পার্থিব উপায় ও অবলম্বন। কিন্তু প্রকৃত আরোগ্যদাতা আল্লাহ তাআলা নিজেই। তাই তো তিনি বলেন, আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দান করেন তবে স্বয়ং তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই।

কঠিন নয় সহজ করুন

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াতের জন্য কাউকে কোথাও পাঠাতেন, তখন তাকে বলতেন,

> তোমরা লোকদেরকে সুসংবাদ দেবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবে না, সহজ করবে, কঠিন করবে না।
>
> [*সহিহ মুসলিম*, ৪৪১৭]

এর মাধ্যমে মূলত তিনি তার হৃদয়ে সুধারণা ও প্রত্যাশা তৈরি করে দিতেন। মানুষের হৃদয় ও চেতনাকে জাগিয়ে তুলুন। তাদের কষ্ট, যন্ত্রণা, রোগ-ব্যাধি ও বিপদাপদ দূর করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তাদের সুসংবাদ দিন, ভরসা দিন, শুভকামনা জানান এবং তাদের অন্তরে প্রশান্তির অনুভূতি জাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন।

আপনি যদি সুসংবাদ দিয়ে কারও হৃদয়ে আনন্দ দেন, তখন তার ভেতরে একটা সুখানুভূতি তৈরি হয়। আর আল্লাহ তাআলার নিকট মূল্যবান একটি আমল হলো, কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ দেওয়া। আবু যর গিফারি রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী, যে পুণ্যের কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা মুমিনের জন্য নগদ সুসংবাদ। [*সহিহ মুসলিম*, ৬৬১৪]

যদি কোনো গুনাহগার ব্যক্তি আপনার কাছে আসে, যে তার গুনাহের শাস্তির কথা ভেবে ভীতসন্ত্রস্ত এবং যে নিজের অন্যায় কাজের ওপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার দিকে ধাবিত হয়, তখন তাকে বলবেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

> (হে নবী) যারা কুফর অবলম্বন করেছে, তাদের বলে দিন, তারা যদি শিরক থেকে বিরত থাকে, তবে অতীতে যা-কিছু হয়েছে তা ক্ষমা করে দেওয়া হবে।
>
> [সুরা আনফাল, ৩৮]

তাকে এই আয়াতও পাঠ করে শোনান, যে আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

বলে দাও, হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজ সত্তার ওপর সীমালঙ্ঘন করেছে, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সুরা যুমার, ৫৩]

যদি কোনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আপনার কাছে আসে, বা কেউ তার কঠিন কোনো পরিকল্পনার কথা আপনাকে জানায়, তাহলে তাকে উৎসাহ এবং ভরসা দিন। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এ ধর্মকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত সফর করবে, (যাত্রাপথে) আল্লাহ ছাড়া সে অন্য কাউকেই ভয় করবে না। তার মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে-বাঘেরও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বেশ তাড়াহুড়া করছ। [*সহিহ বুখারি*, ৩৬১২]

কেউ যদি এসে আপনাকে তার বিষণ্ন জীবনের গল্প শোনায়, আশাভঙ্গের ভয় বা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীতির কথা জানায়, তবে তাকেও আপনি ভরসা দিন, আস্থার কথা বলুন এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করুন। তাকে বলুন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

তোমরা যদি কৃতজ্ঞ হয়ে যাও এবং (সত্যিকারার্থে) ঈমান আনো তবে আল্লাহ তোমাদের শাস্তি দিয়ে কী করবেন? আল্লাহ গুণগ্রাহী, সর্বজ্ঞ। [সুরা নিসা, ১৪৭]

সুতরাং পথ দীর্ঘ দেখে হতাশ হবেন না। স্বপ্ন বাস্তবায়নে দেরি হলে ভেঙে পড়বেন না। কাজ কঠিন হলেও ঘাবড়াবেন না। বরং বিশ্বাস রাখুন, অচিরেই আপনিও আনন্দের সংবাদ পাবেন এবং আপনার সব স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর সংস্কারচিন্তা, তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন ও সমাজপরিবর্তনের কর্তব্যে সফলতার অপেক্ষায় দীর্ঘ ২৩ বছর পার করেছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা তাকে তার দায়িত্ব পূর্ণ করার সুসংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

যখন আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং তুমি মানুষকে দেখবে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা-সহ তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো ও তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করো।

নিশ্চয় তিনি অতি ক্ষমাশীল।

[সুরা নাসর, ১-৩]

অনেক সমাজসংস্কারক ব্যক্তি তাদের সারা জীবনের চেষ্টা-সাধনা ও কর্মের ফলাফল দেখার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। তবে তাদের মৃত্যুর পর আল্লাহ তাআলা তাদের স্মৃতি হিসাবে তাদের কর্মের সাফল্য পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন।

এমন কিছু বই আছে যেগুলো, মানুষের কাছে খুব একটা পরিচিতি পায়নি। কিছু মানুষের চেষ্টা তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেনি বা কিছু ব্যক্তি জীবদ্দশায় উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধির দেখা পাননি। কিন্তু যখন তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, ইহকালকে বিদায় জানিয়ে পরকালের যাত্রা শুরু করেছেন, তখন তাদের জীবনের অবদানগুলো প্রস্ফুটিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সাধনাকারী ব্যক্তিদের হৃদয়ের ডাক শুনেছেন। তাদের মৃত্যুই ছিল তাদের সাধনার চূড়ান্ত সীমা। ফলে মৃত্যুর পরেই তাদের কীর্তি পৃথিবীতে আলো ছড়িয়েছে।

কোনো শিশুকে পেলেও তার ভেতর আশার আলো ছড়িয়ে দিন।

কাউকে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখলে উত্তম কথা ও সুচিন্তিত মতামতের মাধ্যমে তার জন্য কল্যাণের দোয়া করে দিন। যদি কোনো বেকার ছেলেকে চাকরির খোঁজ করতে দেখেন, তবে তাকেও এই বলে সান্ত্বনা দিন যে, সেও অচিরেই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ করবেন।

যখন কোনো অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখবেন, তাকে বলুন আল্লাহ তাআলা নিঃসন্দেহে আপনাকে ভালোবাসেন এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন।

যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন হীনম্মন্যতায় ভুগছে, তখন তার দুশ্চিন্তা দূর করে তার ভেতর আশার আলো জ্বেলে দিন। যেন সে নতুনভাবে বাঁচতে শেখে।

অন্ধ সন্তানের গল্প

একবার এক লোকের সঙ্গে আমার কথা হলো। সে তার জীবনের একটি ঘটনা আমাকে শুনাল। লোকটি বলল, আনন্দের একটি সংবাদ পেয়ে আমি সফর থেকে বাড়িতে ফিরলাম। সংবাদটি হলো, আমার স্ত্রী একটি পুত্রসন্তান জন্ম দিয়েছে। আমি আনন্দিত মনে সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের কাছে গেলাম। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন এই স্বপ্নের দেখা পেলাম, তখন পিতৃত্বের চাদরে মুড়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম। কিন্তু তার কপালে চুমু খেতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলাম, আমার সন্তানটি অন্ধ।

মুহূর্তেই পুরো পৃথিবী আমার সামনে সংকীর্ণ হয়ে গেল। আমার আনন্দ বেদনায় রূপ নিলো। আনন্দের মুহূর্তটি বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম, যদি আমি তাকে না দেখতাম! এখন আমি তাকে নিয়ে কী করব!

ধীরে ধীরে পুত্রটি বড় হলো। সে কুরআন মুখস্থ করা শুরু করল। তখন থেকেই নতুন করে আনন্দের গল্প শুরু হলো। সে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করার মাধ্যমে অন্ধত্বকে জয় করতে লাগল। এভাবেই সে দুঃখ-বেদনার মুহূর্তগুলোকে আনন্দময় করে তুলতে লাগল এবং বিষণ্নতাকে ঢেকে দিতে লাগল সুখের চাদরে।

সে পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলল। স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে শীর্ষ স্থান লাভ করল। এসবের মধ্য দিয়ে সে তার বাবাকে এত উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের আসনে তুলে দিলো যে, তখন তার বাবা ভাবতে লাগলেন, যদি এই অন্ধ সন্তান না হতো, তাহলে তিনি কোনো দিনই এই মর্যাদায় আসীন হতে পারতেন না।

যে ব্যক্তি ত্যাগ স্বীকার করে, একদিন না একদিন তার জীবনে সফলতা এসে ধরা দেবেই। মনে রাখবেন, নৈরাশ্যের গভীরেই লুকিয়ে থাকে সুযোগও সম্ভাবনা। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতের পরেই আগমন করে নতুন স্নিগ্ধ সকাল।

এজন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

যে ব্যক্তি বলে লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে, সে-ই তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত লোক। অন্য বর্ণনামতে, সে-ই তাদেরকে ধ্বংস করেছে বা ক্ষতির সম্মুখীন করেছে। [*সহিহ মুসলিম*, ৬৫৭৭]

কেন সে তাদেরকে ধ্বংস করে দেবে? কারণ সে এ কথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে খারাপ ধারণার জন্ম দেবে এবং তাদের আনন্দ ও প্রত্যাশার মনোভাবে পানি ঢেলে দেবে। আর সে তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত এজন্য যে, মানুষের ভেতর সে-ই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসের চিন্তা লালন করে, অন্যায়ের ফেরি করে এবং বাস্তব জীবন সম্পর্কে সে-ই সর্বাধিক নেতিবাচক ভাবনা পোষণ করে।

সুতরাং এই হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন যে, বাস্তব জীবন যেমনই হোক সে কারণে আপনি নিরাশ হয়ে পড়বেন না। কখনই হীনম্মন্যতায় ভুগবেন না এবং মানুষের সম্পর্কে এমন মন্তব্য করবেন না, যা পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে পারে; বরং সুধারণা করুন। লোকদেরকে অযথা দুশ্চিন্তায় ফেলে আপনার কী লাভ বলুন!

একবার এক ইহুদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'আসসামু আলাইকুম।' তথা আপনার মৃত্যু হোক। উত্তরে নবীজি বললেন, 'ওয়া লাইকা।' তথা তোমারও মৃত্যু হোক। আয়েশা রা. এ কথা শুনতে পেয়ে বললেন, অভিসম্পাত ও মৃত্যু তোরই হোক।' নবীজি বললেন,

'হে আয়েশা, নম্রতা প্রতিটি জিনিসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে আর যার মাঝে তা থাকে না, সে জিনিস অসুন্দর ও কুৎসিত হয়ে যায়।' সুতরাং তুমি নম্র আচরণ করো। কেননা, জীবন তোমার রাগের চেয়েও সহজ, তোমার দুঃখের চেয়েও হালকা এবং তোমার বিরক্তির চেয়েও উজ্জ্বল। আয়েশা রা. বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি শোনেননি সে কী বলেছে?' নবীজি বললেন, 'অবশ্যই শুনেছি। সেজন্যই তো উত্তরে বলেছি, ওয়া লাইকা, অর্থাৎ তোমার ওপরও মৃত্যু বা শান্তি।' [*আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৩৫৩১]

অনেক মানুষ রুগ্ন হয়ে পড়েছে, অথবা দুঃখ, হীনম্মন্যতা ও নেতিবাচক ধারণার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এভাবে প্রতিদিনই তারা নিজেদেরকে হাজারবার হত্যা করে চলেছে।

অথচ দেখুন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারও নামের দুঃখ ও হতাশাজনক অর্থও পছন্দ করতেন না।

সাইদ ইবনে মুসাইয়িব রহ.-এর দাদা যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন নবীজি তাকে বললেন,

> তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আমার নাম হাযনুন (যার অর্থ অসমান শক্ত ভূমি)। তিনি বললেন, না; বরং তুমি সাহলুন (যার অর্থ সমতলভূমি, নরম ভূমি)। তিনি বললেন, আমার পিতা আমার যে নাম রেখেছেন, আমি সেটা পরিবর্তন করব না। বেশ কিছুকাল পরে ইবনে মুসাইয়িব রহ. বলেন, এরপর থেকে আমাদের বংশে দুঃখকষ্ট লেগেই আছে। [*সহিহ বুখারি*, ৬১৯৩]

আবার যখন হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল ইবনে আমর রা. আগমন করলেন, তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা বিষয়টি তোমাদের জন্য সহজ করুন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুভ সংবাদ গ্রহণ করা পছন্দ করতেন। ভালো কথা তাঁকে আনন্দিত করত। সুন্দর নামসমূহ তাঁকে মুগ্ধ করত। আর প্রত্যেক খারাপকে ভালো দ্বারা পরিবর্তন করে দিতেন।

অচিরেই আপনি সফল হবেন আপনার ভবিষ্যৎ জীবনে, আপনার শিক্ষাজীবনে ও আপনার কর্মজীবনে এবং ভবিষ্যতে আপনিও বড় কিছু হবেন। আপনার পরিবারের অসুস্থরা সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনার দুঃখ ও ক্ষতস্থানগুলো ধীরে ধীরে সেরে যাবে। পুনরায় আপনি দেশে ফিরে আসবেন। পথ আপনার জন্য সহজ হবে এবং মহল্লার মসজিদেই আপনি নিজের সম্মান ও প্রভাব দেখতে পাবেন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নতুন করে সাক্ষাৎ হবে এবং আমরা উপদেশের গল্প নতুন করে লিখব।

আপনার ছেলেও সঠিক পথে ফিরবে, যদিও কিছুটা ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। তবে বিশ্বাস রাখুন, এমন এক দিন আপনার জীবনে আসবে, যখন এ সন্তান আপনাকে বারবার আনন্দের সংবাদ শোনাবে। সুতরাং অস্থির হবেন না। হতাশ হবেন না। দুঃখিতও হবেন না। কারণ আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গেই আছেন, তিনি আপনার হৃদয়ের দুঃখ এবং আপনার বিপদের অনুভূতি দেখছেন। তিনি আপনার অভিযোগ ও অনুযোগের আওয়াজ শুনছেন, তিনিই আপনার অবশিষ্ট জীবনকে আনন্দময় করে দিতে সক্ষম।

কিছু কিছু শব্দ (প্রাণির ডাক) খারাপ ও অশুভ কিছুর প্রতি প্ররোচিত করে। সেসবকে গুরুত্ব দেবেন না। এগুলো শয়তানের কুমন্ত্রণা। এসব থেকে বাঁচতে আল্লাহ তাআলার কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমরা রাতে গাধার

ডাক শোনো, তাহলে মনে করবে, সে শয়তান দেখেছে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে শয়তানের থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো।

আর কিছু কিছু শব্দ (প্রাণীর ডাক) আনন্দ ও সুলক্ষণের প্রতি উৎসাহিত করে। তখন আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

যদি তোমরা রাতে মোরগের ডাক শুনতে পাও, মনে করবে, সে ফেরেশতা দেখেছে। অতএব, সে সময় আল্লাহ তাআলার কাছে অনুগ্রহ কামনা করো।

[*সহিহ মুসলিম*, ৬৬৭১]

অন্তরের সুখই প্রকৃত সুখ

কেমন আছেন আপনি? আপনার উপার্জনের কী অবস্থা? থাকার জন্য একটি বাড়ি আছে? বা এমন কোনো সম্পদ আছে, যা ক্রমাগত বাড়ছে? খাওয়ার মতো কিছু কি আছে আপনার কাছে?

হয়তো কখনো আপনার কৌতূহল জেগেছে যে, ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে সুখের মূলমন্ত্র কী। কীভাবে আমি আনন্দিত, নিশ্চিন্ত এবং শান্তিপূর্ণ থাকতে পারব। জীবনের আশা-প্রত্যাশা ও ভালো চাওয়াগুলো কখন পূরণ হবে।

লোকটি একবার তার বন্ধুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, সে একটা প্রাসাদ বানিয়েছে। এটাই তার জীবনকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিলো। তারপর একদিন তার স্ত্রীকে নিয়ে বের হলো। সেও যখন বাড়িটি দেখল, বলল, এই প্রাসাদটি কার? লোকটি বলল, আমার বন্ধুর। তার স্ত্রী নিজেদের অবস্থার ওপর হতাশ হয়ে বলল, এই লোকটাই তো প্রকৃত জীবনের দেখা পেয়েছে এবং তার পরিবারকে সৌভাগ্যবান করেছে। আর আমরা পড়ে আছি সেই দুর্ভিক্ষে, সেই

পুরোনো কুঁড়েঘরে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করুক, তোমার ভুলগুলো মার্জনা করুক।

স্ত্রীর মুখ থেকে এমন অস্ফুট তিরস্কারে লোকটির মন ভেঙে গেল এবং বাকি জীবনে সে কখনো শান্তিতে থাকতে পারল না।

লোকটি ভুলেই গিয়েছিল যে, জীবনের সুখ কখনো বাহ্যিক বিলাসিতা দিয়ে হয় না। চোখের দেখায় মানুষের সুখ অনুভব করা যায় না এবং বাহ্যিক দৃষ্টিতে ব্যক্তির ভালো-মন্দের অনুমানও করা যায় না।

প্রকৃত সুখ তো অন্তরের সুখ। নতুবা কত দুর্ভাগা প্রাসাদে বসেও শান্তির দেখা পায় না; বরং প্রতিনিয়ত দুশ্চিন্তায় থাকে এবং ঋণসংকটে তীব্র অসুখ নিয়েই দিনাতিপাত করে, তার কি হিসাব আছে?

পৃথিবীতে অনেকেই প্রাসাদ-অট্টালিকা তৈরি করেছে, কিন্তু ঋণের দুশ্চিন্তায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। অনেকে নামিদামি গাড়ি ক্রয় করেছে, কিন্তু প্রতিমুহূর্তই তার দুশ্চিন্তায় কাটে। সুখের বাহ্যিক যত উপকরণ, সবই তার জীবনে আছে। কিন্তু সে কিছুতেই সত্যিকারের সুখের দেখা পায়নি। কারণ প্রকৃত সুখ তো অন্তরের সুখ।

আমরা বাহ্যিক যত আনন্দ, উৎসব ও বিলাসিতার চিত্র দেখি, মূলত সেটা সত্যিকারের সুখ, আনন্দ এবং সুলক্ষণের দৃশ্য নয়। বাহ্যিকভাবে যেটাকে মূল্যায়ন করা হয় সেটাও প্রকৃত জীবন নয়। সুখের প্রকৃত চিত্রায়ণ তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেন,

> তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজন-সহ নিরাপদে থাকে, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খাবার থাকে তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।[*সুনানুত তিরমিজি*, ২৩৪৬]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আপনার সুস্থতা, পরিবার-পরিজন নিয়ে বাড়িতে আপনার নিরাপত্তা, আজকের দিনের খাবারের ব্যবস্থা থাকা এবং আপনার হৃদয়-মনের প্রশস্ততাই জীবনের সুখ ও প্রশান্তির জন্য যথেষ্ট।

পৃথিবীতে এমন প্রসিদ্ধ মানুষের অভাব নেই, মঞ্চে মঞ্চে লোকদেরকে আনন্দ দিয়েই যাদের জীবন কাটে। লোকেরা করতালি দিয়ে যাদেরকে সাধুবাদ জানায়। তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে লোকেরা দীর্ঘ সময় পথে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেয়, তাদের সঙ্গে ছবি তোলে। কিন্তু

তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনের কষ্ট প্রকাশ করার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। এমনকি এই চাপা কষ্ট নিয়েই তারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়।

কোনো এক ব্যবসায়ী একটি তাহফিজুল কুরআন বা কুরআন শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান দিলেন। পরবর্তী সময় লোকটি হাফেজদের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। সেই অনুষ্ঠানে তার ছেলের বয়সী বাচ্চাদের এমন মর্যাদা ও সম্মান দেখে লোকটা কেঁদে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, আজকের এই সন্ধ্যার দৃশ্যটি দেখার পর আমার মনে হচ্ছে আমার সব সম্পদের বিনিময়ে হলেও আমি এই কুরআন মুখস্থ করি। সম্পদ দিয়ে আমি কী করব, কুরআনের মধ্যে সত্যিকারের জীবনের যে চিত্র আমি দেখেছি, তা সারা জীবন প্রতিটি মুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে থাকবে।

আরেক ব্যক্তি মনে করত, জীবনের সব সুখ ও সাফল্য একজন সুন্দরী নারীকে বিয়ে করার মধ্যে। এজন্য সে তার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে তাকে পাওয়ার চেষ্টায় লেগে থাকে। তার জীবন-যৌবন, সম্পদ ও চিন্তা-চেতনা সবকিছু তাকে পাওয়ার পেছনে ব্যয় করে। অবশেষে সে সুন্দরী নারীকেই বিয়ে করে। কিন্তু এক মাস না যেতেই দেখা গেল, সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। লোকেরা কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, আমি গত এক মাসে যে পরিমাণ যন্ত্রণা ভোগ করেছি সারা জীবনেও সেই পরিমাণ কষ্ট পাইনি। এখন বুঝেছি, সুখ মূলত অন্য জিনিস। এতকাল আমি যা ভেবে এসেছি, তা থেকে একেবারেই ভিন্ন।

এক ভদ্র লোক আমাকে বলল, কর্মজীবনের শুরুতে আমি একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতাম। কিন্তু মনে মনে স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদটি লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করতাম। এটাকেই আমি জীবনের প্রকৃত সম্মান মনে করতাম। একজন প্রধান শিক্ষককে সবাই যেভাবে সম্মান করে এবং সহকর্মীরা যেভাবে তার কথায় ওঠে-বসে; সেই দৃশ্য দেখে আমার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেল। অবশেষে একবার আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ এলো। প্রধান শিক্ষক কোনো কারণে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে চলে গেলেন। আমাকে দেওয়া হলো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব। কিন্তু যখন আমি এর গভীরে প্রবেশ করলাম, যখন এর বাস্তবতা আমার চোখের সামনে প্রকাশ হয়ে গেল, তখন বুঝতে পারলাম, আমি এতদিন কল্পনার জগতে বসবাস করেছি। এতদিন আমি যা কামনা করতাম, তা আসলে উপকারী কিছু না।

একদিন আমি প্রধান শিক্ষকের কক্ষে বসা ছিলাম। এমন সময় শ্রেণিকক্ষ থেকে ছাত্রদের চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পেলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই সময়ে

যে শিক্ষকের ক্লাস নেওয়ার কথা, তিনি আজ আসেননি। বাচ্চাদের হইহুল্লোড়-চ্যাঁচামেচি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, কয়েকজন সহকর্মী আমার কাছে এসে বিরক্ত হয়ে ছাত্রদের ব্যাপারে অভিযোগ করল। কিন্তু আমি তাদেরকে এর ভালো কোনো সমাধান দিতে পারলাম না। ফলে আমার মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তা কাজ করছিল।

সেই চিন্তা মাথায় নিয়েই আমি বাড়িতে ফিরলাম, কোনোভাবেই সেই দুশ্চিন্তা মাথা থেকে নামাতে পারছিলাম না। বইপত্র হাতে নিতেই আমার চোখের সামনে সহকর্মীদের বাদানুবাদ এবং ছাত্রদের কল্যাণের নানা উদ্যোগসম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা ভেসে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, আমি তাদেরকে আমার চিন্তা ও পরামর্শ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। ফলে রেগে তারা আমার কক্ষ ত্যাগ করেছিল। আমার সামনে খুলে রাখা বইটির পাতায় পাতায় যেন আমি দেখতে পাচ্ছিলাম সেই দৃশ্যটি। তখন আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে বইটি ছুড়ে ফেলে দিলাম, এমনকি সেদিনের সেই দুশ্চিন্তা এখনো আমি বয়ে বেড়াচ্ছি।

এরপর কয়েক দিন আমি একদম একাকি সময় কাটালাম। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, যদি আমি এই দুশ্চিন্তার বেড়াজালে নিজেকে না জড়াতাম, যদি এই অভিজ্ঞতা আমার জীবনে না আসত এবং প্রধান শিক্ষকের চেয়ারে বসে যে বাস্তবতার সম্মুখীন আমাকে হতে হলো, যদি তা কখনই আমার সাথে না ঘটত, সেটাই ভালো ছিল। কিন্তু জীবন মানেই তো নানা অভিজ্ঞতার সম্মেলনস্থল।

কিছুদিন পর প্রধান শিক্ষক মহোদয় স্কুলে ফিরে এলেন। আমি তাকে স্কুলের যাবতীয় দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে একটি ঘুম দিলাম। আহা, কত দিন ধরে এমন প্রশান্তির ঘুম ঘুমাতে পারি না!

তারপর থেকে জীবনে সবসময় বড় সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছি। বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমি তা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছি। সেদিন আমার সঙ্গে যা ঘটেছিল, সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আমি আর নতুন করে কোনো দায়িত্ব নিতে চাইনি। বরং আল্লাহ তাআলার কাছে সবসময় চেয়েছি, তিনি যেন আমাকে এসব থেকে মুক্ত ও বিরত রাখেন।

আবু হুরাইরা রা. মসজিদে নববির এক পার্শ্বে আহলে সুফফার একদল মানুষের সঙ্গে পড়ে থাকতেন। যারা ছিল একেবারে দরিদ্র, থাকার মতো তাদের কোনো

বাড়িঘর ছিল না। আবু হুরাইরা রা. তীব্র ক্ষুধায় অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকতেন, সাহাবিরা মনে করতেন তার ওপর কোনো জিন আসর করেছে। কিন্তু তিনি তাদেরকে বলেন, আল্লাহর শপথ! অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণেই আমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। এতৎসত্ত্বেও তিনি সুখী মানুষ ছিলেন না, এমনটা বলার সুযোগ নেই। বরং অত্যন্ত আনন্দ, প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার ভেতর দিয়েই তার জীবন কাটত। চিন্তার বিনির্মাণে, রিসালাতের সুধা আহরণে এবং প্রকৃত বিশ্বাস, চেতনা ও দীক্ষা গ্রহণেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাই তো আজও আমরা তার ব্যক্তিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করি এবং একজন সুখী মানুষ হিসাবেই তার নাম উল্লেখ করি। তার দুঃখকষ্টকে স্মরণ করে আমরা আমাদের দুঃখ কষ্টে সান্ত্বনা লাভ করি। যতদিন পৃথিবী থাকবে, ততদিন তিনি একজন মর্যাদাপূর্ণ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হিসাবেই পরিচিত থাকবেন।

সত্যিকার জীবনের বাস্তব সংজ্ঞা আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বাক্যে আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে লোক পরিবার-পরিজন-সহ নিরাপদে থাকে, সুস্থ শরীরে দিনাতিপাত করে এবং তার নিকট সারা দিনের খাবার থাকে, তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।

আল্লাহ যখন তৃতীয়জন

যদি বিপদ ও প্রতিকূলতা আপনাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে, যদি দুঃখ ও দুর্দশায় পদদলিত হয়ে আপনি সংকুচিত হয়ে পড়েন এবং ভবিষ্যৎজীবনের সব সম্ভাবনা যদি বালুর প্রাসাদের মতো আপনার চোখের সামনে ঝরে পড়ে যায়, তারপরও হতাশা যেন কোনোভাবেই আপনার হৃদয় স্পর্শ করতে না পারে। যেন আপনি মুষড়ে না যান এবং অশুভ কল্পনা যেন আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

নিজের ভবিষ্যতের ব্যাপারে ভালো চিন্তা করুন এবং স্মরণ করুন কুরাইশ জাতির কথা, যখন তারা পাহাড়ের গুহার সামনে পৌঁছে গিয়েছে। যে গুহার

ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন দুজন স্বদেশ পলাতক মানুষ। কিন্তু মাত্র কয়েক হাত দূরে থেকেও, তারা সে দুই ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। বরং আল্লাহ তাআলার কুদরতে তারা দুর্বল ও অক্ষম হয়েছে।

আবু বকর রা. উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাদের কেউ যদি তার পায়ের দিকে তাকায়, তাহলেই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এমন দুজন ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কীসের ভয় করবে, যাদের তৃতীয়জন মহান আল্লাহ তাআলা?

বিষয়টি কেবল এই নয় যে, তারা দেখল কি দেখল না, তারা কতটুকু কাছাকাছি পৌঁছে গেল আর কতটা দূরে রইল বিষয়টি কেবল সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বিষয়টি এর চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ এমন দুজন ব্যক্তির ব্যাপারে তুমি কীসের ভয় করবে, যাদের তৃতীয়জন মহান আল্লাহ তাআলা?

আপনার হৃদয় যেন এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা যা চান তাই হয়, তিনি না চাইলে কিছুই হয় না।

ফেরাউন যখন মুসা আ. ও তার অনুসারীদের ধাওয়া করেছিল এবং তারা চলতে চলতে সমুদ্রের কিনারে এসে পৌঁছল, তখন ঈমানদারদের হৃদয়ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেটার ওপর তাদের হৃদয়ের আতঙ্ক প্রাধান্য পেয়েছিল। তারা বলেছিল, 'এখন আমরা নির্ঘাত ধরা পড়ব।' [সুরা শুআরা, ৬১]

কিন্তু তাদের রাসুল মুসা আ.-এর হৃদয়ে তখন ঈমানের ঢেউ উথলে উঠল, তিনি বললেন,

'কখনো নয়। আমার সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি আমাকে পথ দেখাবেন।' [সুরা শুআরা, ৬২]

আল্লাহর প্রতি এমন দৃঢ়বিশ্বাসের কারণেই উত্তাল সমুদ্র শক্ত মাটিতে পরিণত হয়ে গেল। মুহূর্তে সমুদ্রের মাঝ দিয়ে বিশাল শুকনো পথ হয়ে গেল। তার ওপর দিয়ে তিনি ও তার অনুসারীরা পার হয়ে গেলেন, তারা পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে এলো। ইতিহাসে আর কোনো দিন সে নদী আর স্থলে পরিণত হয়নি।

সুতরাং অপেক্ষার প্রহর দীর্ঘ হলেই এমন মনে করবেন না যে, আল্লাহ তাআলা

আপনার রাস্তা খুলে দেবেন না। বরং এই ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন, ইবাদত কেবল দেহের নয় বরং অন্তরেরও ইবাদত আছে। আর তা হলো আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস। তাই পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, হৃদয়ের ইবাদত কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না। আপনার মনে যদি সুচের ছিদ্র পরিমাণ প্রত্যাশাও বাকি থাকে, তবুও আপনাকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন।

শিখে রাখুন, কীভাবে আপনার হৃদয়কে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখবেন এবং বিশ্বাস রাখুন, আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সুখী ও আনন্দিত করার একটা সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন। কখন তার জীবনে বসন্ত আসবে, তার জন্য পূর্ব থেকেই তিনি নির্দিষ্ট মুহূর্ত লিখে রেখেছেন।

লক্ষ করুন, আল্লাহর নবী ইয়াকুব আ. যখন তার দুই পুত্র ইউসুফ ও বিন ইয়ামিনকে হারিয়ে ফেললেন, তখনো তিনি নিরাশ হয়ে পড়েননি। একমুহূর্তের জন্যও তিনি আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হননি। তিনি বলেছিলেন,

> তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহর রহমত থেকে কেবল তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফের। [সুরা ইউসুফ, ৮৭]

হাদিসে কুদসিতে আপনার প্রতিপালক বলেছেন, আমি বান্দার সঙ্গে আমার প্রতি তার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করি। সুতরাং বান্দা আমাকে যেমন চায়, সে অনুযায়ী যেন আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে।

সুতরাং পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি রাখেননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

> নিশ্চয় ইসলাম ততদিন পর্যন্ত বাকি থাকবে, যতদিন পৃথিবীতে রাত ও দিনের পরিক্রমা ঠিক থাকবে। আল্লাহ তাআলা জগতের প্রতিটি ঘরেই এই ধর্মকে প্রবেশ করাবেন, সম্মানের সঙ্গে হোক বা অসম্মানের সঙ্গে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইসলামকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করবেন এবং কুফরকে নিম্নতর লাঞ্ছনার মুখোমুখি করবেন। [*আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ১৬৯৫৭]

আপনার প্রতিপালক পবিত্র কুরআনে যে মহাবাস্তবতার অঙ্গীকার করেছেন, তা থেকে দূরে সরে যাবেন না।

তিনি বলেন,

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে নিজ প্রতিনিধি বানাবেন, যেমন প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তাদের জন্য তিনি সেই দ্বীনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠা দান করবেন, যে দ্বীনকে তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তারা যে ভয়ভীতির মধ্যে আছে, তার পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে না। এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে, তারাই অবাধ্য সাব্যস্ত হবে।

[সুরা নুর, ৫৫]

জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন। তিনি বলেন,

অথচ আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণতাবিধান ছাড়া আর কিছুতেই সম্মত নন, তাতে কাফেরগণ এটাকে যতই অপ্রীতিকর মনে করুক। [সুরা তওবা, ৩২]

তিনি আরও বলেন, যারা তাঁর বন্ধু ও প্রিয়ভাজন তিনি অবশ্যই ইহজগতে তাদের মর্যাদা উঁচু করবেন। তিনি বলেন,

আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে পূর্বেই আমি এ কথা স্থির করে রেখেছি যে, নিশ্চিতভাবেই তাদের সাহায্য করা হবে। এবং সত্যি কথা হলো, আমার বাহিনীই জয়যুক্ত হবে। [সুরা সাফফাত, ১৭১-১৭৩]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

আমার উম্মতের একটি দল আল্লাহর আদেশ পালনে অবিচল থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ (সহায়তা) ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কেয়ামত এসে পড়বে, আর তারা তখনো লোকদের ওপর বিজয়ী থাকবে।

[*সহিহ মুসলিম*, ৪৮৪৯]

আল্লাহর দ্বীন কখনো মিথ্যা মতবাদকে স্বাগত জানায় না। এই ধর্মের শত্রু যত দুর্ধর্ষই হোক ধর্ম তাকে কোনোই পরোয়া করে না। তাই এ ধর্মকে মিটিয়ে দেওয়ার যত চেষ্টাই করা হোক, যত অস্ত্রের ঝনঝনানিই দেখানো হোক সবকিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, এ ধর্ম কেয়ামত পর্যন্ত সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

আল্লাহই বিজয়ী

আপনার মনে কি কখনো সত্যের পরাজয় ও মিথ্যার বিজয়ের শঙ্কা জেগেছে, আপনি কি কখনো অস্থিরতার কারণে আল্লাহর সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছেন, ইসলামধর্ম ও ইসলামি আদর্শ নিয়ে কি আপনার মনে অনেক বেশি ভয় কাজ করে? ইসলামধর্ম নিয়ে যদি আপনি এমন ভয়ে থাকেন তাহলে নিম্নোক্ত আয়াতের বার্তাটি হৃদয়ঙ্গম করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'নিজ কাজে আল্লাহ পূর্ণ ক্ষমতাবান, কিন্তু অনেক লোক জানে না।'

[সুরা ইউসুফ, ২১]

যদিও ঘরে ঘরে মিথ্যার জয়জয়কার দেখা যায় এবং সর্বক্ষেত্রে মিথ্যা তার জাল বিছিয়ে দেয়, তবুও আল্লাহই বিজয়ী।

যদিও ভ্রান্তনীতি (বিশ্বব্যাপী) ভ্রষ্টতা, পাপাচার ও ধর্মহীনতাকে আইনগত বৈধতা দিয়ে দেয়, তবুও আল্লাহই বিজয়ী।

যদিও অপশক্তি ও তার অনুসারীরা সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয় এবং (বাহ্যিকভাবে) সব জায়গায় তারাই রাজত্ব করতে থাকে, তবুও আল্লাহই বিজয়ী।

ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে মুসলিমরা বিধর্মীদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও বঞ্চনার শিকার হয়েছিলেন। তখন তাদের একজন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন এবং সাহায্য প্রার্থনা করুন। তার উত্তরে নবীজি বলেছিলেন,

আল্লাহর শপথ! আল্লাহ এ ধর্মকে অবশ্যই পূর্ণতা দান করবেন। তখন একজন

উষ্ট্রারোহী সানআ[৫] থেকে হাজারামাউত[৬] পর্যন্ত সফর করবে, (যাত্রাপথে) আল্লাহ ছাড়া সে অন্য কাউকেই ভয় করবে না। তার মেষপালের ব্যাপারে নেকড়ে-বাঘেরও ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বেশ তাড়াহুড়া করছ।

[*আল-মুসনাদ লিল ইমাম আহমাদ*, ২১০৭৩]

সুতরাং সব জায়গায় আল্লাহই বিজয়ী।

ইসলামের সূচনালগ্নে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণ যে কঠিন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(পূর্ববর্তী নবীদের ক্ষেত্রেও এমনই হয়েছিল যে, তাদের সম্প্রদায়ের ওপর আজাব আসতে কিছুটা সময় লেগেছিল) পরিশেষে যখন নবীগণ মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল এবং কাফেররা মনে করতে লাগল তাদের মিথ্যা হুমকি দেওয়া হয়েছিল, তখন নবীদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছল (অর্থাৎ কাফেরদের ওপর আজাব আসে) এবং আমি যাকে ইচ্ছা করেছিলাম রক্ষা করলাম।

[সুরা ইউসুফ, ১১০]

সুতরাং সব জায়গায় আল্লাহই বিজয়ী।

ইসলামের একেবারে সূচনালগ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাফা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে কুরাইশদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন, তখন ইতিহাসের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগা আবু লাহাব দাঁড়িয়ে বলেছিল, ধ্বংস হোক তোমার, এইজন্য তুমি আমাদের ডেকেছ?!

কিন্তু তখন থেকে আজ পর্যন্ত ইসলাম তার আপন গতিতে এগিয়ে চলেছে। দিনদিন তার গতি বেড়েই চলেছে। তার অনুসারীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। দিন দিন বিশ্বব্যাপী ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণ ঘটছে।

সুতরাং সব জায়গায় আল্লাহই বিজয়ী।

আবু লাহাব, আবু জাহল এবং কুরাইশের ওইসব নেতৃস্থানীয় লোকেরা ইসলামের সূচনালগ্নে যারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তারা যদি আজ কবর থেকে উঠে এসে হজ ও ওমরাহয় মুসলিমদের সম্মিলন এবং পৃথিবীর দেশে দেশে সত্যের অনুসারীদেরকে দেখত, তাহলে তাদের অনুভূতি কেমন হতো?

সুতরাং সব জায়গায় আল্লাহই বিজয়ী।

সানআ: ইয়েমেনের রাজধানী

হাজারামাউত: ইয়েমেনের একটি জেলা

বিশ্বব্যাপী পাপাচারের বিস্তার দেখে যদি আপনি নৈরাশ্যের দংশনে দংশিত হতে থাকেন, তাহলে কুরআনের ওই আয়াতটি স্মরণ করুন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

'এবং নিশ্চয় আমার বাহিনীই হবে জয়যুক্ত।'

[সুরা সাফফাত, ১৭৩]

নিম্নোক্ত আয়াতের বার্তাটিও হৃদয়ঙ্গম করুন যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, আমি আমার রাসুলগণকে এবং মুমিনদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেই দিনও করব, যেদিন সাক্ষীগণ দাঁড়িয়ে যাবে।'

[সুরা মুমিন, ৫১]

আল্লাহর নবী নুহ আ. সাড়ে ৯০০ বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তিনি তার ধর্মদ্রোহী, সত্যবিমুখ ও অবাধ্য জাতিকে দীর্ঘদিন আল্লাহর দিকে আহ্বান করার পরও যখন জাতি তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তখন আল্লাহ তাআলা শাস্তি দিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে,

পরিশেষে যখন আমার হুকুম এলো এবং উনান উথলে উঠল, তখন আমি (নুহকে) বললাম, ওই নৌকায় প্রত্যেক প্রকার প্রাণী থেকে এক জোড়া করে তুলে নাও এবং তোমার পরিবারবর্গের মধ্যে যাদের সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছে (যে, তারা কুফরির কারণে নিমজ্জিত হবে) তারা ব্যতীত অন্যদেরকেও (তুলে নাও)। বস্তুত অল্পসংখ্যক লোকই তার সঙ্গে ঈমান এনেছিল। নুহ (তাদের সকলকে) বলল, তোমরা এ নৌকায় আরোহণ করো। এর চলাও আল্লাহর নামে এবং নোঙর করাও। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সে নৌকায় পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলেছিল। নুহ তার যে পুত্র সকলের থেকে পৃথক ছিল, তাকে ডেকে বলল, বাছা! আমাদের সঙ্গে আরোহণ করো এবং কাফেরদের সঙ্গে থেকো না। সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নুহ বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সে ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন। অতঃপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিলো এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হলো এবং হুকুম দেওয়া হলো, হে ভূমি! তুমি নিজ পানি গ্রাস করে নাও; হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও। সুতরাং পানি

নেমে গেল এবং (আল্লাহর) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলো। আর নৌকা জুদি পাহাড়ে এসে থেমে গেল এবং বলে দেওয়া হলো, ধ্বংস সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা জালিম! [সুরা হুদ, ৪০-৪৪]

দীর্ঘ প্রায় ১ হাজার বছর তিনি তাদেরকে সত্যের দিকে আহ্বান করেছেন, পুরো জীবনটাই তিনি তাদের কল্যাণ কামনায় ব্যয় করে দিয়েছেন, কিন্তু তারা সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছে, সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সব জায়গায় তাদের মনগড়া মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। তখন আল্লাহ তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে পরবর্তীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় বানিয়েছেন।

সুতরাং ঘাবড়াবেন না, ভারাক্রান্ত হবেন না এবং অস্থির হবেন না, দেখুন না, আল্লাহ তাআলা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেমন ভাষায় উপদেশ দিচ্ছেন, আল্লাহ তাআলা বলছেন, (হে নবী!) তুমি ধৈর্যধারণ করো। তোমার ধৈর্য তো আল্লাহরই তাওফিকে হবে। তুমি কাফেরদের জন্য দুঃখ করো না এবং তারা যে ষড়যন্ত্র করে তার কারণে কুণ্ঠিত হয়ো না।

আপনি আপনার বিশ্বাসকে আল্লাহ তাআলার এই বাণী দ্বারা দৃঢ় করুন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

'তারা সামান্য কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া তোমাদের বিশেষ কোনো ক্ষতি কখনই করতে পারবে না।' [সুরা আলে ইমরান, ১১১]

আল্লাহ তাআলা আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে মহান উপদেশটি দিয়েছেন তার মাধ্যমে এই সবকিছুকে উপেক্ষা করুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

'আর তারা (অর্থাৎ কাফেররা) যেসব কথা বলে, তাতে ধৈর্যধারণ করো এবং তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলো উত্তমরূপে।' [সুরা মুযযাম্মিল, ১০]

আপনি তাদেরকে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রেও কঠোরতা করবেন না; বরং কোনোপ্রকার অভিযোগ ও কষ্ট দেওয়া ছাড়াই উত্তমরূপে তাদেরকে এড়িয়ে যান।

তাকে নদীতে ফেলে দাও

মিশরের অত্যাচারী বাদশাহ ফেরাউন একদিন একটা দুঃস্বপ্ন দেখল। স্বপ্নটার ব্যাখ্যা হলো, বনি ইসরাইলের এক সদ্যভূমিষ্ঠ শিশু তার রাজত্ব ও রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে নেবে এবং তার সব ক্ষমতা ও দাপটকে ধূলিসাৎ করে দেবে। তখন সে সিদ্ধান্ত নিলো সদ্যভূমিষ্ঠ সব শিশুকে হত্যা করে ফেলবে, যেন তারা বেঁচে থেকে তাদের আশা পূরণ করতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ আপন ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করলেন এবং ফেরাউনকে তার ভ্রষ্টতা ও সত্যবিমুখতার শাস্তি দিলেন।

ফেরাউনের বাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করে গর্ভবতী নারীদেরকে এক জায়গায় এনে বন্দি করে রাখল। প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তারা গভীরভাবে লক্ষ রাখত। এরপর একে একে সব শিশুকে হত্যা করে নারীদেরকে ছেড়ে দিত। অবশেষে তাদের সেই স্বপ্নের অভিযান শেষ হলো যা গোত্রপ্রধান ও ভ্রষ্ট নেতাদেরকেও তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে মুসা আ. জন্মগ্রহণ করলেন। তার পরিবারের সবাই ভয়ে একেবারে চুপসে গেল এই ভেবে যে এখন কী হবে। দেখুন আল্লাহ কীভাবে শিশু মুসাকে এই জুলুম থেকে রক্ষা করলেন। পবিত্র কুরআন থেকেই ঘটনাটি জেনে নিন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আমি মুসার মায়ের প্রতি ইলহাম করলাম, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো। যখন তার ব্যাপারে কোনো আশঙ্কা বোধ করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দিয়ো। আর ভয় পেয়ো না ও দুঃখ করো না। বিশ্বাস রেখো, আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে রাসুলগণের মধ্য হতে একজন রাসুল বানিয়ে দেবো। [সুরা কাসাস, ৭]

তাকে নদীতে ফেলে দাও, একজন মাকে তার সদ্যভূমিষ্ঠ সন্তানের ব্যাপারে এমন কথা বললে তার কী অবস্থা হতে পারে একটু ভাবুন তো! একজন মাকে যদি তার দুধের সন্তান সম্পর্কে বলা হয়, তাকে উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে নিক্ষেপ

করো, তারপর তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, তাহলে তার মানসিক অবস্থাটা কী হতে পারে ভাবা যায়!

তাকে নদীতে ফেলে দাও, যদি বলা হয় আপনার সন্তানকে নদীতে ফেলে দিন, তাহলে আপনার কেমন লাগবে! অথচ মুসা আ.-এর মাকে বলা হয়েছিল, 'তুমি তাকে নদীতে ফেলে দাও!'

যদি আপনি এই চিত্রটি কল্পনা করতে পারেন, তাহলে আপনাকে নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, আপনি এর চেয়ে বড় কোনো বিপদের মুখোমুখি কখনই হননি। কেননা এই ঘটনার পর পৃথিবীতে আর কখনই এমন ঘটনা সংঘটিত হয়নি। ঘটনাটি ছিল আসলেই কল্পনাতীত। আল্লাহ তাআলা ঘটনাটি এমনভাবে ঘটালেন যে, ফেরাউন ও তার সহযোগীরা সেটা কল্পনাও করতে পারেনি।

আল্লাহ তাআলা চাইলেন ফেরাউন স্বয়ং তার শত্রুকে লালনপালন করবে। তার ঘরে থেকেই মুসা আ. বড় হবেন। যেন ভূপৃষ্ঠ থেকে এই অত্যাচারীর রাজত্ব ও সিংহাসন উৎপাটন করার শক্তি ও যোগ্যতা নিয়েই তিনি বড় হন। তখন আল্লাহ তাআলা নীলনদকে আদেশ করলেন শিশুটিকে নিয়ে তার শত্রু ফেরাউনের প্রাসাদের সামনে নিয়ে যেতে। তারপরের ঘটনা কুরআন থেকেই শুনুন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> অতঃপর ফেরাউনের লোকজন তাকে (অর্থাৎ শিশু মুসা আ.-কে) তুলে নিলো। এর পরিণাম তো ছিল এই যে, সে হবে তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ। নিশ্চয় ফেরাউন, হামান ও তাদের সৈন্যরা বড়ই ভুলের ওপর ছিল।
>
> [সুরা কাসাস, ৮]

আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীর হৃদয়ে শিশুটির ভালোবাসা ঢেলে দিলেন। তখন তাই ঘটল আল্লাহ যেভাবে ঘটনাটি ঘটাতে চেয়েছেন। এরপরের ঘটনা কুরআন থেকেই দেখুন,

> 'ফেরাউনের স্ত্রী (ফেরাউনকে) বলল, এ শিশু আমার ও তোমার জন্য নয়নপ্রীতিকর। একে হত্যা করো না, হয়তো সে আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্রও বানাতে পারি। আর (এ সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে) তারা পরিণাম সম্পর্কে অবহিত ছিল না।' [সুরা কাসাস, ৯]

একবার ফেরাউনের পরিকল্পনা ও আল্লাহ তাআলার ক্ষমতার কথা চিন্তা করুন।

ফেরাউনের পরিকল্পনা ও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার মাঝে তুলনা করুন। ফেরাউন সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার শত্রুকে হত্যার জন্য সবখানে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, আর আল্লাহ তাআলা চাইলেন তার শত্রু তার ঘরে প্রবেশ করুক এবং সে নিজেই তার লালনপালন করুক, পরবর্তী ঘটনার পূর্ণতার জন্য তাকে সহযোগিতা করুক।

এখানে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায়, তা হলো, ব্যথাতুর হৃদয় নিয়ে পড়ে থাকা মুসা আ.-এর মায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কী করলেন? কীভাবে মায়ের কোলে তার সন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন? আমরা ভাবতে পারি যা ফিরে পাওয়ার আশাই করা যায় না তার স্বপ্ন দেখে লাভ কী? কিন্তু আমরা ভুলেই গিয়েছি যে, এই হারিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি সমাজের সাধারণ হারিয়ে যাওয়ার কোনো ঘটনা নয়। বরং আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে এমন কিছু ঘটালেন যা আমি-আপনি কল্পনাও করতে পারিনি। তিনি এমন এক উপলক্ষ্য দাঁড় করালেন, যার কারণে ফেরাউন মুসা আ.-কে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলো এবং এর মাধ্যমেই মুসা আ.-এর মাকে সান্ত্বনা দিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> আমি পূর্ব থেকেই মুসার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম, যেন ধাত্রীগণ তাকে দুধ পান করাতে না পারে। মুসার বোন বলল, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের পক্ষ হতে এ শিশুর লালনপালন করবে এবং তারা হবে তার কল্যাণকামী? এভাবে আমি মুসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। [সুরা কাসাস, ১২-১৩]

যে বাচ্চাটির ভালোবাসা আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের স্ত্রীর হৃদয়ে ঢেলে দিয়েছিলেন, সে বাচ্চাটি হঠাৎ কেঁদে উঠল। যেন সে এমন হৃদয় খুঁজছিল, যা সন্তান হারানোর ব্যথায় কাতর হয়ে আছে। যেন এমন কোনো মায়ের বুক কামনা করছিল, যার সন্তান হারিয়ে গেছে। কিন্তু এমন মায়াভরা কোনো কোল সে তার আশপাশে খুঁজে পাচ্ছিল না।

সকল দুগ্ধধাত্রী নারীকে তারা ডেকে আনল, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার বিপরীতে পৃথিবীতে কোনো কিছু সংঘটিত হবে কীভাবে, তিনি তো বলেছেন, আমি পূর্ব থেকেই মুসার প্রতি নিরোধ আরোপ করে দিয়েছিলাম, যেন ধাত্রীগণ তাকে দুধ পান করাতে না পারে।

শেষ পর্যন্ত মুসা আ. ফিরে এলেন সেই মায়ের কোলে, যিনি তাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। যে দুধ থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল, পুনরায় তিনি সেখানেই ফিরে এলেন। যে হৃদয়ের উষ্ণতার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ছিলেন, সেখানেই ফিরে এলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

> তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোনো কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন কেবল বলেন, হয়ে যাও, অমনি তা হয়ে যায়। [সুরা ইয়াসিন, ৮২]

অবশেষে মুসা আ.-এর মা এবং সমগ্র পৃথিবী জানতে পারল যে আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি কখনো বিলম্বিত হয় না। নির্ধারিত সময়েই তা বাস্তবায়ন হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, এভাবে আমি মুসাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যেন তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে এবং যাতে সে ভালোভাবে জানতে পারে আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

দুগ্ধপোষ্য মুসা ও আল্লাহর রাসুল মুসা আ.-এর মধ্যকার দূরত্বের কল্পনা করুন। এই দুই সময়ের দীর্ঘ দূরত্ব নিয়ে ভাবুন। তারপর দেখুন, আল্লাহ তাআলা তার ভাগ্যে কী ঘটালেন। আপনি কি কোনো দিন কোনো ব্যাপারে ভেবেছেন যে, আপনার প্রয়োজনটি এমন যা আল্লাহ তাআলা পূরণ করবেন না? অথবা আল্লাহ তাআলার কোনো প্রতিশ্রুতি ঠিক সময়ে আপনি পাবেন না, বা কোনো বিষয় স্বভাববহির্ভূত হয়ে প্রতিফলিত হবে না?

আপনি সুধারণা রাখুন, দেখবেন আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। আজকে যা দেখছেন চারপাশে, তা মিথ্যার ঘূর্ণন মাত্র। যা অচিরেই শোচনীয় পরাজয়ের ঘোষণা করবে। এরপরেই আসবে আলো ঝলমলে ভোর। বিজয়ের সূর্য উদিত হবে, পরাজয়ের সূর্য অস্ত যাবে। জীবনে আসবে বসন্তের কোলাহল।

যিনি মুসা আ.-কে দুধের শিশু থাকা অবস্থায় নদীতে নিক্ষেপ করেছেন, তাকে ফেরাউনের প্রাসাদে নিয়ে তুলেছেন, ফেরাউনের স্ত্রীর হৃদয়ে তার প্রতি ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন এবং যিনি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন—তিনি অবশ্যই আপনার ছেলেকেও সঠিক পথে আনার ক্ষমতা রাখেন। আপনার পরিকল্পনায় তিনি সাফল্য দান করতে পারেন। আপনার চিন্তাকে সঠিক করে দিতে পারেন, আপনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেন। তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। তাঁর আদেশ শিরোধার্য। মুহূর্তেই তিনি বাতিলের হুংকার দমিয়ে দেবেন এবং মিথ্যার প্রাসাদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবেন। সুতরাং সুধারণা রাখুন।

ইউসুফ আ. ও তার ১১ ভাইয়ের গল্প

ইউসুফ আ.-কে কূপে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কূপের একেবারে গভীরে তাকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যেখানে কোনো মানুষের আনাগোনা নেই। অন্ধকার এবং কূপের গভীরতা ছাড়া সেখানে তার সঙ্গী আর কেউ ছিল না। স্বপ্নের যে গল্প তিনি বুনেছিলেন বুকের ভেতর, যেন কূপের অন্ধকারে তা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। যত আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল, কূপের গভীরে একে একে যেন সবই মারা পড়ছিল। তার জীবনটাই যেন শেষ হয়ে গেল।

কূপটিও ছিল জনমানবশূন্য এক মরুভূমিতে, যেখানে ভয়, অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সেখানে বসে তিনি মৃত্যু ছাড়া আর কীসের অপেক্ষা করতে পারেন?

ইউসুফ আ. কি কখনো ভাবতে পেরেছিলেন, তিনি কূপের ওই গভীর অন্ধকার থেকে আবার বের হতে পারবেন এবং পুনরায় দুচোখে দেখতে পাবেন হারিয়ে যাওয়া দিনের আলো এবং জীবন থেকে হারিয়ে যাবে এই অন্ধকার রজনী, তিনি কি তা কল্পনা করতে পেরেছিলেন? কখনো কি ভেবেছিলেন, ওপর থেকে অকস্মাৎ এমন কিছু এসে কূপের ভেতরে পড়বে, যা ধরে তিনি এই মরণফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসবেন?

শেষ হয়ে গেছে সব। মৃত্যু ব্যতীত যেখানে তিনি আর কিছুরই কল্পনা করতে পারছেন না, সেখানে সাম্রাজ্যের অধিপতি হওয়া বা সিংহাসনে বসার চিন্তা করা তো অসম্ভবের চেয়েও বেশি কিছু।

যখন শেষ হয়ে গেল সব আশাভরসা, সকল সৃষ্টি থেকে মুক্ত হলো তার হৃদয়, একনিষ্ঠ হলো আল্লাহ তাআলার জন্য, ঠিক তখনই জগতের সব জল্পনাকল্পনাকে হার মানিয়ে শুরু হয়েছে বিস্ময়ের নতুন গল্প। পবিত্র কুরআন থেকে ঘটনাটি দেখুন,

এবং (অন্যদিকে তারা ইউসুফকে যেখানে কূপে ফেলেছিল, সেখানে) একটি যাত্রীদল এলো। তারা তাদের একজন লোককে পানি আনতে পাঠাল। সে (কূপে) তার বালতি ফেলল। (তার ভেতর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দেখে) সে বলে উঠল, তোমরা সুসংবাদ শোনো, এ যে একটি বালক! অতঃপর যাত্রীদলের লোক তাকে একটি পণ্য মনে করে লুকিয়ে রাখল। আর তারা যা-কিছু করছিল সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ছিলেন।

[সুরা ইউসুফ, ১৯]

ধীরে ধীরে শুরু হলো স্বপ্নের পেখম মেলা। কূপের অন্ধকারেই নড়ে উঠল স্বপ্ন। সুচের ছিদ্রের মতো সামান্য ছিদ্র দিয়ে তিনি বেরিয়ে এলেন স্বপ্নের ভুবনে।

কেউ কখনো ভাবতে পেরেছে, কূপের গভীর থেকে তুলে আনা এই ছেলেটি একদিন সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হবেন বা পরিচালনা করবেন একটি বৃহৎ ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা? পবিত্র কুরআনে দেখুন পরবর্তী ঘটনা,

তারপর তারা সকলে যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হলো, সে তার পিতামাতাকে নিজের কাছে স্থান দিলো এবং সকলকে বলল, আপনারা সকলে মিশরে প্রবেশ করুন, ইনশাআল্লাহ আপনারা এখানে স্বস্তিতে থাকবেন। সে তার পিতামাতাকে সিংহাসনে বসাল আর তারা সকলে তার সামনে সেজদায় পড়ে গেল। ইউসুফ বলল, আব্বাজি, এই হলো আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমার প্রতিপালক সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি বড়ই অনুগ্রহ করেছেন যে, আমাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং আপনাদেরকে পল্লি থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। অথচ ইতিপূর্বে আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে শয়তান অনিষ্ট সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন, তার জন্য অতি সুব্যবস্থা করেন। নিশ্চয় তিনিই সেই সত্তা, যার জ্ঞানও পরিপূর্ণ, প্রজ্ঞাও পরিপূর্ণ। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে রাজত্বেও অংশ দান করেছ এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যার জ্ঞান দ্বারাও আমাকে ধন্য করেছ। হে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি দুনিয়া থেকে আমাকে এমন অবস্থায় তুলে নিয়ো, যখন আমি থাকি তোমার অনুগত। আর আমাকে পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত করো।

[সুরা ইউসুফ, ৯৯-১০১]

নিজের প্রতি কোমল হোন। দুঃখকষ্ট দিয়ে আপনার হৃদয়কে ধ্বংস করে ফেলবেন না এবং দুশ্চিন্তার মাধ্যমে হৃদয়ের আবেদনকে দূরে ঠেলে দেবেন না। আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য যা লিখে রেখেছেন, অচিরেই তা আপনার কাছে আসবে। সামান্য কদিনের অপেক্ষা মাত্র। বিজয়ের ঘোষণা এবং প্রাপ্তির নির্ধারিত সময় আপনার জীবনেও দেখা দেবে। অপেক্ষার প্রহর খানিক দীর্ঘ হলেই আপনি ভেঙে পড়বেন না।

আপনার সন্তানের অসুস্থতা, দ্রুত সুস্থ না হওয়া বা আপনার মাতাপিতার দুশ্চিন্তায়, কোনো বিপদে, আপনার ধর্মের বিলম্বিত বিজয়ে বা অন্যায় দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দেখে অস্থির হয়ে পড়বেন না। আজ স্বপ্ন অধরা থাকলেও, আগামীকাল তা আপনার জীবনে বাস্তব হয়ে দেখা দেবে। আজ শীত বা গ্রীষ্ম হলেও, কাল বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করবে। আপনার হৃদয়, অনুভূতি ও জীবন থেকে মরুভূমির রুক্ষতা দূর হয়ে যাবে।

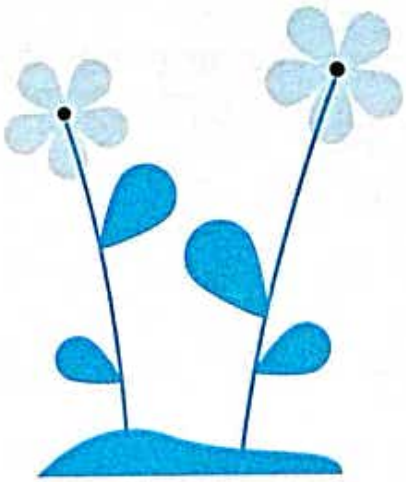

আমিই মানুষের অবস্থা পরিবর্তন করি

বান্দা যখন দেখে পৃথিবীতে দ্রুত মিথ্যা ছড়িয়ে পড়ছে, পুরো বিশ্ব সয়লাব হয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ফেতনা ও ভ্রান্ত মতবাদে—তখন সে ধর্মের ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারে ভীত হয়ে পড়ে। ধর্মপালনকারীদের কপালে তখন দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠে। তারা ভাবতে থাকে, সেই একাকিত্ব যাপনের সময় বুঝি এসে পড়েছে, যে সমরের ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

> 'একটা সময় আসবে যখন দ্বীনের ওপর অবিচল থাকা, হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার মতো কঠিন হয়ে উঠবে।' [*সুনানুত তিরমিজি*, ২২৬০]

সবকিছু থেকেই সে এই ভয় করে, সবকিছুকেই সে এমন ভাবতে থাকে, সবসময় সে এই ভয়ে ভীত হয়ে থাকে।

যখনই অপশক্তির বাহ্যিক শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং তার জীবনে মিথ্যা নানানরূপে প্রকাশ পেতে থাকে, তখনই তার আস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে ভাটা পড়তে থাকে। ঈমানের চিত্রও ভিন্ন হতে শুরু করে। ধর্মের পরিচয়ে গর্বিত হওয়ার দৃশ্যপট পালটে যেতে থাকে। তখন জীবনে যুক্ত হতে থাকে পশ্চিমাদের তথাকথিত সভ্যতার নিদর্শন। দীর্ঘদিন পরে সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার এই বাণী হয়তো সে পাঠ করেনি। যেখানে তিনি বলেন,

> এ তো দিনপরিক্রমা মাত্র, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি। [সুরা আলে ইমরান, ১৪০]

আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন, আমি দিনকাল সবসময় একরকম রাখি না। বরং আমি তা পালাক্রমে পরিবর্তন করতে থাকি।

'যা আমি পালাক্রমে বদলাতে থাকি।' অর্থাৎ কখনো ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষে করে দিই, কখনো অপশক্তি ও তার অনুসারীদের পক্ষে করে দিই। আর এই পরিবর্তন হয়ে থাকে উভয় দলের কর্মফলের ভিত্তিতে। এভাবেই তারা

একে অন্যের ওপর দৃশ্যত বিজয় লাভ করে।

বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলিমদেরকে বিজয় দান করেছিলেন। সেদিন আকাশ থেকে ফেরেশতারা নেমে এসেছিল এবং ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে তারা রাসুল ও তাঁর বাহিনীর পক্ষে লড়েছিল।

উহুদ যুদ্ধের দিন ছিল কাফেরদের পক্ষে। বাহ্যত এই পরাজয়ের মূল কারণ ছিল, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় প্রতিরক্ষার দায়িত্বে থাকা সাহাবিদের নেমে আসা। আল্লাহ তাআলা নবীর নির্দেশনা অমান্য করার কারণে মুসলিমদের দিন পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

তাই অপশক্তির বলয়ে বিশাল সাম্রাজ্য দেখে এটাকেই পথের শেষ বলে মনে করবেন না, এটাকেই আপনার স্বপ্ন ভঙ্গের কারণ ভাববেন না। যে সাম্রাজ্য আজ আপনি অপশক্তির বলয়ে দেখতে পাচ্ছেন, হতে পারে সেটাই গল্পের সূচনা হবে এবং বিজয়ের যাত্রা এখান থেকেই শুরু হবে।

সুতরাং এমন ভাববেন না যে, সত্য পৃথিবীর বুকে চিরকালই বাহ্যিকভাবে শক্তিশালী এবং বিজিত থাকবে, আবার এমনও ভাববেন না যে, অপশক্তি সারা জীবন পৃথিবীকে তাদের অধীন করে রাখবে।

বরং উভয়ের মাঝে পরিবর্তন করাই ঐশী নীতি। তিনি পবিত্র কুরআনে বলেই দিয়েছেন, 'যা আমি পালাক্রমে বদলাতে থাকি।'

আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কেন আল্লাহ কখনো কখনো মিথ্যাকে সত্যের ওপর বিজয়ী করেন, কেন সবসময় ইসলামই বিজয়ী শক্তি থাকে না?

বিষয়টি যদি আপনি যেমন বলছেন তেমনই হতো, তাহলে ইসলাম ও কুফরের মাঝে কোনো পার্থক্য থাকত না। অনুরূপভাবে পার্থক্য থাকত না জয় ও পরাজয়ের মাঝে। এজন্যই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এ তো দিনপরিক্রমা মাত্র, যা আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে বদলাতে থাকি।

জয়-পরাজয়ের এই পালাবদলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা রেখেছেন বিরাট প্রজ্ঞা। যার বিবরণে তিনি বলেছেন, 'এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহিদ করা।' আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানা সত্ত্বেও দেখতে চান, কে প্রকৃত মুমিন এবং কে মাঝপথ থেকে দূরে সরে যায়।

তিনি দেখতে চান, পৃথিবীতে কারা রিসালাতের দায়িত্ব বহন করে, কারা প্রকৃত বিশ্বাস লালন করে এবং কারা দৃঢ়বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকে। এর

বিপরীতে কারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়, কারা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে গড়িমসি করে এবং কারা ঐশী নির্দেশনাকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে যে রক্ত ফিনকি দিয়ে বের হয়, যে প্রাণবায়ু উড়ে যায় এবং যে আত্মা পৃথিবীকে বিদায় জানায় সেগুলোও মূল্যহীন নয় বরং সেগুলোও এই ঐশী নীতির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন, এর উদ্দেশ্য ছিল মুমিনদেরকে পরীক্ষা করা এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে শহিদ করা।

সুতরাং অপশক্তির বিশাল সাম্রাজ্য দেখে এবং পাপাচারের জটলা দেখে অস্থির হয়ে পড়বেন না। কারণ এগুলোও বিধিবদ্ধ ঐশী নীতিরই অংশ মাত্র। মানবজীবনে বৃহৎ কিছু বাস্তবায়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই সময়গুলো পার করতে হয়।

সুতরাং ইতিহাসের পাতায় মুসলিম রক্তপাতের আলোচনা পাঠ করে হতাশ হবেন না। হামজা, মুসআব ও অন্যান্য মহান সাহাবিও তো উহুদের যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের পরকালযাত্রার মধ্য দিয়েই ইসলাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। যদিও বড় বড় কাফেররা সেটাকে অপছন্দ করুক।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

> (হে মুমিনগণ) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল এবং যাতে তোমাদের অবস্থাদি যাচাই করে নিতে পারি। [সুরা মুহাম্মাদ, ৩১]

সুতরাং অপশক্তির সাময়িক বিজয় দেখে আপনার আনন্দানুভূতিকে মলিন করে রাখবেন না। অনুরূপ কোনো অপছন্দনীয় দৃশ্য, কোনো জুলুম-নিপীড়নের দৃশ্য দেখেও হতাশ হবেন না। বরং জেনে রাখুন, এইসব ক্ষেত্রেও আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা লুক্কায়িত রয়েছে।

———— ○ ————

অনুবাদক পরিচিতি

সাদিক ফারহান

পিতা : মাস্টার আবদুর রহিম

মাতা : বেগম সালেহা সাথী

ঠিকানা : ইছামতি, তেরোখাদা, খুলনা

জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ সালে, ইছামতি নামক খুলনার এক অজপাড়াগাঁয়। রূপসাবিধৌত গ্রামীণ নির্মল প্রকৃতির সান্নিধ্যে কেটেছে তার মখমল শৈশব।

শিক্ষা : বালি-মাটিতে দাপিয়ে বেড়ানোর বয়সে, ২০০৯ সালে জুরাইন মাদরাসাতুল নূর থেকে হিফজুল কুরআনের পাঠ শেষ করেন। স্বপ্নিল জীবনের সূচনায় নিজেকে আলোকিত করেন জামিয়া ফরিদাবাদ থেকে। তারপর ২০১৮ সালে জামিয়া রাহমানিয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস সমাপ্ত করে ছুটে যান গৌরবের বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে। হাদিসের আলোকবিভায়, সালাফের বর্ণচ্ছটায় সাজান নিজের অভ্যন্তর। এরপর ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ মারকাযুল মাআরিফিল ইসলামিয়াতে উলুমুল হাদিস অধ্যয়ন করেন।

পেশা : মাদরাসা উসমান ইবনু আফফানে সহকারী শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন শুরু। বর্তমানে বিভাগীয় শহর খুলনায় একটি প্রতিষ্ঠানে ইলমের খিদমতের পাশাপাশি কলম ও কলবের সমন্বিত প্রয়াসে সত্য, সুন্দর ও শুদ্ধ চিন্তার ফেরি করছেন।

লেখালেখি : খানিকটা শখ ও অনেকটা ইলমি দায়িত্ববোধ থেকে ছাত্রজীবনে কলম-কালির চর্চা শুরু করেন। বিভিন্ন মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকায় লেখালেখির পর, ২০২০ সালেই মূলত বইপত্রের কাজে আনুষ্ঠানিক মনোনিবেশ করেন। এ পর্যন্ত তার দুটি মৌলিক ও আটটি অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে বইয়ের চেয়ে কার্যকর হাতিয়ার দ্বিতীয়টি নেই। নিজের পরিচয় বাঁচিয়ে রাখতে তাই, তিনি লিখবেন অবিরাম—ইনশাআল্লাহ!

সুবর্ণ

“

আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এ বইটি আল্লাহর অনুগ্রহে আপনার হৃদয়ের বন্ধ জানালা খুলে দেবে, উদাসীন অন্তরে এনে দেবে কর্মচাঞ্চল্য। আপনার চিন্তাবিমুখ বিবেককে করে তুলবে সজাগ ও সচেতন। যদি আপনি এই বইটি একনিষ্ঠভাবে, গভীর অনুভব দিয়ে ও সময় নিয়ে পড়েন, তাহলে আপনি এমন এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান পেয়ে যাবেন, যেখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে সফলতা ও সৌভাগ্যের বসন্ত। এ বইয়ের প্রতিটি আলোচনা আপনার আগামী জীবনকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলবে। আপনাকে মুক্ত করবে সেই নৈরাশ্য, বঞ্চনা ও হতাশার শৃঙ্খল থেকে, যা আপনার জীবনকে দীর্ঘকাল আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বইটি যখন পড়বেন, তখন আপনার মনে হবে, যেন ব্যর্থতার স্মৃতি ভুলে আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন সফলতার পথে। হতাশা ঝেড়ে ফেলে প্রবেশ করছেন আশা ও প্রত্যাশার পৃথিবীতে—যেখানে আপনি মুক্ত থাকবেন এমন সব চিন্তা ও সংশয় থেকে, যা আপনাকে দীর্ঘকাল যাবৎ তাড়া করছে। সেইসঙ্গে আপনি অনুভব করবেন সজীব ও প্রাণবন্ত জীবনের স্বাদ।

—ড. মাশআল ফালাহি

”

ISBN 9789848 012871
B0096
মাকতাবাতুল হাসান
স্বরবর্ণ